নিয়ম-রহস্য ।

নিয়ম-রহস্য।

শ্রীবিহারীলাল মিত্র
প্রণীত।

কলিকাতা।

শকাব্দা ১৮২২।

শম, দম, দণ্ড, ভেদ যত দিন রহে,
সুখে থাকে তত দিন মিত্র ইহা কহে।

বি, মিত্র।

নিয়ম-রহস্য।

ধর্ম্মাধর্ম্ম অখণ্ডিব মুখ্য হিতাহিত, নিযমাধীন বলিয়া ইহাই কথিত।
সব এক এক সব জন্তুর রচিত, স্বভাবকৃত নিযমে নিযম গঠিত॥
প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ ব্যোমাবধি কথিত।
এক নিযম সর্ব্বত্র মনের বচিত॥

প্রথম অধ্যায়।

রস।

উঃ কি অদ্ভূত দৃশ্য! আপনাপনি স্ফীত, ততঃ হেলিত, দুলিত, পবস্পবে আলাপিত, গুণ বশতঃ আঘাতিত ফলতঃ শব্দান্বিত। ঘোর ঘনে ঘনীভূত পরন্তু আদ্যান্ধকাবে আবৃত, ততঃ আকর্ষণ ও বিকর্ষণে অবিবত ছুবিত, উঠিত, পডিত ফলতঃ একার্ণবে মিশ্রিত। মৈথুনে আনন্দিত, গোঁ গোঁ ববে গর্জ্জিত, ওঁ ওঁ ববে ওঙ্কাবিত, মহাবীব মরুত অকস্মাৎ উত্থিত, তৎপর শোঁ শোঁ শব্দে প্রবল বেগে চাবিদিগে প্রবাহিত। পবস্পর মর্দ্দনে বাডবাগ্নি উদ্ভূত, বস্তুতঃ নিজ মর্য্যাদা বক্ষা হেতু বাগন্বিত, কিন্তু বাস্তবিক নিহুত আনন্দ সাগবে নিমজ্জিত, ফলতঃ প্রলয উপস্থিত। প্রলযান্তে

আদ্য আবির্ভূত, আদ্যাগমনে স্থিতি স্থাপিত, স্থিতি অবসানে আবার প্রলয় উপস্থিত।

অহো কি আশ্চর্য্য রহস্য। সর্ব্বদা, সর্ব্বথা ও সর্ব্বত্র শক্তি বিরাজিত,*সুতরাং অবিশ্রামে অবিরত জগৎ হয় ঘূর্ণিত। ঘূর্ণীপাকে সমস্ত বিষয় হয় বশীভূত, তদ্ধেতু জন্ম ও মৃত্যু অহোরাত্র চিন্তিত, তৎকারণ তিরোভাব ও আবির্ভাব হয় কথিত, অপিচ দিবা ও নক্তা প্রত্যহ সর্ব্ব দৃষ্টিতে হয় প্রত্যক্ষ দর্শিত। মানষিকজ্ঞানবিজ্ঞানকৌশল বিজিগীষা সর্ব্বদা তথায় হয় পরাভূত, কারণ চিৎরূপিনী শক্তি সদা অন্তরে হয় অন্তর্হিত। ভূতপূর্ব্ব, ভবিষ্যৎ পর, বর্ত্তমান আপাততঃ তজ্জয় লাভে বঞ্চিত, তদ্ধেতু পর্য্যায়ক্রমে বাস্তবিক হয় লজ্জিত ফলতঃ পরাজিত। শিব, শিব, শিব, স্বামী যেমনি হয় গৃহীত, অমনি চিদাভাসে হয় সমস্ত ভাসিত।

অহো কি আনন্দ। অকস্মাৎ পূর্ব্ব আলোক হইল আবার প্রকাশিত। স্থির, অতিস্থির, গম্ভীর পুনঃ হইল লক্ষিত, তৎসঙ্গে সঙ্গে হইল ঘোর নীলিমা রঙে রঞ্জিত। মানষিকজ্ঞানবিজ্ঞানকৌশল জয়লক্ষী তদুপরি যাদৃশী হইল স্থাপিত, তাদৃশী গর্ব্বিত ভাবে বক্ষঃ বিদারণ করতঃ হইল হর্ষিত ফলতঃ পরিচালিত। যাত্রী নানা আমোদে আমোদিত, এবং চতুর্দিগে নানা আশ্চর্য্য দর্শনে হইল আশ্চর্য্যান্বিত, কুত্রস্থম্ভিত, কুত্র লোমাঞ্চিত, কুত্র পুলকিত, কুত্রচিৎ হইল আপ্লাবিত। উদিত ভক্তি হইল প্রকাশিত, বিশ্বাসকে করিল দৃঢ়ী-ভূত, ফলতঃ কার্য্য কারণে হইল পরিণত। দূনযাত্রী সংস্কার বলে হইল সংস্কৃত, তৎ কারণ সংস্কৃতি ইহাই হইল সংশিত।

দুস্তর সংসার জলনিধি ও সংসার মহীরুহ হইল আবির্ভূত, ততঃ হিতাহিত হইল প্রকাশিত, বিধি হইল নিরূপিত, তৎকারণ যুদ্ধ হইল উদ্গত, ফলতঃ পুরুষকার হইল উপস্থিত। সম্ভাবিত জয় পরাজয় অন্তরে রহিল লুকায়িত, যত্র মোহে হইল গর্ব্বিত, তত্র অপায় হইল উপস্থিত ফলতঃ যুদ্ধে হইল পরাজিত, যত্র যুক্তি হইল না লঙ্ঘিত তত্র উপায় হইল উদ্ঘাটিত ফলতঃ জয়লক্ষ্মী হইল বিরাজিত, ইহাই হয় সত্য যাহা বিহারী মিত্রের দ্বারা হইল বিদিত, কথিত, বর্ণিত।

হে মন। তুমি রচনা করিয়াছ, যদি তুমি না করিতে তাহা হইলে অদ্য জাগতিক জন কাল্পনিক ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান রহিত হইয়া স্বাভাবিক মহানন্দে আনন্দিত থাকিত। তোমার কি অদ্ভূত রচনা শক্তি, যাহা কুত্রাপি নাই, তাহাও তুমি সর্ব্বত্র প্রস্তুত করিতে পারগ হও। কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক, কোথায় পাপ, কোথায় পুণ্য, কোথায় জন্ম, কোথায় মৃত্যু, কোথায় পুনর্জীবন, কোথায় ইহ জীবন, কোথায় সর্গ, কোথায় মর্ত্ত্য সমস্তই তোমার কল্পিত হয়। তুমি যদি না থাকিতে তাহা হইলে কল্পনা হইত না, এবং কাল্পনিক জগতের আদি, মধ্য ও অন্ত রহিত হইত। অতএব হে মন। তুমি ধন্য, ধন্য, ধন্য।

হে মন! তুমি পূর্ণ নির্ম্মল আছ। জগতে এমন কিছুই পদার্থ নাই, যাহা তোমার নির্ম্মলতার যোগ্য হয়, ইহার কারণ তোমার উপমা ও অভাব হয়। হে মন। তুমি কি প্রকারে মলান্বিত হও। মানব মাত্রই মন আছে, তবে কেন সকল মানব নির্ম্মল নন। মানব

মাত্রই প্রকৃতি ভেদ লক্ষিত হয়। হে মন! তুমি তবে রস সংস্কারে সংস্কৃত হইযা নানা কামনা কর, এবং নানা রূপ ধর। হে মন! তুমি যদি কামরূপ হও, তাহা হইলে সচ্চিদানন্দ লোপ হয। হে মন! তবে যাহা **এক** তাহাই সত্য, যাহা সত্য তাহাই নিযম, যাহা নিযম তাহাই সৎ, যাহা সৎ তাহাই চিৎ, যাহা চিৎ তাহাই আনন্দ।

হে মন! সৎ, চিৎ, আনন্দ সত্য হয়। সৎ আকাব হয। চিৎ শক্তি হয। আনন্দ পুরুষকাব হয। আকার না হইলে শক্তি ব্যবহাব হয না, অতএব আকার ও শক্তি বীজের ও ফলেব সম্পর্ক বৎ হয। যথায আকার, তথায শক্তি হয়, যথায শক্তি তথায আকাব হয। আকাব ও শক্তি একত্রিত হইলেই ক্রিযার আবশ্যক হয, ক্রিযাব আবশ্যক হইলেই পুরুষকাবের আবশ্যক হয, পুরুষ কাবের আবশ্যক হইলেই নিযমেব আবশ্যক হয, নিযমেব আবশ্যক হইলেই সত্যের আবশ্যক হয, সত্যের আবশ্যক হইলেই একেব আবশ্যক হয, কাবণ যাহা **এক** তাহাই সত্য হয। হে মন! তুমি রস সংস্কাবে কি প্রকারে প্রকৃতি ভেদ হও, তাহা তুমি জাগতিক জনকে প্রত্যক্ষ শিক্ষা দেও।

কদা নন্দীগ্রামে একটি ভাবুক দুঃস্থ বাস কবিতেন, তাঁহার কতকগুলি সন্তান ছিল এবং তিনি স্বাভাবিক গুণ বশতঃ সর্ব্ব-জ্যেষ্ঠকে অন্যাপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতেন। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ কার্য্য বশতঃ পিতৃ কুঠীব ত্যাগ কবিযা সহবে বাস করিত। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভাষাজ্ঞ ছিল, ইহাব কাবণ সহবের কৌশল উত্তমরূপে বিদিত ছিল.

এবং তৎকারণ অন্নকষ্টে পীড়িত হইত না, ববং কিঞ্চিৎ উদ্বর্ত্ত অন্ন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সমযে সময়ে দেশে পাঠাইত।

সহরে থাকিয়া গ্রাম বাসীর উপর যত প্রভূত্ব লওয়া যাইতে পাবে, গ্রামে থাকিযা তত হয না, কারণ গ্রামবাসীবা সহরবাসীর নিকট হইতে মর্য্যাদা গ্রহণ কবিতে আগ্রহ হয। সহরবাসীরা অর্থো-পার্জ্জনের দরুন গ্রামবাসীব উপর যে সমস্ত কৌশল ব্যবহার করে তাহাতে প্রায সম্মুক প্রকারে জযী হয, কাবণ গ্রামবাসীরা সবল অন্তঃকবণেব প্রাণী হয, বক্র ভাব কি তাহা আদৌ জানেনা। গ্রাম বাসীবা বিজ্ঞাপনের উপর নির্ভর কবে। যদি বিজ্ঞাপনের স্তম্ভে দেখিল, অমুক অবতাব হয, অমুক লোক বলিতেছে, গ্রামবাসীরা তৎক্ষণাৎ বিনা যুক্তি আশ্রয কবিযা তাহাই বিশ্বাস করিল, এবং অমুকের সহিত লেখা লিখি চলিল। গ্রামবাসীরা নাম জাহির লোকেব গোলাম হয। নাম জাহিব লোকের নিকট হইতে পত্রেব উত্তব পাইলে কৃতকৃতার্থ হইযা সেই পত্র অন্য সমস্ত গ্রামবাসীব নিকট জাহিব কবিযা নিজে অন্যের নিকট বড় হয। সহরবাসী অচৈতন্যকে চৈতন্য করিল, কিছুই দেখিল না ববং প্রকৃত চৈতন্য পদার্থ বলিযা গ্রহণ কবিল, এবং অপর সকলকে চৈতন্য দিল, চৈতন্যময় হইল, বাস্তবিক সকলেই অচৈতন্য রহিল কারণ গোড়ায় অচৈতন্য ছিল।

গ্রামবাসীবা সহরবাসীব শ্রী, কান্তি, পবিচ্ছদ, আচাব, বিচার, ব্যবহাব, আশবাব্ দেখিযা হতভ্রম হইযা যায়, কিন্তু এইটি জানিল না যে সমস্তই গ্রামবাসীদেব অর্থ হইতে হয, যদি গ্রামবাসীবা কৃপা

না কবে, তাহা হইলে সহববাসীদের দুর্দ্দশার অবধি থাকে না। বিজ্ঞাপন স্তম্ভ ও নাম জাহিব লোকেব বাক্য গ্রামবাসীদেব হতভ্রম করিবাব এক মহা উপায হয।

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সহবে মহানন্দে কালযাপন কবিতেছে, এমন সময হঠাৎ এক পত্র পাইল, সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পত্র পডিযা জানিল, পিতার মুমূর্ষু অবস্থা আগত প্রায, অতএব সহব ত্যাগ কবিযা দেশে প্রত্যাগমন বিধেয। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সহব ত্যাগ কবিযা স্বদেশাভিমুখে যাত্রা কবিল, এবং কিঞ্চিৎ দিনেব পব দেশে পঁহুছিল। কুটীবে গিযা দেখিল, পিতা মৃত্যু শয্যায শাযিত আছেন, সর্ব্বজ্যেষ্ঠ অন্য পবিবাব বর্গকে পিতাব পীডা সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন কবিতে লাগিল। এবম্প্রকার কথাবার্ত্তা পরস্পর চলিতেছে, এমন সময়ে ভাবুকদুঃস্থ চক্ষুরুন্মীলন করিল।

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। আপনি কেমন আছেন।

পিতা। আমি তোমাব অপেক্ষায জীবন ধাবণ করিযা বহিয়াছি, তুমি আসিয়াছ ভালই হইযাছে, পথে কোন কষ্ট হয নাই?

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। আজ্ঞে না।

পিতা। তুমি ভাষাজ্ঞ আছ, এবং অন্য কযেকটি অপেক্ষা চতুর হও। তুমি পর পযসা কি প্রকারে লইতে হয তাহা উত্তম রূপে বিদিত আছ, তুমি আমাব কিছুর উপব আশা ও ভবসা রাখ না। তবে আমি পিতা তোমায় কিছু বস্তু দিতে ইচ্ছা করি, যদি তুমি ইহাতে আনন্দ অনুভব কর, তাহা হইলে গ্রহণ কর।

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ হস্ত প্রসাবণ কবিযা বস্তু লইযা অন্তবে হাসিতে

লাগিল, এবং ভাবিল পিতাব মৃত্যু হইতে আব অধিক বিলম্ব নাই, কাবণ পিতা পূর্ণ বিকার অবস্থা প্রাপ্ত হইযাছেন ও প্রলাপ বকিতেছেন। যাহা হউক, দুই একটি কথা বলি। আপনাব এই বস্তুটিব নাম কি ?

পিতা। বহস্য।

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। ইহার গুণ কি ?

পিতা। গুণ যথেষ্ট, যদি তুমি গুণ বিশিষ্ট হও। অদ্যাবধি তুমি মনুষ্য চিনিলেনা, প্রতাবক হইযা উদর পূবণ কবিতেছ। তুমি ভাষাজ্ঞ এবং তোমাব মাথা আছে, যদি মনুষ্য চিনিতে পাব, তাহা হইলে তোমাব সদ্গতি হইবাব সম্ভাবনা। তুমি এই বহস্য লইযা চক্ষুতে দিবে, যদি মানবাকাব দেখিতে পাও, আলাপ কবিবে, কিন্তু যতক্ষণ দেখিতে না পাইবে ততক্ষণ অন্বেষণ কবিবে, ক্লান্ত হইবে না, অবহেলা কবিবে না, আমি জন্ম দাতা পিতা।

ভাবুক দুঃস্থের চক্ষুব দুইধার হইতে অবিরত জল বহিতে লাগিল, তৎপব তাঁহাব শিব চক্ষু হইল, তদনন্তব তাঁহাব চক্ষুব দৃষ্টি স্থিব প্রাপ্ত হইল। স্থিবে স্থিব অলক্ষিত ভাবে মিশিল, অস্থিব প্রকাশ্যভাগে পডিযা রহিল।

চাবিদিগে পবিবাববর্গেব ক্রন্দনবোল উঠিল। অস্থিব লইযা সকলেই অস্থিব হইযা পডিল, অবশেষে কৃপাবশতঃ মাযা পুরুষ-কাবে আসিযা যোগ দিল। অস্থিবের উপর স্মৃতি চলিল, অস্থির চিতাব উপব কাষ্ঠ শয্যাতে শাযিত হইল, পুত্র মুখাগ্নি মুখে দিল, এবং অস্থিব কাল সহকাবে ভস্ম হইল। দাহকাবী জল সহকাবে

চিতাগ্নি নির্ব্বান করিয়া চিতা ধৌত করিল। দাহকারী কুটীরাভি-মুখে ফিরিল, হরিবোলের বুলি পুনরায় বলিতে লাগিল। দাহকারী কুটীরের দ্বারে গোবরাগ্নি প্রথম দর্শন করিল, কুম্ভ হইতে জল লইয়া স্পর্শ করিল, দাহকারী দন্তে মসূর ডাল কাটিল, নিম্ব ভক্ষণ করিল, তৎপরে কুটীরে প্রবেশ করিল। ফল ও মিষ্টান্ন খাইল অবশেষে মিছিরি পানাতে শান্তিলাভ করিল। সকলেই বিশ্রামের আশ্রয় লইল, খালি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ অন্যভাব ধরিল।

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সদা অন্যমনস্ক থাকিত, কোন বিষয়েই আনন্দ বোধ করিত না। কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, কোন উত্তর দিত না বরং বিরক্তিভাব প্রকাশ করিত। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ কিঞ্চিৎদিন এই প্রকারে কাল যাপন করিবার পর অকস্মাৎ একদিন রহস্যটি মনে উদয় হইল, কিন্তু উদ্বিগ্নচিত্তের কারণ কিছুই স্থির করিতে পারিল না। সর্ব্বজ্যেষ্ঠের ভাব দিন দিন ভাবান্তরিত হইতে লাগিল। কয়েকদিবস পরে আবার রহস্যটি মনে আসিল এবং তৎক্ষণাৎ সঙ্গে সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করিল। আমি পিতার আদেশানুক্রমে রহস্যটি কার্য্যে পরিণত করিব, যদি প্রকৃত রহস্য হয়, তাহা হইলে মানবাকার পুরুষের সহিত যে প্রকারে হউক আলাপ করিব এবং তাঁহার শিষ্য হইয়া মনের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া, মহানন্দে ইহলীলা সম্বরণ করিব, আর যদি যথার্থ অহরহহাস্য হয়, তাহা হইলে পিতার আজ্ঞা ব্যতিক্রম করিয়া রহস্যটি দূরে নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় সহরে যাইয়া আবার নিজব্রতে ব্রতী হইব।

এইরূপ স্থির করিয়া অস্থির সর্ব্বজ্যেষ্ঠ কুটীর হইতে বাহির

হইল। কুটীরের কথঞ্চিৎ দূরে জনের জনরব তাহার কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিল। সর্ব্বজ্যেষ্ট কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া শ্রবণ করিয়া দিক্ ঠিক করণান্তে তদ্দিকে ধাবিত হইল। তথা বহুজনকে এক-ত্রিত দর্শনে সর্ব্বজ্যেষ্টের আনন্দ অপার হইল। সর্ব্বজ্যেষ্ট তন্মধ্যে একটিকে জিজ্ঞাসা করিল—

অহে ভদ্র! অত্র স্থানে কি কারণ এতাধিক জন একত্রিত হইয়াছে?

হে অজ্ঞাত কুলশীল পান্থ! অদ্য বৈষ্ণবোৎসব হয়। চারি দিগ হইতে সর্ব্ব বৈষ্ণবগণ একত্রিত হইয়াছে। অদ্য বৈষ্ণবদের মহানন্দের দিন হয়, কারণ দলে দলে হরি সংকীর্ত্তন হইবেক। সকলেই যে বৈষ্ণব তাহা নহে, অধিকাংশ জন তামাসা দেখিতে আসিয়াছে, আমাদের দেশ তামাসা প্রিয় হয়। যথায় তামাসা তথায়ই আমাদের দেশীয় লোক উপস্থিত হয়। হুজুগ ব্যতীত কেহই থাকেনা বিশেষতঃ ঢাক পিটা বিদ্বান, সম্পাদিক, ধনী, কপট গৈরিক ধারী ও কপঠ ব্রাহ্মণ বেশধারী। ঐ দেখুন অতি আশ্চর্য্য তামাসা, মৃণ্ময় বিষ্ণু মূর্ত্তি মধ্যে স্থাপিত। আবার দেখুন দুই জন কপট বৈষ্ণব ইন্দ্র ও উপেন্দ্র সাজিয়া কপট বৈষ্ণব জনকে মুগ্ধ করিতেছে। কি আশ্চর্য্য! যাহাকে উপাস্য বিষয় ঠিক করিয়াছে, উপাসক আবার উহাকে সং সাজাইয়া রং ঢং করিতেছে, পয়সা উপার্জ্জন করিতেছে। যিনি বৈষ্ণব নাম ধারণ করিয়াছেন, তাঁহার কি অচৈতন্য মৃণ্ময় মূর্ত্তি চৈতন্য করিবার জন্য প্রয়োজন হয়, না সং দেখিয়া তাঁহার প্রেম বাড়াইতে হয়। হে উদ্বিগ্ন চিত্তধারিন! আপনি

যোগদান করুন, কল্য আপনাব নাম ক্রোড়পত্রে প্রকাশ হইবে, কারণ যত নাম বাড়িবে তত অর্থোপার্জ্জনেব সুবিধা হইবে এবং বিষ্ণু অবতাব হয ইহা প্রমাণ হইবে, ফলতঃ চৈতন্য সম্প্রদায় অর্থাৎ জ্ঞানী লোক বৃদ্ধি পাইবে। আপনি আনন্দ করুন, আমি অন্যত্র যাই। ভদ্র পান্থকে তথায় রাখিয়া চলিয়া গেল।

সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ ভাবিল, ভদ্র বুঝি আমার সহিত বিদ্রূপ কবিল। তাই বা কি কবিয়া বলিব, যখন কিছুই অযথা বলেন নাই। বোধ হয তিনি এইপ্রকাব মেলাকে ঘৃণা কবেন, তাহা কবিতে পারেন, যখন পবস্পরেব প্রকৃতি প্রভেদ লক্ষিত হয। আমি পূর্ব্বে এই সব করিতাম, যাহা কিছু ভিতবেব কাণ্ড তাহাও আমি সমস্তই বিশেষ রূপে বিদিত আছি। আমি কতকগুলিকে গুরু কবিযাছি, বক্তৃপার মতন অনবরত একটি আশ্রয় ত্যাগ কবিযা অন্য আশ্রয় গ্রহণ কবিযাছি, যখন কিছুই ঠিক দেখিলাম না কারণ ভাষাজ্ঞ, তখন নিজে গুরু হইযা গরু চবাইতে সুরু কবিলাম। ভদ্রেব কথা শ্রবণাবধি আমি অস্থিব হইযাছি, তাঁহাকে গুরু করিতে ইচ্ছা হয। পিতা যে আমায অস্থির বলিতেন তাহা ঠিক, কারণ কেহ কিছু বুজরুকি দেখাইলে, অমনি তাঁহাকে গুরু করিতে ইচ্ছা হয। আর অন্য কাহাকেও গুরু কবিব না। পিতা যে রহস্যটি দিযা গিযাছেন যদি ঠিক হয, তাহা হইলে সেই মানবকে পুনরায মৃত্যু পর্য্যন্ত গুরু রাখিব। এই মেলাটিতে অনেক ব্যক্তি একত্রিত হইয়াছে, রহস্যের পরীক্ষাব এই সুবিধা ছাড়িলে, বোধ হয, আর এমন সুবিধা শীঘ্র পাইব না। এই বলিযা, সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ রহস্যটি চক্ষুতে দিল।

সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ যেমনি রহস্যটি চক্ষুতে দিল, অমনি নানা রকম পশু দেখিতে লাগিল, মানবাকাব আব দেখিতে পাইল না। বহু ক্ষণ ধবিয়া দেখিল, তত্রাচ আশা আর মিটিল না, যখন পশ্বাচার দেখিয়া অত্যন্ত বিবক্ত হইল, তখন বহস্যটি চক্ষু হইতে নামাইল। পিতার উপর সর্ব্ব জেষ্ঠেব ভক্তি উদয হইল এবং নিজেব পূর্ব্ব কার্য্যেব উপব ঘৃণা বাড়িল। সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ কিযৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ প্রায় হইয়া পুনঃ লোকাবণ্যেব উপব স্থিব দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ সহবে সর্ব্ব জ্যেষ্ঠই ছিল, কিন্তু ভাবুক দুঃস্থেব নিকট পুত্র হইল, কাবণ সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ বাস্তবিক পুত্র হয। ভাবুকের নিকট জাগতিক ব্যাপাবে ভাষাজ্ঞ চিবকাল পুত্র বলিযা কথিত হয। ভাবুক আদর্শ হন, চিন্তাশীল ভাষাজ্ঞেবা নকল হন। ভাবুকেবা যাহা স্থিরচিন্তা করিয়া বাহিব কবেন, চিন্তাশীল ভাষাজ্ঞেবা তাহা জন সমাজে শিষ্য হইয়া প্রচার করেন, স্থির ভাবুকেরা নিরেট হন, চিন্তাশীল ভাষাজ্ঞেরা ভাসা হন। আর্য্য জগতে হব ওরফে হরি ভাবুক হন, কপিলাদি করিয়া শঙ্করাচার্য্য পর্য্যন্ত চিন্তাশীল ভাষাজ্ঞ হন। পূর্ণ প্রেমিক না হইলে পূর্ণ ভাবুক হয না, ইহাব কারণ যিনি পূর্ণ তিনি অবতাব বলিযা কথিত হন। আর্য্যজগতে হর ওরফে হরি ব্যতীত আর অবতার নাই, অন্য আটটি হরির অবতার অর্থাৎ পুত্রের পুত্র বলিযা কথিত হয। বুদ্ধ অপব একটি অবতার হন, কিন্তু প্রভু বুদ্ধকে বিহাবী মিত্র প্রেমিক কহে. ইহার কাবণ তিনি পূর্ণ অবতার হন, কাবণ জগতে ইঁহাব শিষ্যেবা

বৌদ্ধ বলিয়া খ্যাতাপন্ন হন, এবং শিষ্যেরা পঞ্চোপাসকের ভিতর নাই। [শ্রীরামচন্দ্রের বৈরাগ্য অবস্থা আর বুদ্ধদেবের জীবন চরিত প্রায় এক হয়, আর অসিত ও বিশ্বমিত্রেব নিকট বুদ্ধদেব শিক্ষিত হন আর বিন্ধ্যাচলেব পাহাড়ে বুদ্ধদেব পূর্ণ প্রেমিক হন, আর পুরুষকারই বুদ্ধদেবের প্রধান মত হয়, ইহাতে শ্রীরামচন্দ্র ও বুদ্ধদেব এক কিনা সন্দেহ হয়. মহাত্মা মুনি বাল্মীকি একধারে পোড়ার মুখ হনুমানের লঙ্কাকাণ্ড লিখিয়া সাধারণ জনকে মুগ্ধ করিয়াছেন, আবার অপরধারে যোগবাশিষ্ঠে শূন্য লিখিয়া বিশেষ জ্ঞানীজনকে শূন্য করিয়াছেন। প্রথম খানি আপাততঃ হিন্দুদিগের মহাদবের পুস্তক হয়, অপর খানি বুদ্ধগ্রন্থ বলিয়া কথিত হয়, কত দূর সত্য কিম্বা মিথ্যা নিরূপণ করিবার উপায় নাই, কারণ আর্য্যরবি বহুদিন অস্তমিত হইয়াছে।]

আদিতে সূর্য্যোপাসক ছিল, যাহা সংসার রহস্যে বলা হইয়াছে। প্রভু যোরাস্টার সূর্য্যের বদলে অগ্নিকে স্থাপন করিয়া নিজের প্রভুত্ব জাহির করেন, এবং অদ্যাবধি তাঁহার শিষ্যেরা সৌর ও আগ্নিক না বলিয়া যোরাষ্টিয়ান বলিয়া থাকেন, ইহার কারণ প্রভু যোরাস্টারও অবতার হন। প্রভু মোযেস, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, প্রভু মহম্মদ অবতার হন কারণ শিষ্যেরা উঁহাদিগের নাম লইয়া থাকেন। ভাবুক দুঃস্থ অবতার নন কারণ অবতার হইলে খালি ভাবুক সুস্থ হইতেন, তবে ভাবুক দুঃস্থ সমস্ত ভাষাজ্ঞের পিতা ইহা শত শতবার বলি।

অবতার দিগের মুখ নিঃসৃত বাক্য সম সাময়িক ও তৎ পর

জন বিনষ্ট করিবার জন্য কত চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু অদ্যাবধি বিনষ্ট করিতে কেহই সক্ষম হয় নাই, কারণ যাহা সত্য তাহা চির কাল সত্য হয় এবং যাহা অসত্য তাহা চিরকাল অসত্য হয়। অসত্য কয়েক দিনের জন্য সত্য বলিয়া অনুভব হইতে পারে, কিন্তু কিছু দিন পরে অসত্য অসত্য বলিয়া প্রকাশ পায়। যুগে যুগে অবতার অবতীর্ণ হন, ইহা যে সত্য ইহার কোন্ ভুল নাই, যদি ইহা অসত্য হইত তাহা হইলে এতক গুলি অবতারের নাম জগতে থাকিত না। যিনি প্রকৃত অবতার হইবেন. তাঁহাকে কেহই রোধ করিতে পারিবেক না, যে যাহাই চেষ্টা করিবেক, তাহার তাহাই বিফল হইবেক। সূর্য্যকে মেঘে আবরণ করিতে পারে ইহা সত্য, কিন্তু কত ক্ষণের জন্য, বোধ হয় কিঞ্চিৎ ক্ষণের জন্য, তদরূপ প্রকৃত অবতারকে কিয়ৎক্ষণের জন্য অন্ধকারাবৃত করিতে পারে।

অবতার সর্ব্বত্র আছেন, আহা! কি উচ্চ রহস্য হয়। হে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট! আপনি কোথায়, আপনি সর্ব্বত্র আছেন ইহা প্রমাণ করুন।

অহে দুগ্ধপুষ্য বালক! আমি তোমার সম্মুখে রহিয়াছি, তুমি কি ইহা দেখিতে পাইতেছ না। জগতে এমন্ দেশ নাই যথায় খ্রীশ্চান নাই, যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে আমি সর্ব্বত্র আছি ইহাও সত্য হয়। আমার শিষ্য আমা ব্যতীত কেহই নাই, যথায় খ্রীশ্চান তথায় আমি বর্ত্তমান আছি।

প্রভু হর ওরফে হরি এক সময় সর্ব্বত্র ছিলেন কিন্তু আপাততঃ হরণ হইয়াছেন। মদ্দণা ণ যুক্ত হওয়াতে হর মুমূর্ষ অবস্থা প্রাপ্ত

হইয়াছেন। মূৰ্দ্ধণ্য ণ মুৰ্দ্ধাতে বাস করে এবং মূৰ্দ্ধা হইতে মেটা-ফিজিক্ অর্থাৎ আধ্যাত্মিক শাস্ত্র উৎপন্ন হয়। যথায় সর্ব্বসাধারণের নিকট মেটাফিজিক্ অর্থাৎ আধ্যাত্মিক শাস্ত্র প্রচলন থাকে, তথায় অবতার স্থান পান না, কারণ সর্ব্ব সাধারণ জন বলদ কি গাভী ইহা নিরূপণ করিতে অক্ষম হয়, খালি গরু এইটি জানে, কারণ নিজে গরু হয়। গরু জন্ম গোখাদকের নিকট হয়। যত্র গরুর প্রাদুর্ভাব বেশী হয়, তত্র গুরুর আবির্ভাব বেশী হয়। যত্র দশা প্রাপ্তি অর্থাৎ মূৰ্চ্ছা-hysteric fit বেশী হয় তত্র দুৰ্দ্দশা ভোগও বেশী হয়।

আর্য্য আধ্যাত্মিক শাস্ত্র প্রণেতারা হরের শিষ্য হন, কিন্তু কপট আধ্যাত্মিক শাস্ত্র প্রচারকেরা প্রথমে হরকে লোপ করে, পরে নিরাকারকে উপাস্য দেবতা ঠিক করে, কিম্বা হরির খুড়ী মালাই দাসীকে উপাস্য দেবী ঠিক করে, কারণ কোথায় আধ্যাত্মিক শাস্ত্র প্রয়োজন হয়, তাহা আদৌ জানেনা। বিষধর জগতের বিষ ধারণ করিয়া জীবকে উদ্ধার করিতেছে, ইহা সত্য বটে, কিন্তু যদি বিষধরকে সর্ব্ব সাধারণ জনের নিকট রাখা হয়, তাহা হইলে জীব অমৃত ফল ভোগ না করিয়া বরং অকালে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। যেখানে যেটি আবশ্যক হয়, সেখানে সেটি ব্যবহার করিতে হয়, অযথা ব্যবহার করিলে, অযথা ফল ভোগ করিতে হয়।

সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ বহুক্ষণের পর লোকারণ্যের উপর দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া চিন্তাতে মগ্ন হইল। সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ ভাবিল, কি আশ্চর্য্য ব্যাপার। পিতাকে মূর্খ বলিয়া কতই ঘৃণা করিতাম, কতই অবহেলা করিতাম,

কিন্তু ভাষাজ্ঞ হইযাও আমি তাঁহার রহস্যটির রহস্য কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। রহস্যটি চক্ষুতে দিবা মাত্রই সমস্তকে পশু দেখি, আবার রহস্যটি চক্ষু হইতে অন্তর করিলে সমস্তই মানবাকার দেখিতে পাই, কি আশ্চর্য্য ব্যাপার। যাহাই হউক মন্ত্রের সাধন কি শরীর পতন। পিতা আদেশ করিয়া গিয়াছেন "যতক্ষণ মানব না দেখিতে পাইবে, ততক্ষণ অন্বেষণ করিবে, ক্লান্ত হইবে না, অবহেলা করিবে না।" তবে আমি হতাশ হই কেন, অন্যত্র যাই, অবশ্যই মানবাকার দেখিতে পাইব। সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ অন্যত্র চলিল।

কযেক দিবস পরে চক্রসদৃশভ্রমণকারী সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ সহরে আসিয়া উপস্থিত হইল। সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ সহরের বাহ্যিক চাক্ চিকণ্য দেখিযা অন্তরে হাসিতে লাগিল, কারণ সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ সহরের ভাত ভিক্ষা সমস্ত বিশেষ রূপে বিদিত ছিল। সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ একটি পান্থকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি সহরবাসী ?

পান্থ বলিল। আমি এই পল্লীতে বাস করি। আপনার হস্তে রহস্য দেখিতেছি, আপনি পাগল নাকি ?

সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ। আপনি রহস্যের কি গুণ তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া দেখিযাছেন ?

পান্থ। আপনি বদ্ধ পাগল, কারণ আপনি রহস্যে ভুলিযাছেন। তা বেশ। আপনি বন্ধু চান, তাহা হইলে রহস্য প্রণেতার নিকট যান। তিনিও বদ্ধ পাগল, পাগলে পাগলে বন্ধু হইবে। আপনি কি মুর্খ, আমরা পল্লীবাসী আমরা রহস্য পড়িনা, কারণ রহস্যে পাগলামী ব্যতীত কিছুই নাই। আর দেখুন, কোন সম্পাদক

কিছুই বলেন নাই এবং কোন Trumpetting Baboo ইহা লইয়া কোন আন্দোলন করেন নাই। আর দেখুন, কোন গৈরিক ধারী কিম্বা কোন গুলিসূতাধারী, কিম্বা কোন টিকীধারী ইহা লইয়া চর্চ্চা করেন নাই, তবে আমরা পল্লীবাসী একখানি পাইয়াছি অনুগ্রহ করিয়া একবার চক্ষু বুলিয়া গিয়াছি কিন্তু কোন রস পাই নাই। রহস্যের ভাষা অতি সরল হয়, এমন কি রহস্যের ভাষা বুঝিতে অভিধান প্রয়োজন হয় না, তত্রাচ ইহার ভিতর প্রবেশ হওয়া যায় না, ইহার কারণ আমাদের আড্ডাধারীর সভাতে ঠিক হইয়াছে যে, ইহা কিছুই নয়। তবে আপনার কোথা হইতে আসা হইতেছে ?

সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ। রহস্য প্রণেতা পাগল হয়, কারণ তিনি কাহার সহিত আলাপ করেন না, কোন সভাতে যান না। দুই হাতে গোপনে দান করেন কি ? কোন প্রতিবাসীর উপর অত্যাচার করেন কি ?

পান্থ। বদ্ধ পাগল বৈ কি, কোথায় যায় না খালি ঘরের কোটরে পেঁচকের মতন বসিয়া আছে, কিন্তু দিবা রাত্রি পাঠ করে, কি মাথা পাঠ করে তা সেই জানে। গোপনে দান আছে, আমরা পল্লী বাসী তাই জানি, কত বড় মূর্খ আপনি দেখুন দেখি, দান করবি তা আবার গোপনে, কেনরে বাপু, সম্পাদকের কাছে যা, সম্পাদক কাগজে ইস্তাহার দিউক এবং সকলে জানুক যে অমুক লোকটা বড় দানাদার, তবেতো সকলে ধনী বলবে, যশ গাইবে, গোলাম হবে। গরীবের যম হও, তবেতো পল্লীবাসীরা ভয় করবে, তা

না পাগলের মতন পাগলামী করবে আব পুস্তক ' লিখবে। মহাশয, আমাদের পল্লীবাসীদের কাহাবও উহাব উপব শ্রদ্ধা নাই, প্রতিবাসী যদি কেহ উহার উপব অত্যাচাব কবিল, নিজেই ভযে জড সড হয। দেখুন দেখি, আমাদেব পল্লীবাসীদেব ভিতব যাহাবা ধনী, মানী ও গুণী লোক তাহারা গবিবেব উপব কি অত্যাচাব না কবে, কাবও সাহস হয কি কিছু বল্‌তে, কেন হযনা, মস্‌তো মস্‌তো ধন, মান ও গুণ আছে বলেতো। যাব ধন আছে সেইতো বড লোক, যাব এপাশ ওপাশ আছে, সেইতো Trumpetting বাবুব নিকট গডাগডি দিতে পাবে, যাব পকেটে মধুপর্কেব বাটী আছে, সেইতো সম্পাদকেব নিকট ইস্তাহাব সংগ্রহ কবিতে পাবে, যাব জুতা বুরুসেব কালি আছে সেইতো সভাতে হোম্‌বা চোম্‌বা হাজিব কব্‌তে পাবে, আব যে কাদা মাখ্‌তে পাবে, সেতো দেবতাকে আনতে পাবে। এই সব কব্‌লে তবেতো নাম ছুট্‌বে, পল্লীবাসীবা ভয কববে, যশ গাইবে, ধনী বল্‌বে। মহাশয, ও বানবটাব এই সব গুণ কিছুই নাই, তাই পল্লীবাসীবা কেহই গ্রাহ্য কবে না। আপনি ইচ্ছা কবেন যান, কোনও বাঁধা নাই। দেখুন মহাশয, আমি এত গবিব, আমাবও আদপ্ কাযেদা আছে, মুটে, মজুব, গবিব এসে আমাব সঙ্গে দেখা কববে, না আমি তাদেব সঙ্গে কথা কইবো, কিন্তু ও বানবেব কিছুই নাই। যে যাও এবং যা বল, তাবি সঙ্গে দেখা কববে ও শুনবে, এব দরুণ আমি খপবে আনি না।

সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ বুঝিল যে এই সব লোক আমাব শিষ্য হয, আর

ইহাদেব দ্বাবাই আমি প্রতিপালন হইযা থাকি। এই সব লোককে যত তুচ্ছ কবিবে ও কুকুরের মতন ব্যবহাব কবিবে ততই গুণ গাহিবে। ইহাকে আর Mesmerise কবা আবশ্যক হইযাছে, তাঁহা হইলে প্রণেতার সহিত আমাব সাক্ষাৎ কবিতে কোন কষ্ট হইবে না। কিহে বাপু, তুমি জান আমি কে? আমি অমুক সহবের সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ হই।

পান্থ। আজ্ঞে, আজ্ঞে, আপনি মহাপুরুষ। আপনি এখানে কেন? আপনাব মতন লোকের উচিত হযনা, ঐ সব ক্ষুদ্র লোকেব নিকট যাওযা। আপনার দ্বাবাই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ চতুর্ব্বর্গেব ফল ফলিতেছে। আহা! আপনাব নামে জগৎ পাগল, আপনি পূর্ণ অবতার হন।

সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ বুঝিল, যদি আমি ইহাব সহিত তর্ক বিতর্ক কবি, তাহা হইলে আমাব উপব ইহাব ঘৃণা আসিতে পাবে, তবে ইহার কমরেব দড়ি ঘুবাইযা লইতে হইবে, তাহা হইলে আমাব ইচ্ছামত নাচিবে।

সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ বলিল। দেখ, ও উল্লুকটা বড আপদ হইযাছে, উহাকে শেষ করিতে না পাবিলে আমাদেব ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ চতুর্ব্বর্গের ফল নষ্ট হইযা যাইতেছে। আমি ঐ উল্লুকেব সঙ্গে সেই জন্য সাক্ষাৎ কবিতে ইচ্ছা কবি। আর উহার ভাত ভিক্ষা যাহাতে বন্ধ হয, তাহাও কবা অত্যন্ত আবশ্যক হইযাছে।

পান্থ। আপনি চিবজীবি হউন, আপনার মতন লোক না হইলে কি এই কার্য্য সাধন হইতে পারে। আমাব দুর্ভাগ্য বশতঃ আমি

আপনার চতুর্হস্ত দেখিতে পাইতেছিনা, আপনিই পূর্ব্বে রাজা রাম চন্দ্র ছিলেন, আমাদের উদ্ধারের দরুন আপনি কষ্ট স্বীকার করিয়া আপাততঃ এই মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আসিয়াছেন। আজ আমার জন্ম সার্থক হইল। তবে আপনি আমার সহিত আসুন।

পান্থ, সর্ব্ব জ্যেষ্ঠকে সমভিব্যাহারে লইয়া প্রণেতার নিকট আসিল।

প্রণেতা জিজ্ঞাসিল। আপনি কেমন আছেন, অভাগার প্রতি এতদিন অনুগ্রহ হয় নাই কেন, অভাগা আপনার নিকট কি দোষ করিয়াছে। তবে এই ভদ্রটিকে কোথা হইতে আনিলেন?

পান্থ। মহাশয়। ইনি অমুক, ইহার তুল্য বড়লোক আর দ্বিতীয় নাই।

প্রণেতা। অহে বাপু, অমুকতো বড়লোক আছে, তুমি আমার চিরকালের বড়লোক।

পান্থ। আপনি বিদ্রূপ করেন কেন, সেই জন্যইতো আপনার নিকট আসিনা।

প্রণেতা। ছিঃ বাপু, রাগ করিতে আছে, আমি তোমার প্রতিবাসী, তুমি চিরকালের বড় আছ, যখন আমার আপদ কিম্বা বিপদ হয়, তখনকি বড়লোক আসিয়া রক্ষা করে, না তুমি কর।

পান্থ। আপনার সহিত কথায় পারিব না, তবে আমি আসি।

প্রণেতা। আপনার ভাব ভঙ্গি সর্ব্বসাধারণ অপেক্ষা অন্য রকম দেখিতেছি। কি ব্যাপার বলুন দেখি। ইকি, আপনার হস্তে বহস্ত কেন। বদ্ধ পাগলেরা ও বোম্বাই বর্ব্বরেরা ব্যবহার

করিযা থাকে। আপনার যাহা পরিচয় পাইলাম তাহাতে বহস্য শোভা পায না, অহোবহ হাস্য শোভা পায।

সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ। আমি সহবের সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ হই, আমাব নাম সকলে বিদিত আছে, আমি অনেক পযসা উপার্জ্জন কবিযাছি, আমাব পিতা আমাকে ভাল চক্ষুতে দেখিতেন না, যদিও আমি সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ হই। মৃত্যুকালে আমাব পিতা আমাকে এই বহস্য দিয়া গিয়াছেন, এবং তিনি আমাকে এই আদেশ কবিযাছেন যে, যতক্ষণ না মানব দেখিতে পাইবে, ততক্ষণ বিধিমতে চেস্টা কবিবে। আমি তাঁহাব আদেশ অনুসাবে অনেক পবীক্ষা কবিলাম, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, কুত্র মানব দেখিতে পাইলাম না, সর্ব্বত্র নানাবকম পশু দেখিলাম। আমি ভাগ্যক্রমে আপনাব নিকট আসিযাছি, যদি অনুমতি কবেন, তাহা হইলে আমি বহস্য চক্ষুতে দিযা আপনাকে দেখি।

প্রণেতা। তুমি সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ হও তাহাব কোন ভূল নাই, কাবণ যাহা তুমি বলিলে, তাহাতেই পূর্ণ পবিচয পাইলাম। সহবে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ না হইলে সর্ব্বজনেব নিকট পবিচিত হইতে পাবেনা। সহবে বাহ্যিক আডম্ববে ধনী, গুণী, মানী ও যশস্বী প্রস্তুত হয। খোদার খাসিতে খোসামদ বেশী বকম ছডাছডি কবিতে হয, আর বিশিষ্ট প্রবারে গবীবেব যম হইতে হয এবং দুষ্ট বুদ্ধি অত্যন্ত ব্যবহাব করিতে হয, এবং আইন বাচাইযা সর্ব্ব কার্য্য কবিতে হয, এবং সত্যকে মিথ্যা কবিতে হয, মিথ্যাকে সত্য কবিতে হয। বাপু, এই সব যদি তোমাব অভাব হইত, তাহা

হইলে কি তুমি সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ হইতে পারিতে, তুমি চক্ষুতে রহস্য দিয়াছিলে, তাই পশু দেখিয়াছ। বাপু, তোমার পিতা বোধ হয় ভাবুক ছিলেন, তাই তোমাকে সদোপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তুমি মানব হও, তাহা হইলে মানব দেখিতে পাইবে।

সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ। আমি মানব আছি, তবে কেন মানব দেখিতে পাইনা।

প্রণেতা। সকলে মনুর সন্তান হয় ইহা সত্য, কিন্তু প্রকৃতি বিভ্রাটে সকলে মানব নয়। যে মানব যে প্রকৃতির হয়, সে মানব সে প্রকৃতির বন্ধু হয়, অন্য প্রকৃতির মানব তাহার শত্রু হয়।

সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ। মন হইতে মনু হয়, মনু হইতে মানব হয়, যদি ইহা ঠিক হয়, তবে প্রকৃতি ভেদ হয় কেন, যখন মন নির্ম্মল বলিয়া কথিত হয়।

প্রণেতা। তুমি যাহা বলিলে অতি ঠিক, কিন্তু বাপু, দেহ বিহনে মনের অস্তিত্ব কোথায়। যথায় দেহ তথায় মন হয়, যথায় মন তথায় দেহ হয়, ইহার কারণ জাগতিকজন দেহী ও মানব বলিয়া কথিত হয়। মৃত্যু দেহে জীব নাই, ইহা মনে করিবে না, কারণ জীব না থাকিলে জীব উৎপাদন হয় না। সজীব ও নির্জীব দুইপ্রকার জীব হয়। নির্জীব শব্দটিতে কিছু কেন, সম্পূর্ণ গোলযোগ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ভাবুক হইয়া দেখিলে আর সেটি থাকে না। স আর নি এই দুইটি উপসর্গ যোগে দুইটি অর্থ হইয়াছে, একটি সহিত অপরটি রহিত। জীব নিত্য পদার্থ হয় অতএব জীব সহিত ও জীব রহিত হইতে পারেনা। যাহা নিত্য,

তাহা আবাবে জীব সহিত বা জীব বহিত কি করিযা হয, তবে তাহা নয, দুইটিতেই জীব বর্ত্তমান আছে, তবে অবস্থাভেদে ব্যবহাবে সজীব ও নির্জীব কথিত হয, অত্র সজীব ও নির্জীব দুই প্রকাব জীব কথিত হইল, কিন্তু জীব নিত্য ইহা যেন স্মবণ থাকে।

সংস্কার নানা প্রকাব শিক্ষা দেয। সংস্কাব দেহ গঠিত হয। জন্ম, স্থিতি, মৃত্যু যাহা সর্ব্ব সাধাবণ চক্ষুতে দেখিতে পাওবা যায, ইহা সংস্কাবেব পদ্ধতি ব্যতীত আব কিছুই নয। সংস্কাব পদ্ধতিতে মানব জীব হয যত ক্ষণ সজীব থাকে, নির্জীব হইলে আব সজীব মানব বলিযা কথিত হয না। রস ব্যতীত মানব সজীব থাকিতে পারে না। জগতেব আর একটী নাম বসবতী এবং স্ত্রীলোককেও রসবতী কহে। আদি পুরুষ মৃত্তিকা হইতে প্রস্তুত হইল, অহো, কি সুন্দব বহস্য। বস না হইলে সজীব হয না, সজীব না হইলে মানব কথিত হয না, মানব কথিত না হইলে মনু হযনা, মনু না হইলে মন হযনা, মন না হইলে শক্তি হয না, আবাব শক্তি না হইলে মন হয না, মন না হইলে মনু হয না, মনু না হইলে মানব হয় না, মানব না হইলে সজীব হয না, সজীব না হইলে বস হযনা। বস জীব হয ইহা কি তুমি জানিতে পাবিযাছ। বস শুষ্ক হইলে সমস্ত শুষ্ক হইযা যায়, শুষ্ক হইযা যাইলে পবস্পর আঘাতে অগ্নি উৎপন্ন হয, অগ্নি জ্বলিলে আপনা আপনি বায়ু কুপিত হয, বায়ু বৃদ্ধি পাইলেই শূন্য আসিযা উপস্থিত হয, এই শূন্য জাগতিক জনের শূন্য হয়, কিন্তু সমরস থাকিলে, জাগতিক জনের শিব হয়, তবে একটি গল্প বলি শুনঃ—

কোন সময়ে প্রতিষ্টা নগরে এক সাংসারিক নামক মহাপুরুষ বাস কবিতেন। তিনি সর্ব্বদা একাকী থাকিতেন, ইহার কারণ তিনি চিন্তাশীল ছিলেন। কোন সাংসারিক কার্য্য বশতঃ যদি কেহ আসিত, তিনি সৎ ব্যবহাবে আগন্তুককে আনন্দ দিতেন। যে, যেই ভাবে কথা বার্ত্তা কহিত, তিনি তাহাকে সেই ভাবে মুগ্ধ কবিতেন, ইহাব কাবণ তাঁহাব গুণ সম্বন্ধে বাহিরে বাকৃবিতণ্ডা চলিত। দ্রষ্টাবা বহুরূপীবর্ণদৃষ্টিমতন যথা লইযা পবস্পবে অযথা বাক্য ব্যয় কবিত। তিনি জগতের কাহাকেও অবিশ্বাস কবিতেন না, ইহাব কাবণ জাগতিক বাহ্য ব্যবহাবে তিনি অনেক বিশ্বাস ঘাতকেব নিকট ঠকিতেন। তিনি কাহার সহিত বৃথা তর্ক বিতর্ক কবিযা অমূল্য সমযকে নষ্ট কবিতেন না, তিনি জানিতেন, সমযই মানবেব অমূল্য ধন হয, যিনি সমযকে বীতি মত ব্যবহাব কবিতে পারেন তিনিই সাধু পুরুষ হন। মানব মাত্রই কালে বদ্ধ আছেন। যত টুকু সময মানব সজীব থাকিযা জগতে বিচবণ কবেন, ততটুকু সময মানবেব সৎ ব্যবহাবে কালাতিপাত কবা সর্ব্বতোভাবে বিধেয। কাল অনন্ত হয, তৎকাবণ জীবও সঙ্গে সঙ্গে নিত্য হয। এক দেহ চিবকাল থাকেনা, কাবণ রূপান্তর জগতেব গতি হয। প্রথমে রূপান্তব ঠিক হইলে, নিত্য ঠিক হয। প্রতিদিন চাক্ষুষ ব্যবহাবে জন্ম ও মৃত্যু দেখিতে পাওযা যায, ইহাব কাবণ জন্ম ও মৃত্যু স্বাভাবিক নিযম বলিযা কথিত হয এবং ইহা জীবেব লীলা বলিযা বর্ণিত হয।

তিনি পবমদযালু ছিলেন, তিনি পবেব দুঃখে দুঃখিত হইতেন ও

পরের সুখে সুখী হইতেন, সকল নগরবাসীরা তাঁহাকে ঘৃণা করিত কারণ তিনি যথা লিখিতেন। তিনি বাতাসে বাতাস দিতেন না, তিনি ঘণ্টাধারীর কর্ণ বিবরের চর্ম্মকে তোসামদ বাক্যে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতেন না। তিনি ধনীর বৈঠকখানার ঝাড় লণ্টন ছিলেন না, তিনি উপার্জ্জনক্ষম লোকের শনিবারের বাগানের এক পিয়ালাধারী ছিলেন না. তিনি আপন কার্য্যে অহোরহ ব্যস্ত থাকিতেন।

একদা সাংসারিক মহাপুরুষ আপন কোটরে চিন্তাতে মগ্ন আছেন, এমন সময়ে কেবলচাঁদ আসিয়া উপস্থিত হইল। কেবল চাঁদ সহরের প্রকৃত কেবলচাঁদ ছিল, কারণ কৈবল্য পদ তাহার আস্তাবলের বানর হয়। চন্দ্র অমৃত রস ক্ষরণ করিয়া পৃথিবীর উৎপাদন শক্তি বর্দ্ধন করে. কেবলচাঁদ অমৃত সুধা বিতরণ করিয়া সংসার বন্ধন উচ্ছেদ করে। সংসার বন্ধন উচ্ছেদের কথা বলিলে জাগতিক জন মহানন্দে একত্রিত হয়, ইহার কারণ বোধ হয় আর কিছুই নয়, খালি সংস্কার হয়। পূর্ব্বাপর মূর্খ জন দিয়া আসিতেছেন, জ্ঞানী জন লইয়া আসিতেছেন, সংসার কিছুই নয়, ইহা ঠিক হইলে মূর্খ সংসারী অনায়াসে তাহার পরিশ্রমের ফল অপর জ্ঞানী সংসারীকে দিতে পারেন, কারণ সংসার অনিত্য হয় ইহা দাতার নিকট ঠিক হয়। জ্ঞানী দিতে পারেন না, লইতে পারেন, কারণ জ্ঞানীর নিকট সংসার নিত্য হয়।

অহো কি আশ্চর্য্য রহস্য। জাগতিক জন সংসার নিয়মে চিরকাল বদ্ধ, কিন্তু কপট জ্ঞানীদিগের দেশীয় সংস্কার গুণে কি

বৈপবিত্য ফল ফলিতেছে। যাহা প্রতিদিন কবিতেছে আবার যাহা কিছুতেই যাইবার নহে, তাহারই সহিত মৌখিক যুদ্ধ কবিযা জয় লাভ করিতেছে, অর্থোপার্জ্জন কবিতেছে, যশ, নাম, ধাম ও কীর্ত্তি লাভ কবিতেছে, । হে চতুস্পদ বিশিষ্ট দ্বিপদ শিষ্যগণ ! তোমাদেব খুবে খুরে শত শত কোটি প্রণাম কবি, কাবণ তোমবা কৈবল্যপদ প্রাপ্তহইতেছ। ধন্য তোমাদেব শিক্ষা, ধন্য তোমাদের বংশজাত মর্য্যদা।

কেবলচাঁদ বোটবে প্রবেশ কবিয়া দেখিল, সাংসাবিকমহাপুরুষ পুস্তক লিখিতেছেন। কেবলচাঁদ বলিল, আপনি কেমন আছেন ?

মহাপুরুষ। বাপু কেবলচাঁদ, তুমি সহববাসীদিগকে কৈবল্য পদ দিবাব কাবণ সহব প্রায উদ্বাস্তু হইল। এই বন্ধু কি দোষ কবিযাছে, যে ইহাব উপব এত নিগ্রহ হইল।

কেবলচাঁদ। আপনি বিদ্রূপ কবেন কেন। আমি আপনাব নিকট কিছু শিক্ষা লাভ কবিতে আসিলাম, যাহাতে বাবাঁগুলিকে কৈবল্যপদ দিতে পাবি, সকলে সমান নয, আপনি তাহা বিদিত আছেন, দুই একটী শক্ত আছে, উহাদেব নবম কবিবার উপায বলুন, উহাবা ঠিকহইলে সব ঠিকহইযা যায। কাবণ সহরেব লোক গরু হয, কিছু খড়, ভুষি দিলে অমনি দুদ্ দেয, আব গুতায় না, চাট্ মারে না, তাহা হইলে কেবলচাঁদ গোপাল হযে, বশে বশে দুদ্ খায।

মহাপুরুষ। তোমাব নামে ও কর্ম্মে ঠিক আছে, তবে কি জ্ঞান কলিব ব্রাহ্মণ এই টুকু আছে। ব্রাহ্মণ শব্দটি অত্যুৎকৃষ্ট

হয়, কিন্তু কলিতে একটি গুলিসূতাতে অনেকগুলি ব্রাহ্মণ প্রস্তুত হয়। ব্রাহ্মণ শব্দ সকল পুরাতন পুস্তকে আছে, ব্রাহ্মণ যে অত্যুচ্চ পদ তাহা প্রমাণ করিতে আর বাকী রহিল না, এখন ব্রাহ্মণ শব্দ গ্রহণ করিতে পারিলেই পূজনীয় হইল। বাপু কেবল চাঁদ, তোমার কৈবল্যও এবম্বিধ হয়, শিষ্যেরা তোমার নিকট আসিল, তুমি হুকুম করিলে, তোমার কৈবল্য হইয়াছে, শিষ্য তাহাই বুঝিল, এবং শিষ্য জানিল কৈবল্য বোবা না হইলেই হয়। শিষ্য তোমার পদ সেবা করিল, তোমায় পয়সা দিল, চারি দিগে ঢাক পিটিতে লাগিল, তোমার নাম ছুটিল, ধাম হইল, যশ বাড়িল, কিন্তু কেবলচাঁদ, কৈবল্য যাহাকে বলে, তাহাই রহিত হইল, মন শান্তির নাম কৈবল্য হয়। কেবল ভাব না আসিলে কৈবল্য হয় না, স্বভাবের আর একটি নাম কৈবল্য হয়, অভাব হইলে মন শান্তি হইল না, এবং মন শান্তি না হইলে কৈবল্য অভাব হইল। বাপু কেবলচাঁদ, তোমার অভাব আছে কিনা বল দেখি?

কেবলচাঁদ। অভাব না হইলে আপনার নিকট আসিব কেন, অভাব না হইলে এত কষ্ট স্বীকার করিয়া নূতন কৌশল বাহির করিব কেন, অভাব না হইলে সকলকে কৈবল্য দিব কেন, অতএব আমার সমস্ততেই অভাব হয়, এবং ইহার কারণ আমার মন শান্তি আদৌ নাই। দিবা রাত্রি চিন্তাজ্বরে জ্বরাক্রান্ত হই।

মহাপুরুষ। বাপু কেবলচাঁদ, তুমি এইটি জান কি, গুরু যেই ভাবের হয় শিষ্য সেই ভাব প্রাপ্ত হয়। তুমি নিজে অভাবের

দরুন এই সব করিতেছ, শিষ্য আবার অভাবের দরুন তোমার নকল করিবে, প্রশিষ্য আবার শিষ্যের করিবে, এই প্রকারে ক্রমান্বয়ে অভাব চলিল, অভাব কি প্রস্তুত করিল, একটি প্রকৃত প্রতারক। প্রতারক বাড়িতে লাগিল, অভাবের উপর অভাব ছুটিল, শেষে মাথা ঠোকাঠুকি চলিল, দশাপ্রাপ্তি চলিল, আর দুর্দ্দশা বাড়িল। নানারূপ ধরিল, কুসংস্কারের স্কন্ধে চাপিল, নানা কুৎসিৎ কার্য্য করিল, অন্তে দুকুল হারাইল। দেখ কেবলচাঁদ, একটি দোষান্বিত বীজ হইতে কি ভয়ানক বিষফল ফলিল।

বীজে সংস্কার হয়, আবার রসে বীজ হয়। সংস্কারে হিতা হিত হয়, হিতাহিতে সুখ দুঃখ, পাপ ওপুণ্য, ইহ জীবন ও পর জীবন, সর্গ ও নরক, স্বর্গ ও মর্ত্ত্য এবং সৎ ও অসৎ প্রতিপন্ন হয়। সুখে ও দুঃখে, পাপে ও পুণ্যে, ইহ জীবনে ও পরজীবনে, সর্গে ও নরকে, স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে এবং সৎ ও অসতে মীমাংসা উপস্থিত হয়। মীমাংসাতে পুরুষকার হয়, পুরুষকারেতে বিদ্যা, বুদ্ধি ও যুক্তি হয়। বিদ্যাতে, বুদ্ধিতে ও যুক্তিতে এক হয়, একে **এক** হয়, এবং এই এক কৈবল্য হয়। ধর্ম্মের স্বাভাবিক দর্শনের যাহা শেষ তাহাই এই **এক** হয়, পুরাণের যাহা শেষ তাহাই সমাজের এই **এক** অবতার হয়, স্মৃতির যাহা শেষ তাহাই এই **এক** নিয়ম হয়।

জগতের আদি, মধ্য ও অন্ত এক হয়। দর্শনে আদি এক ইহা প্রমাণ করিল, মধ্যে অবতার এক ইহা পুরাণ প্রমাণ করিল, অন্তে এক ইহা স্মৃতি নিয়মের দ্বারা পুনঃ জীবন আনিয়া প্রমাণ

কবিল, এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই দর্শন বলিল, সর্ব্ব এই নিশ্চয ব্রহ্ম পুবাণ কহিল, সর্ব্বত্র নিযম এক ইহা স্মৃতি বলিল। দর্শন, পুবাণ ও স্মৃতি এক ইহাও সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণ হইল। নিবাকাব এক তন্ময হইয়া আপনি এক হও, সাকাব **এক** সমাজ বন্ধন হেতু মানবেব গুণ কীর্ত্তন কবিযা সকলে এক হও। নিবাকার ও সাকাব **এক** ফলে পবিণত কবিবাব দরুন নিযম এক কর। নিযমে বীজ বদ্ধ হয। বাপু কেবলচাঁদ, নিযমে বীজ বদ্ধ কি প্রকাবে হয় তাহাও দেখ।

পিতা এক ধর্ম্ম, এক খাদ্য, এক বং, এক পোষাক গ্রহণ করিল। অন্নে সজীব পূর্ব্বে বলা হইযাছে এবং পবে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিযা বলিব। পিতা, মাতাব সহিত সহবাস কবিল এবং মাতা, পিতাব বীজ গ্রহণ কবিল। স্বাভাবিক নিযম কি অদ্ভুত ব্যাপাব হয, যথায যে নিযম আছে, তথায সে নিযম প্রতিপালন কবিতে হয, কিন্তু অযথা ব্যবহাব কবিলে বীজেব ফল ফলেনা, কেবল ভাব লইযা যদি কার্য্য কবা হয, তাহা হইলে পুরুবকাব বৃথা হয, যদি সমস্তই এক হইত তাহা হইলে হস্তে বীজেব ফল ফলিত, যোনি প্রযোজন হইত না। সূক্ষ্মে সমস্তই এক হয়, স্থূলে হয না, কাবণ স্থূল নিযমাধীন হয়।

বীজেব সম্পর্ক পিতাব সহিত বীজ স্খলনাবধি হয, বীজ স্খলন হইলে আব পিতাব সহিত বীজেব সম্পর্ক থাকে না। মাতাব গর্ভে বীজ দিন দিন চন্দ্রকলাইব বসে পরিবর্দ্ধিত হয। মাতা যে বস গ্রহণ করিবেন, বীজ সেই বস গ্রহণ কবিবেক। মাতাব আহার,

. ব্যবহার ও নিয়ম বীজে নিহিত হয়। দশমাস দশদিনে বীজ মাতার গর্ভে পরিপক্ক হইয়া পশ্চাৎ ফলে পরিণত হয়। যেই দিন হইতে বীজ মাতার গর্ভ হইতে বসবতীর গর্ভে আইল অর্থাৎ বাহ্যিক জগতে আসিল, সেই দিন হইতে বীজ মাতার সম্পর্ক ছাড়িল। এইবার বীজেরফল পিতারও মাতার আচার,ব্যবহার,নিয়ম, ধর্ম্ম ও ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিল। সমাজ থাকিলে বীজ ও ফল ঠিক রহিল। দশ বৎসরে ফল ফলে পরিণত হইল, এইবার নিজের শিক্ষা চলিল. পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, কুটুম্ব, বন্ধু, বান্ধব, প্রতিবাসী ও দেশীয় জন যদি এক ধর্ম্মের, এক খাদ্যের এক বস্ত্রের, এক পোষাকের মিলিল, তাহা হইলে ফলের এক শিক্ষা করিতে আর বাকী রহিল না।

পিতা এক সংস্কারের হন, পিতা হইতে যে বীজ উৎপন্ন হইল তাহাও এক সংস্কারের হয়, মাতা এক সংস্কারের হন. মাতার গর্ভে যতদিন বীজ রহিল, তাহাও এক সংস্কারের হইল, যখন মাতার গর্ভ হইতে বাহিরে আসিয়া শিক্ষা করিতে লাগিল, তখন এক সংস্কার শিখিল, ফল নিজে যখন শিখিতে লাগিল তখন চারিধারে এক দেখিল, ইহার কারণ এক সংস্কার হইল। এক স্থূল সংস্কারে সূক্ষ্ম এক ঠিক রহিল। আদ্য এক, মধ্য এক. অন্ত এক প্রমাণ হইল।

বীজে সংস্কার আছে বলিয়া হিতাহিত এই কথাটি আছে, যদি বীজে সংস্কার এইটি লোপ করা হয়, সুখের ও দুঃখের, পাপের ও পুণ্যের ইহ জীবনের ও পর জীবনের. স্বর্গের ও নরকের. স্বর্গের

ও মর্ত্তের, সতের ও অসতের লোপ হয় এবং আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন আসিয়া উপস্থিত হয়। এই চারিটি প্রধান স্বাভাবিক গুণ হয়, এবং ইহা রসে নিহিত আছে।

যদি কোন একটি পিতাকে গাঢ় অন্ধকার গহ্বরের ভিতর রাখা হয়, তাহা হইলে পিতা সামাজিক ধর্ম্মের আচার ব্যবহার ও নিয়ম কিছুই জানিবেন না, কিন্তু স্বাভাবিক কয়েকটি রসের ধর্ম্ম জানিবেন। তিনি রস অর্থাৎ অন্ন চাহিবেন, কারণ রসে অর্থাৎ অন্নতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, রস ব্যবহার করিলেই রসবতীর আবশ্যক হয়, কারণ ইন্দ্রিয় সকল সজীব হয়। রসবতী অর্থাৎ মায়া, অর্থাৎ শক্তি অর্থাৎ প্রকৃতি অর্থাৎ কামিনী যদি ঐ গহ্বরের ভিতর পিতার নিকট যান, তাহা হইলে আকর্ষণ ও বিকর্ষণে উভয়ে মৈথুন কার্য্য সম্পাদন করিবেন। দিবা ও নক্ত যেমন বাহ্যিক জগতের আকর্ষণ ও বিকর্ষণের ফল হয়, তেমন জাগ্রত ও নিদ্রা দেহের আহারের ও বিহারের ফল হয়। ভয়টি দেহ রক্ষার কারণ হয়, যদি ভয় না থাকিত তাহা হইলে দেহ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকিত, ইহার কারণ দেহ বেদনা অনুভব করে, সেই বেদনা হইতে ত্রাণ পাইবার কারণ স্বভাব ভয় শিক্ষা দিয়াছে। এই কয়েকটি বাহ্যিক শিক্ষা কাহারও অপেক্ষা করে না, কারণ রসে এই কয়েকটি নিহিত আছে। রস অভাব হইলে এই কয়েকটিরও লোপ হয়। রসে সজীব অর্থাৎ চেতন হয় ইহা আমি তোমায় প্রত্যক্ষ দেখাইতে পারি, যদি তুমি ইচ্ছা কর।

কেবলচাঁদ। আপনি সমস্ত এক ইহা কি বলেন না।

মহাপুরুষ। বাপু কেবলচাঁদ, সমস্ত এক ইহা অনেক দূরের কথা, তুমি নিকটদর্শী হও। তুমি সকলকে চৈতন্য দিয়া কৈবল্যপদ দেও, তুমি বুদ্ধির উপর চল, তোমার নিজের মাথায় কিছুই নাই, পরের মাথা লইয়া চল। তুমি দেশকে উচ্ছন্ন দিয়া গোপাল হইয়া গরু চরাইতে পার, তাই বলি কেবলচাঁদ, তুমি প্রত্যক্ষ দেখ, স্থূল নিয়মাধীন হয়, এবং সমস্ত এক বলিলে কি সর্ব্বনাশ হয়, তাহাও তুমি দেখ।

কেবলচাঁদ। সমস্ত এক নয়, ইহা আপনি প্রত্যক্ষ দেখান দেখি।

মহাপুরুষ। আমি একবিংশতি দিবস পরে আসিয়া তোমার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিব। কিন্তু বাপু কেবলচাঁদ, তোমায় কেবল ভাব অর্থাৎ সমস্ত এক ইহা লইয়া থাকিতে হইবে, যদি তুমি ইহার অন্যথাচরণ কর, তাহা হইলে আমার সমুদায় লোক বল পূর্ব্বক তোমায় কেবল ভাব গ্রহণ করিতে বাধ্য করিবে। তুমি ইহাতে সম্মত আছ।

কেবলচাঁদ। আপনি বলেন কি, আমি আমার শিষ্যদিগের মতন হীন পুরুষ নয় যে, কথার উলট্ পালট্ করিব, যাহা স্বীকার করিব তাহা নিশ্চয়ই করিব. "মরদ্ কা বাত্, হাতী কা দাঁত্।"

মহাপুরুষ। তবে তুমি এইখানে অবস্থিতি কর, আমি আসি।

মহাপুরুষ কেবলচাঁদের নিকট হইতে ঘরের বাহিরে আসিয়া সমস্ত নফরদিগকে ডাকিল, নফরেরা শশব্যস্তে মহাপুরুষের

সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। মহাপুরুষ আজ্ঞা করিল। "দেখ চাকরগণ, তোমরা সকলে অতি সাবধানে থাকিবে, গৃহ স্থিত ব্যক্তি কোন বিষয়ের দরুণ হুকুম বা অনুরোধ করিলে তোমরা শুনিবে না, যদি অত্যাচার করে গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া দিবে। অন্যথা করিলে গুরুতর শাস্তি পাইবে।" মহাপুরুষ বিশ্রাম মহলে চলিয়া গেল।

কেবলচাঁদ পর দিন প্রত্যূষে একের পর এক চাকরদিগকে ডাকিল, কিন্তু কেহই কোন উত্তর দিল না। কেবলচাঁদ রাগান্বিত হইয়া গৃহের বাহিরে আসিয়া সম্মুখস্থিত চাকরদিগকে উত্তম ও মধ্যম দিল, চাকরেরা উত্তম ও মধ্যম ফিরত না দিয়া কেবল চাঁদকে বলিল। আপনি আমাদিগের উপর বৃথা রাগ করিতেছেন, মনিব যাহা হুকুম করিবেন, আমরা তাহাই তামিল করিব। মনিব হুকুম করিয়া গিয়াছেন যে, গৃহস্থিত ব্যক্তির কোন হুকুম বা অনুরোধ গ্রাহ্য করিবে না ও শুনিবে না। আপনি অনুগ্রহ করিয়া গৃহের ভিতর যান, যদি না শুনেন, আপনার উপর বল প্রকাশ করিব।

কেবলচাঁদ ইহা শুনিয়া দ্বিগুণ রাগান্বিত হইয়া বলিলঃ—

আমি শৌচ প্রস্রাবাদি ক্রিয়া করিব না, তোমাদিগের প্রভু কি লর্ড হইয়াছে, আচ্ছা আমি গৃহের ভিতর করিব।

এই বলিয়া কেবলচাঁদ গৃহের ভিতর যাইয়া শৌচ প্রস্রাবাদি ক্রিয়া সমাধা করিল।

কেবলচাঁদ ভাবিল, যেমন মহাপুরুষ আমায় জব্দ করিবে

মনে করিয়াছেন, তেমনি নিজে জব্দ হইলেন। আমি ঘরের এক কোণে গিয়া বসি। কেবলচাঁদ মনের ভিতর নানা রকম তোলা পাড়া করিতে লাগিল।

তৃতীয় দিবস কেবলচাঁদের ক্ষুধার উদ্রেক অত্যন্ত হইল, ঘরের বাহিরে আসিয়া চাকরদিগকে পুনরায় হুকুম করিল। তোমাদিগের মনিব আমার জন্যে কিছু কি আহারের হুকুম দিয়া গিয়াছেন?

চাকর বলিল। না।

কেবলচাঁদ। আমি কি কয়েদী, যে তোমার মনিবের হুকুমে কারাগারে থাকিব, তুমি তোমার মনিবকে বলগে, আমি চলিলাম।

চাকর। আপনাকে ছাড়িয়া দিতে আমাদের হুকুম নাই, যত দিন তিনি না পুনরায় আইসেন। আপনি গৃহের ভিতর যান, তাহা না হইলে আমরা বাধ্য হইব, আপনাকে গৃহের ভিতর লইয়া যাইতে।

কেবলচাদ মহাবিপদে পড়িল, কি করিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিল না, অগত্যা গৃহের ভিতর ঢুকিল।

কেবলচাঁদ মনে মনে ভাবিতে লাগিল, কি বিপদের উপর বিপদ হইল, ক্ষুধা আসিয়া মহা আপদ করিল। যাহা হউক, তিনি আসিলে তাঁহাকে মহাভর্ৎসনা করিব। কি আশ্চর্য্য। ভদ্র লোককে একবিংশতি দিবস থাকিতে বলিয়া গেলেন, কিন্তু আহারের কোন বন্দবস্ত করিয়া যান নাই। মহাপুরুষ কি পাগল, না ভুলিয়া গিয়াছেন। কল্য প্রত্যূষে সমস্ত জানা যাইবে।

কেবলচাঁদ ক্ষুধাতে যত অস্থির হইতে লাগিল, ততই সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধ বৃদ্ধি পাইল। ক্রমে ক্রোধ ও ক্ষুধা কেবল চাঁদকে এত অস্থিব করিল, যে শেষে নিদ্রাদেবী আসিযা শান্তি দিল।

চতুর্থ দিবস প্রত্যূষে শৌচ প্রস্রাবাদিব আদৌ উদ্রেক নাই। কি প্রকাবে তথা হইতে বাহিব হইতে পাবে তাহাব চেষ্টা চলিল। বল পূর্ব্বক ব্যতীত উপায় নাই ইহা ঠিক কবিযা গৃহ হইতে বাহিব হইল। কেবলচাঁদ চাকবদিগকে কিছুই না বলিযা বরাবর চলিতে সুরু কবিল, একজন চাকর ধবিল। দুই জনে মল্লযুদ্ধ চলিল,ইতিমধ্যে অপব কযেকটি চাকব আসিযা যোগদিল। কেবল চাঁদ পবাস্ত হইযা বিনয ও অনুনযকে আশ্রয ধবিল, কিন্তু কিছুই ফল ফলিল না। চাকবেবা পুনবায কেবলচাঁদকে গৃহে প্রবেশ কবাইযা দ্বাব রুদ্ধ কবিল। কেবলচাঁদ হতাশ হইযা পড়িল। ক্রন্দন কবিতে আবম্ভ কবিল। অতিবিক্ত জলস্রাব হওযাতে চক্ষু বক্ত বর্ণ হইল। যথন উপায নাই জানিল, তথন গৃহে গড়া গড়ি সুরু কবিল। নিদ্রা নাই, বিশ্রাম নাই, অতিবিক্ত গাত্রদাহ ব্যতীত আর কিছুই নাই। বাত্রি শেষ হইল।

পঞ্চম দিবস প্রভাতে চীৎকাব আবম্ভ কবিল, চীৎকারে চীৎকাবে কণ্ঠ স্বব ভাঙ্গিল। ক্ষণেক নিস্তব্ধ, ক্ষণেক অস্ফুট স্বব, কিন্তু অন্তবে অগ্নি জ্বলিতে লাগিল। অগ্নি নির্ব্বাণেব দরুন ষষ্ঠ দিবসে নিজের বিষ্ঠা অমৃত বস হইল। অহো কি আশ্চর্য্য। সকলে যে বিষ্ঠা ত্যাগে আনন্দ অনুভব কবে, অদ্য ষষ্ঠ দিবসে সেই বিষ্ঠা

গ্রহণে অপার আনন্দ ভোগ হইল এবং তৎপর কেবলচাঁদ ঘোর নিদ্রাতে আবির্ভূত হইল। নিদ্রাভঙ্গে দ্বিগুণতর অগ্নি জ্বলিতে লাগিল, গাত্রদাহ বাড়িল। গড়াগড়ি চলিল। অন্ধকার গৃহ আবার আলোকময় হইল।

সপ্তম দিবসে তেজে তেজ যোগ দিল, বাক্য বিহীন হইল, অন্তরে স্বর বহিতে লাগিল। গড়াগড়ি বন্ধ হইল, আর আলোক দেখিতে পাইল না। স্থির, অতি স্থির, মৃত্যুবৎ হইয়া পড়িয়া রহিল। অহো কি আশ্চর্য্য! আর কিছু শুষ্ক হইলে রূপান্তর কথিত হইত।

অষ্টম দিবসে মহাপুরুষ আসিয়া চাকরদিগকে গৃহের দ্বার উন্মোচন করিতে আজ্ঞা করিলেন। মহাপুরুষ গৃহভিতরে কেবল চাঁদের অবস্থান্তর দেখিয়া অন্তরে হাসিতে লাগিলেন, তৎপরক্ষণ গৃহের বাহিরে আসিয়া নফরদিগকে অনুমতি করিলেন। শীঘ্র চিকিৎসক আনয়ন কর।

চাকর আবার তৎপর চাকরের উপর হুকুম তামিল করিল, হুকুম পর পর যাইয়া শেষে কার্য্যে পরিণত হইল। চিকিৎসক আসিয়া উপস্থিত হইল, মহাপুরুষ চিকিৎসককে আদেশ করিল। হে আয়ুর্ব্বেদপারগ বৈদ্য। আপনি বৈদ্য ক্রিয়া করিয়া এই ব্যক্তির রোগাপনয়ন করুন, ইঁহার অনাশন ব্যতীত অন্য কিছু ব্যাধি নয়।

চিকিৎসক। আপনার আদেশানুসারে আমি চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করিলাম, চতুর্থ দিবসে ইনি আরোগ্যলাভ করিবেন।

মহাপুরুষ ইহা শুনিয়া চলিয়া গেলেন। চিকিৎসক আয়ুর্ব্বেদ মতে ব্যবস্থা কবিতে লাগিলেন।

তৃতীয দিবসের বজর্নাযোগে কেবলচাঁদের সংজ্ঞা লাভ ঘটিল, প্রত্যুষে চিকিৎসক আসিয়া উপস্থিত হইল। চিকিৎসক বোগীব চক্ষুরুন্মীলন দেখিযা ঠিক কবিল, বোগী শীঘ্র আবোগ্যলাভ কবিবেন। বোগী চিকিৎসককে দেখিযা এত আনন্দ অনুভব কবিল যে, বোগীব চক্ষু হইতে ঝব ঝব কবিযা নীব ঝবিতে লাগিল, কিন্তু বোগীর চক্ষু তখনও নীবদ প্রায ছিল। অতি কষ্ট বা অতি আনন্দ হইলে চক্ষু হইতে আপনাপনি অবিবত জল বাহিব হয। বোগী মৃদু মৃদু স্বরে বলিল। আমার অত্যন্ত ক্ষুধা পাইযাছে, যৎকিঞ্চিৎ আহাব পাইলে সন্তুষ্ট হই।

চিকিৎসক বোগীর ক্ষুধা শুনিয়া আব সন্তুস্ট হইলেন, মনে মনে কবিলেন, বোগী অতি শীঘ্র সবল হইবেন। আপনাব কি আহাব কবিতে ইচ্ছা হয।

বোগী। জল।

চিকিৎসক। জল অতি তবল পদার্থ হয, কিছু গাঢতর বস্তু অদ্য আহাব করুন।

বোগী। আপনি যে পথ্য ব্যবস্থা কবিবেন, তাহাই আমি গ্রহণ কবিব।

চিকিৎসক পলতার ঝোল ও খইমণ্ড ব্যবস্থা করিযা চলিযা গেলেন।

কেবলচাঁদ প্রতিদিন সবল হইতে লাগিল। মহাপুরুষ পুনবায

গৃহে উপস্থিত হইয়া কেবলচাঁদকে বলিল। বাপু কেবলচাঁদ, আমি তোমার নিকট আসিয়াছিলাম, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, তুমি আমার সহিত বাক্যালাপ করিলে না। তবে অদ্য কেমন আছ।

কেবলচাঁদ। অদ্য ভাল আছি, আপনি আসিয়াছিলেন, তাহা আমি বিদিত নহি। আপনি আমার উপর মহা অত্যাচার করিয়াছেন। কেন, তাহা জানিনা,যদি কৃপা বশতঃ বলেন, আমি অত্যন্ত বাধিত হই।

মহাপুরুষ। সমস্ত কেবল ভাবে চলেনা এইটি এখন জানিতে পারিয়াছ। রসে সজীব হয়, ইহা জানিতে পারিয়াছ। স্থূল নিয়মাধীন হয়, ইহা জানিতে পারিয়াছ। সূক্ষ্ম দর্শনে সমস্ত এক হয়, ইহা জানিতে পারিয়াছ। স্থূলে যথায় যেইটি আবশ্যক হয়, তথায় সেইটি ব্যবহার করিতে হয়, ইহা জানিতে পারিয়াছ, সংস্কার ভেদে গুণ ভেদ হয় ইহা জানিতে পারিয়াছ। রস শুষ্ক হইলে সমস্ত ইন্দ্রিয় শুষ্ক হইয়া যায় ইহা জানিতে পারিয়াছ। এই সর্ব্ব বিষয় যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ হয়, ইহা জানিতে পারিয়াছ। যদি জানিয়া থাক, অবতার এক ইহা জান।

অবতারের মুখ নিঃসৃত বাক্য সমস্ত ব্যষ্টি জনকে এক সমষ্টি করিবার জন্য হয় তুমি তাহাও বিদিত থাক। অবতার সমাজ গঠন করিয়া অন্য জনকে সভ্য করেন, ইহাও তুমি জ্ঞাত হও। অবতার মানব ব্যতীত অন্য কেহই নন, তাহাও তুমি জান। মানব গুণে অবতার হয়, ইহা সিদ্ধান্ত কর। অবতারের পূজা

কব, অর্থাৎ গুণ কীর্ত্তন কব। অবতাব রচিত পাপ ও পুণ্য, ইহ জীবন ও পব জীবন, কেবল দেহ সুদ্ধিব দরুন হয়, ইহাও ঠিক কব। অবতাব, সমষ্টি **এক** ইহা ঠিক কবিবাব দরুন ব্যষ্টিকে এক সমাজ নিযমে এক কবেন, ইহা শিক্ষা কব। আদি এক, মধ্য এক, এবং অন্ত এক হয, এবং অবতাব ইহা প্রমাণ কবিবাব দরুন সমাজে এক ধর্ম্ম, এক পোষাক, এক খাদ্য ও এক বং প্রচার কবেন, ইহা স্থিব কব। তুমি ইহা বিশেষরূপে বিনাসন্দেহে ও তর্কে জান যে, এক হইলেই ধর্ম্ম হয, ধর্ম্ম হইলেই মোক্ষ হয, মোক্ষ হইলেই মন লীলা যুবায।

কেবলচাঁদ, তুমি আব কি দেশীয জনকে পেটেব দরুন কৈবল্যপদ দিবে, না দেশে বিনা স্বার্থে এক সমাজ ধর্ম্ম যাহাতে প্রচাব হয তাহাব চেষ্টা বিধি মতে কবিবে। ব্রাহ্মণ-বেশধাবীর পদধুলি লইযা আব স্বর্গে যাইও না, গৈবিকধাবীকে আর পযসা দিযা উহাব বস বাডাইযা বসবতাব গর্ভস্রাব করাইও না, টিকিদাসকে বৃত্তি দিযা আব দেশে বৃথা ভিখাবীদল দলভুক্ত করিও না, তেত্রিশ কোটি দেবতা প্রস্তুত কবিযা আব পযসা উপার্জ্জন কবিও না। আত্মোন্নতিব চেষ্টা নিযমের দ্বাবা কব, তাহা হইলে অন্যের উন্নতি সাধন কবিতে পাবিবে। বাপু কেবলচাঁদ, তবে আমি আসি, আর বোধ হয তোমায কিছু বলিতে হইবে না।

কেবলচাঁদ। গুরুদেব! আব কিছুই বলিতে হইবেনা, যথেষ্ট হইযাছে।

মহাপুরুষ। আবার গুরু, হর ওরফে হবি যিনি গুরু হন,

তিনিই কেবল গুরুপদ বাচ্য হন। তবে যদি ভাগ করিয়া লও, তুমি বলিতে পার, যেমন পিতা অস্ট প্রকার হন। কিন্তু কেবল চাঁদ, জন্ম দাতা পিতাই যথার্থ পিতা হন, অন্য সপ্তম প্রকার পিতা নকল হন। হর ওরফে হরি যথার্থ অবতার হন, অন্য গুলি হরির অবতার অর্থাৎ নকল হন। বাপু কেবলচাঁদ, আপাততঃ তোমার দেহ ক্ষীণ হয়, আর বেশী বাক্য ব্যয়ে প্রয়োজন নাই। হর ওরফে হরি যিনি গুরু হন, তিনি তোমার মঙ্গল বিধান করুন।

মহাপুরুষ ও কেবলচাঁদ গৃহ হইতে চলিয়া গেল।

প্রণেতা। বাপু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, তুমি এখন বুঝিতে পারিলে, যে মানব কি প্রকারে সজীব হয়। রস ব্যতীত মানব সজীব থাকিতে পারে না, রস শুষ্ক হইলে মানবের সমস্ত ইন্দ্রিয় শুষ্ক হইয়া যায়। রস ও অন্ন এক হয় ইহা তুমি বিশেষরূপে বিদিত থাক, তবে তোমায় দেশীয় অন্নের কথা কিছু বলি শুনঃ—

উত্তরবাসী শিকারী হন, দক্ষিণবাসী হলধারী হয়। উত্তর প্রদেশে অতিরিক্ত হিমের কারণ মৃত্তিকা অত্যন্ত শক্ত হয়, পরে এত বেশী হয় যে, মৃত্তিকা রূপান্তর হইয়া প্রস্তরে পরিণত হয়। প্রস্তরোপরি ক্রমান্বয়ে তুষার পড়িবার কারণ ধবলা গিরি বলিয়া কথিত হয়। ধবলে ধবল পুরুষ বাস করেন, কৃষ্ণ পুরুষ বাস করিতে পারেনা। ধবল মৃত্তিকাতে চাষ চলে না, ইহার কারণ ধবল পুরুষ চাষী নন। ধবল মৃত্তিকা বলিলে একটুকু গোলমাল হয় কিন্তু তাহা নয়।

তুষার ভাসিতে ভাসিতে এবং গড়াগড়ি দিয়া গলিতে

গলিতে • সূর্য্যেব সহিত পিরীত করে, সূর্য্যেব পিবীতে এত মুগ্ধ হয় যে, পূর্ব্বাবস্থা ভুলিযা যায়, পূর্ব্বাবস্থা ভুলিযা যাইযা সূর্য্যেব কৃপায রূপান্তরিত হয, যে স্থানে যে রকম পিবীত অবস্থা কবে, সে স্থানে তুষার সে বকম রূপ ধাবণ কবে। জলে মৃত্তিকা আর গোলমাল হয, কাবণ মৃত্তিকা আইসে কোথা হইতে, তাহা নয়। সূর্য্য পিবীত কবিযা বস গ্রহণ কবে, বস গ্রহণে এত রসাস্বাদন পায় যে, আর ছাড়িতে পাবে না, জমাট্ হইযা যায়, এই জমাট নানা রূপ ধবে, এবং ইহা জাগতিক জনেব দ্বাবা নানা রূপে বর্ণিত হয়।

ধবল পুরুষ আমিষভোজী হন, কাবণ আমিষ ব্যতীত আব কোন রকম অন্ন নাই। দুই একটি পাঁটা বলিবে, গাছেব দুদে জীবন ধাবণ কবে, ইহা যে অযথা তাহা নয, কিন্তু অনেক পবেব কথা, কাবণ যথায বাসোপযোগী স্থান হইয়াছে তথায এই বিধি কতকটা চলে, তত্রাচ শীল মৎস্য ব্যবহাব কবিতে হয় ও শীল মৎস্যেব চর্ম্মে শবীর আচ্ছাদন কবিতে হয। শীল মৎস্য ও ধবল ভল্লুক আব অগ্রে হয। তাঁহাব মহিমা কি অদ্ভুত। যথায যেটি আবশ্যক হয, তথায় সেটি বর্ত্তমান আছে। স্বভাব নিয়মেব বহস্য অত্যুৎকৃষ্ট হয। যত দিন মানব স্বভাব নিযমে বদ্ধ আছে, তত দিন মানব স্বাভাবিক আনন্দে আনন্দিত আছে, যেই দিন হইতে স্খলিত হইল, সেই দিন হইতে দুর্দ্দশা বাড়িল।

ধবল পুরুষ অত্যন্ত পরিশ্রমকারী হন, কাবণ পবিশ্রম না কবিলে অন্ন চলিবে না, ইহাব কাবণ অত্যন্ত বলবান পুরুষ হন।

পশু আহাব ও পশুবচর্ম্মে গাত্রাচ্ছাদন বিধি ধবল পুঁরুষদিগের ভিতব প্রবলহয়, ইহার কাবণ নিম্নপ্রদেশের লোকেব উপর সহজে প্রভুত্ব স্থাপন কবিতে সক্ষম হন। অনেক ঢেঁকি বলিবে, নিবামিষ ভোজী অনেক বীব আছে, কিন্তু তাহাব এইটি প্রথমে জানা আবশ্যক যে নিবামিষভোজী স্বাধীন পুরুষ হয, না পবাধীন পুরুষ হয, না নিবামিষভোজী আমিষভোজীব দ্বাবা শিক্ষিত হয, যদি ইহা ঠিক হয, তাহা হইলে নিবামিষভোজী বীব হইতে পাবে না। জগতে কোথাযও স্বাধীন বাজা নিবামিষভোজী নাই, যাঁহাবা আমিষভোজী হন, তাঁহাবাই স্বাধীন বাজা বলিযা চিরকাল জগতে কথিত হন।

পক্ষীব ভিতব স্যেন বাজা হয, মৎস্যেব ভিতব তিমিঙ্গিল বাজা হয, পশুব ভিতব সিংহ বাজা হয, মানবেব ভিতব ধবলপুরুষ আমিষ-ভোজী বাজা হন। অদ্যাবধি আমিষভোজী স্বাধীন রাজা বলিযা চলিযা আসিতেছে এবং চিবকাল এই বিধি চলিবে। তবে উচ্ছিষ্ট ভোজী yellow dog's মতে বৈপবীত্য লক্ষিত হয, কাবণ অনিযম হইলে তাহাদেব মজা বৃদ্ধি পায। যে দেশে অনিযম বেশী আছে, সে দেশে yellow dog বেশী হয। চীনদেশে Boxer বৃদ্ধি পাইবাব কাবণ চীন হতশ্রী হইল। যদি ভাবতবর্ষে নোবল বৃটন নিযম বক্ষা না কবিতেন, তাহা হইলে yellow dog's কামড়ানিতে অধিকাংশ জন অকালে মৃত্যু মুখে পতিত হইত, আব না হযতো গোলামি আব বৃদ্ধি পাইত।

বঙ্গদেশেব পিতা ও মাতা, সন্তান ও সন্ততিকে গোলাম

কবিবার হেতু হন, কারণ পিতা মাতাতে গোলামি বীজ নিহিত আছে। পঞ্চজন কাযস্থ ও ব্রাহ্মণ গাধিপুব হইতে প্রথমে বঙ্গ দেশে আগমন কবেন, কিন্তু উহাঁবা সস্ত্রীক আসেন নাই। যদিও দুই এক খানি পুস্তক সস্ত্রীক প্রমাণ করিবাব দরুন প্রস্তুত হইযাছে কিন্তু ইহা যে অলীক হয ইহাব কোন ভুল নাই। তবে বলিলেও কোন দোষ নাই যখন উহাঁদিগের সন্তান ও সন্ততি বঙ্গদেশীয জনেতে অদ্যাবধি দান ও গ্রহণ কবিতেছেন। বহু বিবাহেব আশ্চর্য্য ফল কুলীন সর্ব্বস্বতে পাইবেন।

কুলীনেবা অর্থেব খাতিবে বহু বিবাহ কবেন এবং অর্থেব অভাবে বহু বিবাহেব স্বামীতে কন্যা দান কবেন, কিন্তু উভযেব ফল যে কি উৎকৃষ্ট বহস্য তাহা প্রকাশ্য লেখা অপেক্ষা অনুভবেব দ্বাবা বেশী জানা যাইতে পাবে। কুলীন পুত্রেরা মামার অন্নে প্রতিপালিত হয, ইহাব কাবণ ইহাদের পবপুষ্ট বলিলেও অত্যুক্তি হয না। ইহাদেব স্বব ব্যতীত আব কিছুই নাই, যদি স্বব বিহীন হইত, তাহা হইলে কুলি অপেক্ষাও নীচ হইত এবং অন্ন বিহনেও শূন্য হইত। কুলীনেবা মাণিক তলাব ষাড হয, জন্ম দিতে প্রস্তুত আছে, অন্ন দিযা প্রতিপালন কবিতে প্রস্তুত নাই। বঙ্গদেশে কুলীনেব মান্য সর্ব্বত্র আছে ইহাব কারণ কুলীনেবা সামাজিক সভ্যতা কিছুই গ্রাহ্য কবেন না, পুত্র পিতার নাম লইলেই পিতা যথেষ্ট আমোদ অনুভব কবেন। মেটিযাবুরুযেব নবাব অর্থ ব্যয কবিযা স্ত্রীলোকের আমোদ যাহা সাধিত কবিতে

পারেন নাই, বঙ্গ কুলীনেরা বিনা অর্থ ব্যয়ে সেই আমোদ-অনায়াসে আনন্দের সহিত নির্ব্বাহ করিতেছেন।

পরদেশে স্বাধীনচেতা পুরুষের আদর সর্ব্বত্র হয়। যখন স্বাধীনচেতা পুরুষ গৃহে অন্নাভাবে প্রপীড়িত হন, তখন অন্ন অন্বেষণে পরদেশে গমন করেন। পথ কষ্ট কি ভয়ানক দুঃখবহ তাহা প্রকাশ্য লেখা অপেক্ষা অনুভবের দ্বারা অধিক জানা যাইতে পারে। অত্যন্ত দুঃখের পর সুখের আদর অত্যন্ত হয়। স্বাধীনচেতা পুরুষ যিনি গৃহে অন্ন পাইতেন না, তিনি পরদেশে যাইবা মাত্রই জামাতৃ হইলেন ও মহাদরে শশুরালয়ে বসিয়া বিনা পরিশ্রমে অন্ন পাইতে লাগিলেন, ইহার কারণ তিনি আর স্বদেশে ফিরিয়া যান না, খালি পরদেশে সন্তান ও সন্ততি বৃদ্ধি করেন। স্বাধীনচেতা পুরুষের বেতের গুণ এত উৎকৃষ্ট হয় যে, দেশীয় সন্তান ও সন্ততি অপেক্ষা স্বাধীনচেতা পুরুষের সন্তান ও সন্ততি সর্ব্ববিষয়ে অনেক ভাল হয়। স্বাধীনচেতা পুরুষকে পরদেশীয় স্ত্রীলোকেরা গ্রহণ করিতে অত্যন্ত ইচ্ছুক হয়, যদিও স্বাধীনচেতা পুরুষ আপনার দেশীয় পুরুষ অপেক্ষা সর্ব্বাংশে হীন পুরুষ হন। মুমূর্ষু সিংহ লক্ষ বলবান শৃগাল অপেক্ষা বলবান হয়। কুলীন পুত্র ইহার আদর্শ হন।

ব্রাহ্মণদের কন্যা গত কুল হয়, কায়স্থদের পূর্ব্বে কন্যা গত কুল ছিল, কিন্তু মহাত্মা পুরন্দ খাঁ হইতে পুত্রগত কুল হইয়াছে, এবং আপাততঃ ইহাই চলিতেছে। জগতের সর্ব্বত্র কন্যা গত কুল হয়, এইটি যে বীজ ঠিক রাখিবার জন্য হয় তাহার কোন

ভুল নাই। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণের ভিতর এই প্রথা প্রচলিত আছে, কিন্তু উহা থাকা না থাকা প্রায় সমান হইয়াছে, কারণ পঞ্চজন ব্রাহ্মণ আদিম বঙ্গ দেশীয় জনের কন্যা গ্রহণ করেন এবং ঐ কন্যার গর্ভে পঞ্চজন ব্রাহ্মণের ঔরসে যে পুত্রের জন্ম হয়, তাহারা কুলীন বলিয়া কথিত হন। ব্রাহ্মণের কন্যাগত কুল বলিয়া কুলীনে কন্যা দান করিতেন কিন্তু কুলীন প্রকৃত কুলীন নাই, অন্য ভাব ধারণ করিয়াছেন, কারণ অন্য দেশের স্ত্রী হইতে এখনও পুত্র উৎপাদন চলিতেছে। যদি স্ত্রী ও পুরুষ এক বীজের না হয় তাহা হইলে বীজের ফল বাস্তবিক অন্যরূপ ধারণ করে। ইউরোপের বীজ বুয়ার ও এমেরিকান জগতে এত বড় বীর বলিয়া গণ্য হইতেন না যদি উঁহারা স্বদেশীয় স্ত্রীতে সন্তান উৎপাদন না করিতেন। উহাঁরা যদি দেশীয় স্ত্রীতে অর্থাৎ আদিম নিবাসিনী এমেরিকাতে ও এফরিকাতে সন্তান উৎপাদন করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ইউরোপের বীজের বীর্য্য হইতে স্খলিত হইতেন, এবং উঁহারা আর রণক্ষেত্রে ইউরোপের বীর্য্য দেখাইতে পারিতেন না।

কাবুলে বেদানা হয়, বেদানার দানা পেশোয়ারে বপন করিলে মস্কট হয়। আবার কাশ্মীর হইতে পাটনা পর্য্যন্ত বেদানার দানা বপন করিলে ডালিম হয়, কিন্তু বঙ্গদেশে বপন করিলে কুবকুটে দানাদার খালি ডালিম নাম হয়। এক বীজ স্থান বিশেষে নানা রকম ফল ফলে। যে দেশের বীজ হয় সে দেশের পাত্রে ফেলিলে এক ফল হয়। কায়েস্থের কথা আর কি বলিব যখন সমস্ত কুলীনের এক প্রথা হয়।

পঞ্চজন কাযস্থ ও পঞ্চজন ব্রাহ্মণ যদি দান ও গ্রহণ নিজের ভিতর কবিতেন, তাহা হইলে অদ্য প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেন যে একটি বীজেব ফল কি উৎকৃষ্ট হয। বিহাবী মিত্র একটি Eauropean girl বিবাহ কবিল এবং বিহাবী মিত্রেব ঔবসে ও Eauropean girl s গর্ভে কযেকটি সন্তান ও সন্ততি হইল, এই সন্তান ও সন্ততি কি Eauropean father and mother's সন্তান ও সন্ততিব সহিত সমতুল্য হইতে পাবে, কখনই নয, সমস্ত বিযযে হীন হইবে। তবে আলোক এইটি ঠিক থাকিবেক, কিন্তু চন্দ্র আলোক ও প্রদীপ আলোক দুইটি আলোক নিশ্চয় হইবেক।

পঞ্চজন কাযস্থ ও ব্রাহ্মণ যদি অদ্য হইতে পঞ্চজনেব ভিতব দান ও গ্রহণ কবেন, আব মহাত্মা নিত্যানন্দ বাব্বেব বাহাত্তর পুত্রেবা ও ছয ঘব মৌলিকেবা যদি নিজেব ভিতব দান ও গ্রহণ কবেন, এবং একটি কবিযা বংশাবলী কার্য্যালয যদি সকলে স্থাপন কবেন, তাহা হইলে একশত বৎসবেব ভিতব বঙ্গেব আর এক শ্রী হয।

বঙ্গেব কুলীন পুত্রেবা বিবাহাবধি গোলাম হন, মাতা আব গোলাম কাবণ পব আযে প্রতিপালিত হন। ইঁহাদিগেব পুত্র ও কন্যা আব কত নীচ অন্তঃকবণেব হয কাবণ ছুচোব গোলাম চামচিকা হয। গৃহস্থেব সমস্ত নীচ কার্য্য ইহাদেব দ্বাবা সাধিত হয। গৃহ নাই, অন্ন নাই, অর্থ নাই, বিদ্যা নাই, বুদ্ধি নাই, যুক্তি নাই কিন্তু বিবাহ বহু আছে এবং সন্তান ও সন্ততি বহু আছে।

গোলামি ব্যতীত ইহাদের উপায় নাই, ইহার কারণ গোলাম বৃত্তিতে ইহারা বড় নিপুণ হয়। বঙ্গদেশে কুলীন বেশী হয়, এমন কি বার আনা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বঙ্গদেশে অবিবাহিতা ও অবিবাহিত কন্যা ও পুত্র কেহই নাই, কারণ মাসিক সাত টাকাতে দিনগত পাপ ক্ষয় হইতে পারে, কিম্বা domesticated Son-in-law হইয়া কামকূপে কাল যাপন করিতে পারে। স্ত্রী চাকরাণী হয়, বন্ধনী হয়, গৃহিণী হয়, স্ত্রী পুত্রোৎপাদনকারিণী হয়, ফলতঃ চারিধারে স্ত্রী বর্ত্তমান হয়। স্ত্রী উচ্ছিষ্ট ভোজিনী হইয়া স্বামীর অর্থ ব্যয়ে কুণ্ঠিত হয়, কারণ স্বামী অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে। বঙ্গদেশে বিবাহের অভাব নাই, গরু পার করিতেও যদি কষ্ট বোধ অনুভব হইতে পারে কিন্তু কুষ্মাণ্ডের হস্তে কন্যারত্ন দান করিতে রক্ষক ও রক্ষকিনী আদৌ কোনরূপ কষ্ট অনুভব করেন না। বঙ্গদেশে কন্যা পার ও গরু পার উভয়ই সমান হয়।

বঙ্গদেশীয় জন যদি মাসিক পঞ্চাশ টাকা আয় না হইলে বিবাহ করিবেন না ইহা স্থির করেন, আর কন্যার রক্ষক ও রক্ষকিনীরাও যদি পঞ্চাশ টাকা আয়ের কম পাত্রেতে কন্যা দান না করেন, তাহা হইলে গোলাম সংস্কার লোপ হইবার সম্ভাবনা আছে। সংস্কার বিষয়ে হয়, বিষয়ে অন্ন প্রস্তুত হয়, অন্নে রেত হয়, রেতে সন্তান উৎপাদন হয়।

এপাশ ওপাশ যুবকেরা যেন রক্ষক ও রক্ষকিনীর কুহকে কিম্বা অর্থের লোভে বিবাহ না করে, কেননা এপাশ ওপাশ

বাস্তায গডাগড়ি যায। এপাশ ওপাশ যুবকেবা অভাবের কারণ moral principle ঠিক রাখিতে পাবে না, যে প্রকারে হউক অর্থ উপার্জ্জন করিতে বাধ্য হয়। যদি অর্থ উপার্জ্জন কবিল, বক্ষক ও রক্ষকিনী আনন্দে নৃত্য কবিতে লাগিল, এবং কুটুম্ব ও প্রতিবাসী বড intelligent ও clever যুবক কহিল, কিন্তু যুবক যদি sound হইল, তাহা হইলে যুবক অন্তরে কি ভযানক মর্ম্ম বেদনা ভোগ কবিল। যত দিন যুবক কর্ম্মক্ষেত্রে না দক্ষতা দেখাইতে পাবে ও সৎব্যবহাবে অর্থ উপার্জ্জন করিতে না পারে, তত দিন যুবকেব উচিত হযনা বিবাহ কবা, যদি কবা হয়, গোলামি ও যুযাচুবির আশ্রয লইতে হয, অতএব যুবকেব বিবেচনা কবিযা বিবাহ কবা বিধেয। মাতা ও পিতা হইতে বঙ্গদেশে গোলাম প্রস্তুত হয। (এই স্থানে চিন্তা-বহস্যের বিবাহ বিচাব ও প্রেম বহস্যেব স্বামী ভক্তি অনুগ্রহ করিযা আনিবেন না, কাবণ কি প্রকাবে বঙ্গদেশে গোলাম প্রস্তুত হয, তাহাবই কথা হইল। যথায যেটি আবশ্যক হয, তথায সেটি ব্যবহাবণীয।)

ধবল পুরুষেবা পশু পালন কবিযা ও পশুব লোমে গাত্রাচ্ছাদন কবিযা মহানন্দে জীবন অতিবাহিত কবিতেন। কাল ক্রমে ক্রমশঃ অভাব আসিযা উপস্থিত হইল, অভাবে স্বভাব নষ্ট হইল, যত স্বভাব নষ্ট হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে তত অভাব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অভাবে বুদ্ধি ছুটিল, বুদ্ধিতে উপায উদ্ভাবন হইল, উপাযে পুরুষকাব আসিযা যোগ দিল, পুরুষকাবে ফল

ফলিতে লাগিল, ফলে আশা বৃদ্ধি পাইল, আশাতে যাওয়া ও আসা বিশেষরূপে বৃদ্ধি পাইল। কালক্রমে আসা বৃদ্ধি রহিল, গৃহে ফিরিয়া যাওয়া লোপ হইল।

দক্ষিণবাসিনী সন্নতে ধবল পুরুষকে প্রেম ডোবে বাধিল, বুদ্ধি হরণ করিল, দক্ষিণবাসী গোলাম হইল। ধবল পুরুষ রাজা উপাধি লইল ফলতঃ আর আনন্দ ছুটিল। এক স্থানে বহু রকম দ্রব্য মিলিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় আর দ্বিগুণতর অভাব বৃদ্ধি পাইল। যত উচ্চবৃত্তি সমস্ত ধবল পুরুষের রহিল, এবং যত নীচ বৃত্তি সমস্ত কৃষ্ণবর্ণ পুরুষের রহিল। ধবল পুরুষের ঔরসে ও দক্ষিণ বাসিনার গর্ভে যাহারা উদ্ভব হইল, তাহারা মধ্য বৃত্তিতে রহিল, আর যাহারা দক্ষিণবাসীর ঔরসে ও উত্তরবাসিনীর গর্ভে জন্মিল, তাহারা অতি নীচ বৃত্তিতে রহিল।

ধবল পুরুষ মজা লুটিতে লাগিল, মজাতে সাজা আসিয়া উপস্থিত হইল। নানারকম জ্ঞান আসিয়া যোগ দিল, জ্ঞানে আবশ্যকতা বাড়িল, আবশ্যকতাতে বিজ্ঞান উপস্থিত হইল, বিজ্ঞানে নূতন আবিষ্কারের প্রাদুর্ভাব বাড়িল। দেশজাত দ্রব্য ও art, industry, manufactury জাত দ্রব্য রাজ বংশীয়দের অভাব মোচন করিতে পারিল না। এইবার রাজ বংশীয়েরা দিগ্‌দিগন্তে চলিল। বানিজ্য স্বরু হইল, দেশে আমদানী ও রপ্তানী চলিল। ধবল পুরুষের ব্যবস্থা, বিধি, অর্থ, চারিধারে ব্যাপিল, দিন দিন অভাব আর বৃদ্ধি হইল, পর দেশ আক্রমণ স্বরু হইল, জয়ঢাক সর্ব্বত্র বাজিল, সঙ্গে সঙ্গে খরচ অত্যন্ত বৃদ্ধিপাইল।

নানা বকম কর লোকেব উপর চাপিযা বসিল, ধনী ধনী হইতে লাগিল গবিব আব গবিব হইতে লাগিল, রাজ বংশীযেরা অত্যন্ত বাবু হইল, দেশীয় গবীবেরা অত্যন্ত ক্ষীণ হইল, অনেক পব দেশীযেবা আসিযা দেশীয গবিবের সমস্ত ভাত ভিক্ষা ছিনিযা লইল। পবদেশীযেবা বলিষ্ঠ ও পবিশ্রমকাবী বলিযা বাজ বংশীযদেব অত্যন্ত আনন্দেব সামগ্রী হইল, বাজ বংশীযেবা আব কুটটি নাড়িতে ভাল বাসিল না, কাবণ উঁহাদেব হুকুমে অপ-বের দ্বাবা সমস্ত কার্য্য সাধিত হইতে লাগিল। প্রধান প্রধান সর্ব্ব বিভাগেব কার্য্য খালি বাজ বংশীযদেব বহিল। নৃত্য, গীত, রং তামাসা, সুখেব খাতিবে দেশ পবিভ্রমণ, স্ত্রী সম্ভোগ, ঈর্ষা, দ্বেষ, অভিমান, অহঙ্কাব, সব এক, এক সব, আসিযা বাজ বংশীযদের ঘেবিল।

মহাজনেব কুঠিও চাবি ধাবে ব্যাপিল, কোষাগাবে স্বর্ণ ও বৌপ্য অভাব হইল, এইবাব ব্যাঙ্কনোট ছুটিল। বাজ বংশীযেরা আব যত বাবু হইল, তত আব ব্যাভিচাব বাড়িল। দলাদলি চলিল, art, industry, manufactury ও বানিজ্যতে বাজধানী গুল্‌জাব হইল, দেশজাত অন্ন কমিযা গেল, পব দেশজাত অন্ন বাড়িযা উঠিল। আমদানি অন্ন বহিল, বপ্তানি বাবু আনা সামগ্রী হইল, গৃহে গৃহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জগৎ প্রকাশ পাইতে লাগিল, আনন্দ অপাব ছুটিল, অকাল মৃত্যু বাড়িল, স্ত্রীলোক পব পুরুষ ধবিল, আচার্য্যেব প্রাদুর্ভাব হইল, নানা বকম ceremony মাটী ভেদ কবিযা উঠিল, পযসাব শ্রাদ্ধ চলিল, বাজ বংশীযেবা ধনে ও

প্রাণে ক্ষীণ হইল, পর দেশ সকল একে একে হস্ত হইতে বাহির হইল, দেশে art, industry, manufactury, education, science বহিল। অন্ন অভাব হইল, দলে দলে বিবাদ বাড়িল, এবং তলবারির ঝন ঝন্ চলিল। ভাড়া করা লোকের প্রাদুর্ভাব হইল, এবং বহুলোকের অকাল মৃত্যু ঘটিল। শ্রমশীল শীলতা গুণে অহংকারী অশ্রমশীলের স্কন্ধে চাপিল এবং শ্রমশীল রাজা বলিয়া কথিত হইল।

শ্রমশীল না হইলে বীর পুরুষ হয় না, বীর পুরুষ না হইলে শীলতা গুণ আসেনা। শীলতা গুণ না আসিলে অপর জন মুগ্ধ হয় না। অপর জন এক জনের কার্য্যে মুগ্ধ না হইলে একতা হয় না, একতা না হইলে শক্তি হয়না এবং শক্তি না থাকিলে শ্রমশীল হয়না। জগতে যাঁহারা শ্রমশীল হন তাঁহারাই অশ্রমশীলের স্কন্ধে চিরকাল বিরাজ করেন এবং ইহাই পতন ও উত্থান বলিয়া কথিত হইল এবং এই নিয়ম স্বাধীন ও পরাধীনের জন্য চিরকাল রহিল।

বাপু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ তুমি পরাধীন লোক হও, এই স্বাধীন জনের বিধি তোমার নয়। স্বাধীন জন অন্য প্রদেশ হইতে অন্ন আনিতে পারেন যতদিন তলবারির ব্যবহার রাখিতে পারেন। তুমি অন্য দেশ হইতে অন্ন আনিতে পারনা, ইহার কারণ তোমার দেশজাত অন্ন ত্যাগ করা বিধেয় নয়। তোমার লক্ষ্মী ধান্য হয়, এবং চিরকাল ধান্যকে লক্ষ্মী বলিয়া পূজা করিয়া আসিতেছ। যাহার গৃহে মরাই রহিল, সে প্রকৃত লক্ষ্মীবান পুরুষ হইল। হীরা, জহরত, স্বর্ণ, রৌপ্য পরাধীন জনের লক্ষ্মী হয় না। art, indus-

try, manufactory, commerc, পরাধীনের ধন নয়, কারণ স্বাধীন জনেরা এই বৃত্তি করিয়া থাকেন। উহাঁদের সহিত competition করা পরাধীন জনের কার্য্য নয়, কারণ স্বাধীন জন কোন কালে কোন বিষয়ে পরাধীনের নিকট পরাস্ত হন না, যদি হইতেন, তাহা হইলে স্বাধীন হইতে পারিতেন না। যত দিন স্বাধীন জন স্বাধীন থাকিবেন ততদিন সর্ব্ব বিষয়ে পরাধীনের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ থাকিবেন। স্বাধীন জন অপর দেশে কৃষি কার্য্য নীচ বৃত্তি বলিয়া করেন না, কিন্তু দুই একটি করিয়া থাকেন, যেমন tea, indigo. এই দুইটি করেন, কারণ স্বাধীন জনের পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয়ের ফল ইহাতে ফলে। পরাধীনের সাত টাকাতে বাবুয়ানা করিয়া চলিতে পারে, কিন্তু স্বাধীন জনের একশত টাকাতে অতি কষ্টে চলে। তোমাদের দেশের লোক ভাষা শিখিয়া অহংকারে ফুলিয়া ফাঁতনার মতন ভাসিতেছে, কিন্তু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, যখন দিন দিন ক্রমশঃ স্রোত বৃদ্ধি পাইতেছে, তখন ফাতনার কি ভয়ানক দুর্দ্দশা হইবে।

বাপু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, তোমার দেশের বশুয়া বামুন দিন দিন লোপ পাইতেছে কারণ পরদেশী লোক আসিয়া উহাদের অন্ন ছিনিয়া লইতে সুরু করিয়াছে। তোমার দেশের সূত্রধরের বৃত্তি পরদেশী আসিয়া প্রায় লোপ করিতে বসিয়াছে। গাড়োয়ান, রাজমিস্ত্রী, মেতর, নফর, তন্তুবায়, চর্ম্মকার ইত্যাদি প্রায় লোপ হইয়া আসিল। তোমার দেশে কলম ও মুখের দৌউড় খুব বৃদ্ধি পাইতেছে। আপাততঃ যে সত দৌড়িতে পারিতেছে,

সে তত অন্ন সংগ্রহ করিতেছে, কিন্তু বাপু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, দৌড়িবার স্থান দিন দিন অতি সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে। পঞ্চবিংশতি বৎসর পরে গাত্রে গাত্রে ঘর্ষণ হইবার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে, যদি স্থান অভাব হয়, তাহা হইলে কলমের ও মুখের কি দুর্দ্দশা হইবে, একবার দূরদর্শী হইয়া চিন্তা করিয়া দেখ।

একবৃত্তিতে অধিক জন যাইলে সকলকার কষ্ট হয়, এক নদীতে অধিক খাল খনন করিলে নদীটি শুষ্ক হইয়া যায, পরে খাল গুলিও শুষ্ক হইয়া পড়ে, ফলতঃ অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রম বৃথা হয়। বাপু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, তোমার দেশে এখন কেতাবঘরের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশী হইয়াছে। অনেকে ইহাকে healthy sign কহে, কিন্তু বিগবী মিত্র তাহা কহেনা কারণ তোমার দেশের প্রধান কেতাবঘর যাহা হইতে অন্য সমস্ত হইয়াছে তাহাই প্রায় লোপ হইতে বসিয়াছে। ঘরে ঘরে কেতাব পাইলে কে কষ্ট স্বীকার করিয়া প্রধান কেতাব ঘরে যাইবে, কিন্তু এইটি জ্ঞান নাই যে প্রধান কেতাব ঘর যাইলে শাখাগুলি আপনি শুকাইয়া যাইবে, তখন কি করিয়া ঘরে ঘরে কেতাব মিলিবে।

দক্ষিণ ও পূর্ব্ববাসী চিরকাল পরাধীন বলিয়া কথিত হয়। উত্তর ও পশ্চিমবাসী চিরকাল স্বাধীন বলিয়া কথিত হয়। দুয়ের মিশ্রিতের ফল যদি স্বাধীন বৃত্তি লইতে চেষ্টা করে, তাহা সর্ব্বদা বৃথা হয়, কিন্তু ময়ূর ও ছাতারের নৃত্যের গল্প সর্ব্বদা মনে রাখিলে আরকষ্টভোগ করিতে হয না। বাপু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, তুমি পরাধীন হও, তোমার কৃষিবৃত্তি ধরা অত্যন্ত আবশ্যক হয, কারণ পরাধীনের

কৃষি কার্য্য ব্যতীত অন্ন সঞ্চয করিবাব আব কোন উপায নাই। তোমাব দেশে এখন ভাষাব প্রাদুর্ভাব হইযাছে, হউক, যদি প্রবেশিকা অবধি পডিযা কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করে তাহাতে ততক্ষতি নাই।

যাহাতে কৃষিবিদ্যালয স্থাপন হয ইহাব চেষ্টা কব, কাবণ অন্ন প্রধান ধন হয। দেশজাত অন্ন আপেক্ষা দেশেব ধন আব দ্বিতীয নাই। তোমাব দেশেব লোক যাহাবা কলমের ও মুখেব বিদ্যা শিখিতে পবদেশে যায, তাহাবা যদি পবদেশ হইতে কৃষিবিদ্যা শিখিযা আসে, তাহা হইলে দেশেব অত্যন্ত উপকাব হয, সঙ্গে সঙ্গে পশুপালন শিক্ষাও অত্যন্ত আবশ্যক হয, কাবণ ইহাও অন্ন বলিযা কথিত হয। যাহাতে দেশে প্রচুব পবিমাণে অন্ন থাকে, ইহাই কবা সর্ব্বতোভাবে বিধেয, কাবণ অন্নে দেহ হয। বাপু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, দেশীয অন্ন কি, বোধ হয, এখন তুমি জানিতে পাবিযাছ। বাপু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, তুমি পূর্ব্বেব খৈ ছাডিযা দিযাছ, না ধবিযা আছ ?

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। আজ্ঞে, আমি ধবিযা আছি, কাবণ আপনাব উপদেশে আমাব মস্তক পবিষ্কার হইতেছে, আমি সুরকি ভঙ্গ কাবিণীব মতন ঢেঁকিব মোকাতে নজর বাখিয়া অন্য সমস্ত শুনিতে ছিলাম, ইহাব বাবণ আমি খৈ হাবাঁই নাই।

প্রণেতা। আমাব উপদেশে তোমাব মাথা মার্জ্জিত হইতেছে দেখিযা আমি অত্যন্ত আনন্দ অনুভব কবিলাম। বাপু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, তবে তুমি পূর্ব্ব কথা শুন,—

জীব নিত্য হয। কীটাণুকীটে জীব আছে, এমন কি পরমাণু অপেক্ষা অতি ক্ষুদ্র এসবেণুতে জীব আছে। বৃহদাকাবেব কপান্তব এই অতি ক্ষুদ্র আকার হয, আবার অতিক্ষুদ্রাকাবেব কপান্তব এই বৃহদাকাব জীব হয। সংযোগে উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি পায, বিযোগে কপান্তব শক্তি বৃদ্ধি পায। উভয অবস্থাতে জীবেব শক্তি বর্ত্তমান লক্ষিত হয, ইহাব কাবণ জীব নিত্য বলিযা কথিত হয। প্রস্তবে জীব আছে, কারণ হ্রাস ও বৃদ্ধি লক্ষিত হয়, অপিচ পাদপ পাদেব দ্বাবা পান কবিয়া বক্ষা পায। জীব সর্ব্বত্র হয, এবং জীব আহাবে জীব উৎপন্ন হয। জীবে যদি শক্তি অভাব হইত, তাহা হইলে জীব ভক্ষণ কবিলে যাহা উৎ-পন্ন হয, তাহতেও শক্তি লক্ষিত হইত না।

বসে জীব হয, জীবে সংস্কাব হয, সংস্কাবে হিতাহিত জ্ঞান হয। আহাব, নিদ্রা, ভয, মৈথুন স্বাভাবিক জ্ঞান জীবে নিহিত আছে। জ্ঞানেন্দ্রিয ও কর্ম্মেন্দ্রিয পবে প্রকাশ্যকপে প্রকাশ পায। এই সমস্ত আকাবেব অর্থাৎ দেহেব গুণ হয। আকাবেব আন্তবিক ও বাহ্যিক স্বাভাবিক শিক্ষাব ফল নিযম হয। আকার হইলেই নিযমে বদ্ধ হইতে হয। শিশুব জ্ঞানেন্দ্রিয ও কর্ম্মেন্দ্রিয প্রথমে প্রকৃত প্রস্ফুটিত হয না, কিন্তু যদি শিশু আবাব বক্ষিত নিযমের বাহিব হয, শিশু কপান্তব হইতে কিম্বা আঘাত লইতে বাধ্য হয়, কাবণ জীবে শক্তি বর্ত্তমান চিরকাল আছে।

বাপু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, যদি তুমি সূক্ষ্ম হিসাবে আর উপবে উঠ, তাহা হইলে ব্যোম আসিযা উপস্থিত হয, এবং আমি যাহা কিছু

প্রত্যক্ষ উদাহরণ দিয়া বলিলাম, তাহা সমস্ত অসত্য হয়। কিন্তু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ এইটি স্মরণ থাকে যে, ব্যোমে শূন্য আছে, এবং শূন্যের আকার আছে। শূন্যের আকার এত সূক্ষ্ম যে প্রত্যক্ষ উদাহরণ দিবার উপায় নাই, তবে অনুভবের দ্বারা জানিতে হয়। এই শূন্য হইতে সুরু করিয়া ক্রমান্বয়ে ঘুরিতে ঘুরিতে মোটা আকার হয়, শূন্যআকার ও মোটা আকার উভয়ে নিয়মে বদ্ধ আছে, কারণ উভয়ে আকার হয়। যাহা আকার তাহাই নিয়মে বদ্ধহয়।

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, তবে যদি তুমি শূন্যের উপর উঠ, তাহা হইলে **এক** আসিয়া উপস্থিত হয়, এই **এক** এক হয়। তবে প্রকৃতি বিভ্রাট কেন হয়, এই কথা তুমি বলিতে পার। প্রকৃতি বিভ্রাট রসে হয়, রসে সংস্কার হয়, সংস্কারে হিতাহিত হয়। যদি উপরে **এক** হয়, তবে দ্বি আইসে কোথা হইতে, ইহা তুমি বলিতে পার। বাপু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, এই মীমাংসা আমার অন্য রহস্যে প্রকাশ্যরূপে বর্ণিত আছে। তবে সংক্ষেপে কিছু বলিঃ—

এক বলিলে এক হয়, বহু বলিলে বহু হয়। নিজের উপর নির্ভর করে, যদি সংস্কারে বল, তাহা হইলে নিয়মে বদ্ধ আছ, এবং আমি যাহা বলিলাম, তাহা সমস্ত সত্য জানিবে, আর যদি সংস্কার অতীত হইতে পার, তাহা হইলে কিছুই নাই, সমস্তই **এক** হয়। বাপু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, তোমার কোন প্রকার আবশ্যক ব্যতীত, বোধ হয় তুমি আমার নিকট আগমন কর নাই।

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। আমি আবশ্যক ব্যতীত কি কারণ আপনার নিকট আসিব।

প্রণেতা। আকার হইলেই সমস্ত আবশ্যক হয়, নিরাকার হইলে কিছুই আবশ্যক নাই। যতক্ষণ আবশ্যক থাকিবে তত ক্ষণ নিয়মে বদ্ধ থাকিতে হইবে। বোবা হইলে ভাল হইত কারণ পাষণ্ড সম্পাদকেরা প্রত্যহ যাহা করিতেছে, তর্ক ক্ষেত্রে আবার অস্বীকার করিতেছে, এবং উহাদিগের শিষ্য বদ্ধ পাষণ্ড আবার তাহা লইয়া জন সমাজে গৌরবান্বিত হইয়া প্রচার করিতেছে। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই সমস্ত জনের পক্ষে রহস্য নয় তবে তুমি যদি সত্য পথ অবলম্বন কর, আর বুক্রি ত্যাগ কর, তাহা হইলে রহস্য কি বুঝিতে পার, এবং তোমার পিতা যাহা আদেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাও অবলীলাক্রমে কার্য্যে পরিণত করিতে পার।

বাপু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, জাগতিক জনের সমস্তই আবশ্যক হয়। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের আবশ্যক হয়, কারণ বীজে সংস্কার নিহিত আছে, এবং এই সংস্কারের দরুন হিতাহিতের আবশ্যক হয়, হিতাহিতের আবশ্যক হেতু পুরুষকারের আবশ্যক হয়, পুরুষকারের আবশ্যক হেতু প্রেমের আবশ্যক হয়। অহো কি আশ্চর্য্য রহস্য। মানবে প্রেম। হে প্রভু যীশুখ্রীষ্ট। আপনি এই প্রেম মানবে প্রচার করিয়া সকল মানবকে এক করিবেন মনন করিয়াছেন। প্রেম না হইলে বন্ধু হয় না, বন্ধু না হইলে একতা হয় না, একতা না হইলে বল হয় না, বল না হইলে কার্য্য সিদ্ধি হয় না, কার্য্য সিদ্ধি না হইলে **এক** কি তাহাও অবগত হইতে পারা যায়না।

.আপনি ধন্য পুরুষ। আপনি এককে এক করিবার জন্য ব্যবহারে প্রেম বিস্তার করিয়া সর্ব্বজনকে এক করিতেছেন; সংস্কারকে এক করিতেছেন, এবং একে এক মিশাইতেছেন। অদ্যাবধি যাহা কোন মানব করে নাই, আপনি তাহা কার্য্যে পরিণত করিলেন। যদি আমার অনন্ত মুখ হইত, তাহা হইলেও আপনার গুণ কীর্ত্তন করিয়া শেষ করিতে পারিতাম না।

আপনি ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র বলিয়া কথিত হন। অহো কি অদ্ভূত রহস্য। ঈশ্বর অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য-ঈশ-ঐশ্বর্য্যে। আকার না হইলে ঐশ্বর্য্য হয়না। আপনি আকারের ভিতর শ্রেষ্ঠ পুরুষ হন, ইহার কারণ আপনি ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র বলিয়া কথিত হন। পুত নামক নরক হইতে ত্রাণ করে যে- সে পুত্র। আপনি আপনার দেহকে ধ্বংস করিয়া পুত নামক নরক হইতে জাগতিকজনকে উদ্ধার করিয়াছেন, ইহার কারণ আপনার নাম স্মরণ করিলে নির্ব্বাণ-মুক্তি-মোক্ষ হয় আর পুনঃ জন্ম ভোগ করিতে হয়না, এবং পুনঃ জন্ম না হইলে পুত্র হয় না, আপনি তাহাও পুনরুত্থান হইয়া (resurrection) পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন।

জাগতিক জনের স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয়ের উন্নতি করিবার আবশ্যক হয়। একটি নষ্ট হইলে অপরটি নষ্ট হয়, একটির উন্নতি হইলে অপরটির উন্নতি হয়, এবং একটির অবনতি হইলে অপরটির অবনতি হয়। পরস্পরের আধার আধেয় সম্বন্ধ হয়। বীজে সংস্কার হয়, সংস্কারে হিতাহিত হয়, হিতাহিতে পুরুষকার হয়, পুরুষকারে প্রেম হয়, প্রেমে সিদ্ধি হয়, সিদ্ধিতে মুক্তি হয়।

মুক্তি ও বন্ধন নিজের হস্তে হয়, ইহার কারণ প্রথমত বীজে সংস্কার আবশ্যক হয়। যদ্রূপ সংস্কার বীজে থাকিবেক, তদ্রূপ সংস্কার ফলে প্রকাশ পাইবেক। সমস্ত এক ইহা সত্য হয়, ইহার কারণ জাগতিক জন ব্যবহারে যাহাতে এক হয়, ইহা করা সর্ব্বতোভাবে আবশ্যকীয়।

জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত এক ব্যবহার বিধেয়। পিতা ও মাতা যাহা হইতে জন্ম হয়, তাঁহাদের একনিয়ম প্রতিপালন করা অত্যন্ত কর্ত্তব্য হয়, কারণ তাঁহাদের সংস্কার বীজে নিহিত হয়. বীজে জন্ম হয় ইহা সর্ব্বসাধারণ জন বিনা সন্দেহে ও তর্কে স্বীকার করিবেন। বীজ রসে উৎপন্ন হয়, অতএব এক প্রকার অন্নসেবা সর্ব্বতোভাবে আবশ্যকীয়।

অগ্নিতে-আলোকে-তেজে বর্ণ হয়। বঙ্গদেশে চলন ভাষায় স্ত্রীলোককে আগুণের খাপ্‌রা কহে, অতএব বিবাহ বিবেচনা করিয়া করা বিধেয়। যথায় যোনি বিচার না করিয়া বিবাহ কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, তথায় নানা প্রকার থাকের উৎপন্ন হয়, এবং অবশেষে এই থাকই বহু জাত করিবার মূল হয়। বহু থাক হইলেই, বহু ব্যবহার হয়, বহু ব্যবহার হইলেই বহু সংস্কার হয়, বহু সংস্কার হইলেই বহু মতি হয়, বহু মতি হইলেই বহু গতি হয় অর্থাৎ বহু বর্ণ হয়। যথায় বহু বর্ণ কথিত হয়, তথায় একতা অভাব হয়, একতা অভাব হইলেই স্বর্গ অভাব হয়, স্বর্গ অভাব হইলেই নরক আসিয়া উপস্থিত হয় এবং এই নরকই বহু হয়।

এক খাদ্য, এক বর্ণ, এক পোষাক, এক ধর্ম্ম যথায় অভাব

লক্ষিত হয়, তথায় নবক পূর্ণভাবে প্রকাশ পায়। মিশ্রিত বর্ণ, মিশ্রিত পোষাক, মিশ্রিত খাদ্য, মিশ্রিত ধর্ম্ম নবকবাসীদেব যোগ্য হয়। স্বর্গবাসী অমর কথিত হন, নবকবাসী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। স্বর্গবাসী শ্বেতবর্ণ পুরুষ হন, নরকবাসী মিশ্রিতবর্ণ পুরুষ হয়। স্বর্গবাসী জয়ী বলিযা কথিত হন, নবকবাসী পবাজয়ী হয়। স্বর্গবাসী সর্ব্বকার্য্যে জয় লাভ কবেন, নবকবাসী সর্ব্বকার্য্যে পরা-জিত হয়। স্বর্গবাসী ত্রিনেত্রধাবী হন, নবকবাসী দ্বিনেত্রধাবী হয়। স্বর্গবাসী আপনাব ও অন্য সকলেব মঙ্গল কামনা কবেন, নবকবাসী নিজেব ও অন্য সকলেব উচ্ছন্ন সাধন করে। স্বর্গবাসীর অবতাব এক, দর্শন এক, পুবাণ এক, স্মৃতি এক হয়, নরকবাসীব দর্শন বহু, পুবাণ বহু, স্মৃতি বহু, অবতাব বহু হয়। স্বর্গবাসী আদর্শ হন, নরকবাসী নকল নবিস হয়। স্বর্গবাসীব অব-তারের, দর্শনেব, পুবাণেব, স্মৃতিব অভাব লক্ষিত হয় না, নবক বাসীর সমস্ততেই অভাব লক্ষিত হয়। স্বর্গবাসী উপাস্য হন, নবক বাসী উপাসক হয়।

যদি ব্যবহারে সমস্তই এক হইত তাহা হইলে নবকবাসীবা স্বর্গ কামনা কবিত না। নবকবাসীবা স্বর্গবাসীব আহাবেব, বিহাবেব, পরিচ্ছদেব, বর্ণেব, ধর্ম্মের, বাসস্থানেব, ভাষাব, আচাবের, ব্যব-হারের, এবং অন্যান্য সমস্ত বিষয়েব নকল কবিত না, ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, নরকবাসী হীন পুরুষ হয়। স্বর্গ বাসী কোন সময়ে ভূল ভ্রান্তে নবক কামনা কবেন না, ববং নরকবাসীবা কি প্রকাবে নবক হইতে উদ্ধাব হইতেপাবে ইহারচেষ্টা

বিধিমতে করে। স্বর্গবাসীবা নরকবাসীর উপর চিরকাল আছেন, এবং যত দিন সূর্য্য থাকিবেক, তত দিন প্রভুত্ব কবিবেক। স্বর্গ ও নবক সংস্কাব ব্যতীত আব কিছুই নয, ইহাব কারণ সংস্কার একক বা সর্ব্বতোভাবে বিধেয।

যথায এক তথায স্বর্গ, যথায বহু তথায নবক হয। অমব ও ত্রিনেত্র যাহা কর্ম্মক্ষেত্রে ব্যবহাব কবা হইযাছে, ইহা কীর্ত্তি ও জ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নয। স্বর্গবাসিনীবা নবকবাসী পুরুষদেব ভজনা কবেননা, নবকবাসিনীবা স্বর্গবাসী পুরুষদেব ভজনা কবিতে ইচ্ছুক হয। নবক অর্থাৎ ক্ষুদ্র নব অর্থাৎ নিকৃষ্ট নব। যেস্থান নিকৃষ্ট নবেব বাসস্থান হয, তাহাকেও নবক কহে, কিন্নবেব বাস স্থানও নবক বলিযা কথিত হয। কিন্নব অর্থাৎ কুৎসিৎ নর। এখনও কিম্বদন্তী আছে যে, আসামে নবক নামক বাজাব বাসস্থান ছিল, এবং কামরূপ ইহার আদর্শ স্থল হয়। কতদূব সত্য কি মিথ্যা ভগা বলিতে পারে।

কামরূপে ডাকিনীদেব বাসা ছিল, এবং ইহাবা গাছ চালাইতে পাবিত। বঙ্গদেশে কোন স্ত্রীলোক অসচ্চবিত্রা হইলে, এখনও গাছ চালান মেযে বলিযা কথিত হয। ডাকিনী অর্থাৎ পব পুরুষকে ডাকে যে। ইহাও কিম্বদন্তী আছে যে, কামরূপে কোন প্রদেশেব পুরুষ যাইলে ভেড়া করিযা রাখে, ইহার কারণ আর কিছুই নয, তথাকার পুরুষেবা হীন বীর্য্য হয। স্ত্রীলোকেরা বীর পছন্দ কবে, ইহা বরাবব বলা হইতেছে,। সুন্দব বীর্য্যবন্ত পুরুষ পাইলে, স্ত্রীলোকেবা অতিশয যত্ন কবে, যত্নতে রত্ন মিলে,

ইহাও চিবকাল কথিত হয। বঙ্গের উত্তর পশ্চিম দেশীয স্ত্রীলোকেবা এখনও বলিযা থাকে, বঙ্গেব স্ত্রীলোকেবা যাদু বিদ্যা জানে, কেহ যাইলে আব ফিবিতে চাহেনা। বঙ্গদেশে যত থাকের উৎপত্তি হইযাছে, পৃথিবীব অন্য কোন প্রদেশে এত থাক নাই, কেন ভগা বলিতে পাবে।

দক্ষিণ যমালয বলিযা কথিত হয। দক্ষিণ দেশে স্ত্রীলোকেব আধিপত্য আছে, কাবণ তথায বহু স্বামী প্রথা প্রচলন আছে। একটি স্ত্রীলোকেব বহু স্বামী হইলে, সন্তান সন্ততি কোন স্বামীব নাম লইবে, ইহাব কাবণ স্ত্রীলোকেব নামই বংশগত নাম হয। বহু কালাবধি দক্ষিণ ও পূর্ব্ব অসভ্য দেশ বলিযা কথিত হয। দক্ষিণ দেশের স্ত্রীলোকেবা পশ্চিম দেশবাসী পুরুষেব সহিত অর্জ্জুন বৃক্ষেব তলে সন্নতে মিশিল, পূর্ব্ব দেশেব স্ত্রীলোকেরা উওব দেশবাসী পুরুষেব সহিত বসন্তোৎসবে অর্থাৎ বিহুতে জঙ্গলে মিশিল, নবক গুল্‌জাব হইল। পশ্চিম ও উত্তববাসীব বীজেব গুণে দক্ষিণ ও পূর্ব্ববাসী কতকগুলি ধনী, মানী, ও গুণী হইল। নানা আচাব, ব্যবহাব, ধর্ম্ম, বর্ণ উৎপন্ন হইতে আবম্ভ হইল এবং অবশেষে বাজাও হইল। পশ্চিম ও উত্তববাসী, দক্ষিণ ও পূর্ব্ববাসীব দ্বাবা উদ্বেজিত হইযা, নানা দেশ আশ্রয লইতে বাধ্য হইল, বীজ চাবিদিগে বিকীর্ণ হইযা নানা বকম ফল ফলিতে লাগিল। আদত আদত বহিল, নকল নকল বহিল, আদতে নকলে বিবর্ণ হইল। যত বিবর্ণ ফল ফলিতে লাগিল, তত থাক হইতে আবম্ভ হইল, বিবর্ণ থাকেব বিবর্ণতে আব কত থাক

হইল। অবশেষে এত বিবর্ণ হইল যে, কেহ কাহাকেও চিনিতে পারিলনা, যাহার যাহা ইচ্ছা হইল, সে তাহাই করিল। মিশ্রিত বীজের কিঞ্চিৎ দিন উন্নতি রহিল, পরে অবনতিতে নীত হইল। উৎপতিত হইতে কষ্ট স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু পতিত হইতে কষ্ট স্বীকার করিতে হয়না, ইহার কারণ পাতিত্য লোকে নরক শীঘ্র পূর্ণ হয়।

গৃহীতা ও দাতা এখনও উত্তর পূর্ব্ব কিম্বা পশ্চিম দক্ষিণ দিকে আশ্রয় লইতে হয়। গৃহস্তের ভদ্রাসনের অর্থাৎ বাসস্থানের দালান অর্থাৎ চণ্ডী মণ্ডপ এখনও উত্তর পূর্ব্ব কিম্বা পশ্চিম দক্ষিণ মুখে নির্ম্মাণকরিতে হয়। আদিম ভারতবাসীরা যে উত্তর ও পশ্চিম বীজে সভ্য হইয়াছেন, ইহার কোনও ভুল নাই। বহুবীজের উৎপত্তিতে কিম্বা বহুবীজকে আনন্দ পূর্ব্বক গ্রহণ করিবার কারণে নানা বর্ণ, নানা পোষাক, নানা খাদ্য ও নানা ধর্ম্ম আবির্ভাব হইয়াছে। বর্ষা ও বসন্ত ইহার দৃষ্টান্ত স্থল হয়। দক্ষিণ পশ্চিম বায়ু বহন হইলেই বর্ষা আবির্ভাব হয়। উত্তর পূর্ব্ব বায়ু বহন হইলেই বর্ষা বন্ধ হইয়া বসন্ত আরম্ভ হয়। উত্তর অয়ণ ও দক্ষিণ অয়ণ ইহার দৃষ্টান্ত হয়, আর যত পরব তেহার আছে, এই দুই সময়ে হয়।

বাপু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, তুমি বুঝিতে পারিলে, বীজে সংস্কার কি প্রকারে হয় এবং বীজ সংশোধন করিতে কি আবশ্যক হয়।

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। আমি রসে বীজ হয় ইহা জানিতে পারিয়াছি, কিন্তু বীজে কি প্রকারে সংস্কার হয়, ইহা ভালরূপ বুঝিতে পারি-

নাই, আর আকার হইলেই সমস্ত আবশ্যক হয় ইহাও বুঝিতে পারি নাই।

প্রণেতা। বাপু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, তোমাকে একটি গল্প বলি শুনঃ—

পাশ্চত্য জগতে থ নামক এক ব্যক্তি বাসকরেন,তিনি এক বর্ণ হন, এক রকম পোষাকধারী হন, এক রকম খাদ্য ভক্ষণকারী হন, এবং এক ধর্ম্মাবলম্বনকারী হন। থ যখন স্ত্রী গ্রহণ করিবেন মনন করিলেন, তিনি সহজে তাঁহার সদৃশ স্ত্রী রত্ন পাইলেন, কারণ পশ্চিম প্রদেশে নানা বর্ণ, নানা পোষাক, নানা খাদ্য, নানা ধর্ম্ম কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না।

(ফলিত জ্যোতিষবেত্তারা যে বর্ণ ও গণ ঠিক করে ইহা কল্পিত, ইহার কারণ ঠিক হয় না, কিন্তু মূলটি ঠিক রাখিযাছে কেননা উহা প্রত্যক্ষ হয়। পুতুলে দেবতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়, ইহা যে কল্পিত, ইহার কোন ভুল নাই কিন্তু দেবতা যে পূজনীয় মানব হন, ইহা সকলে স্বীকার করিবেক, পরীক্ষা উত্তীর্ণ যুবকেরা কেনযে ভাষা শিখিয়া পুনরায় এইকার্য্য করে তাঃা বলিতে পারিনা, তবে এই বলিতে পারি যে ইহা সংস্কারের ফল হয়। উহাদের মন এত নীচ হইয়া গিয়াছে যে, কুসংস্কারের বিপরীত ভাল কার্য্য করিলে মনে ভয় উপস্থিত হয়, ভয় উপস্থিত হইলে মন অস্থির হয়, মন অস্থির হইলে দেহের রক্ত সঞ্চালন ঠিক হয় না, দেহে রক্ত সঞ্চালন ঠিক না থাকিলে, রোগ উপস্থিত হয়, রোগ উপস্থিত হইলে মৃত্যু সম্ভাবনা। অহে পরীক্ষা উত্তীর্ণ যুবকবৃন্দ!

এইটি কি জাননা যে, মৃত্যু আবার নূতন ভূত উৎপাদন করে। ' ফলিত জ্যোতিষবেত্তা ও পুতুলে প্রাণ প্রতিষ্ঠাকারী কি চিরকাল বাচিয়া থাকে। তোমাদের উপর যখন নোবল্ বৃটন রহিয়াছেন, এবং যখন নোবল্ বৃটন অকাতরে তোমাদের বিদ্যাদান করিতেছেন তখন তোমাদের কিসের ভয়, বৃটিশ এস্কোয়ার তোমাদের সমস্ত ভয় উচ্ছেদ করিবেক। ফলিত জ্যোতিষবেত্তার বর্ণ ও গণ উঠাইয়া দেও, পুতুলে প্রাণ প্রতিষ্ঠা উঠাইয়া দেও, ভয় নাই, ভয় নাই ভয় নাই।)

খ স্ত্রী রত্ন লাভ করিয়া কিঞ্চিৎ দিন তাঁহার সহিত আনন্দে অতিবাহিত করিবার পর, খয়ের স্ত্রীর গর্ভ সঞ্চার লক্ষিত হইল, এবং ভ্রূণ দিন দিন মাতৃরসে গর্ভে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। দশ মাস দশ দিন অতিবাহিত হইবার পর বীজের ফল সন্তানরূপে বিনা ক্লেশে মাতৃগর্ভ হইতে বাহ্য জগতে আবির্ভাব হইল। পাশ্চত্য বাহ্য জগৎবাসী পিতা মাতার সদৃশচারী হন, অর্থাৎ জ্ঞাতি, কুটুম্ব, প্রতিবাসী ও অপর সমস্ত দেশীয় জন পিতা মাতার মতন এক বর্ণ, এক পোষাকধারী, এক খাদ্যভক্ষণকারী, একধর্ম্মাবলম্বনকারী হন।

পূর্ব্বে যখন ভ্রূণ মাতৃগর্ভে ছিল, তখনও মাতার এক সংস্কার গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার পূর্ব্বে যখন পিতার বীজরূপে পরিণত হইয়াছিল, তখনও পিতার এক সংস্কার গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার পূর্ব্বে যখন রসরূপে ছিল, তখনও এক সংস্কার গ্রহণ করিয়াছিল। এইবার সন্তান বাহ্য জগতে সমাজ নিয়মে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, এবং সময়ে সময়ে জ্ঞাতি, কুটুম্ব, প্রতিবাসী ও অপর সমস্তদেশীয়

জনেব সংস্কার গ্রহণ কবিতে লাগিল। রসের এক সংস্কারে, পিতৃ বীজের এক সংস্কাবে, মাতৃগর্ভের এক সংস্কারে, বাহ্য জগতের এক সংস্কারে সন্তান দিন দিন নিজ সংস্কাব বদ্ধমূল কবিতে লাগিল। যখন সন্তান শৈশব অবস্থা অতিক্রম কবিযা পৌগণ্ডে উপনীত হইল, তখন দেশীয় পুস্তকে ও দেশীয় ধর্ম্ম দীক্ষাতে তাহাব এক সংস্কাব আর পবিপক্ক করিল, যৌবনে ও বৃদ্ধাবস্থায় নিজ সংস্কারেব মতন এক সংস্কাব চাবিদিকে দেখিল। মৃত্যুতে অর্থাৎ রূপান্তবেতে এক সংস্কাব পঞ্চভূতে মিশিল। পঞ্চভূতান্তর্গত রস পুনঃ অন্নরূপে পিতাব বীজে পবিণত হইল, এবং এক সর্ব্বত্র ইহাও কথিত হইল, বাস্তবিক খ স্বর্গ ভোগ কবিল।

প্রভূ যিশুখ্রীষ্ট প্রেম প্রচাব কবিযা পাশ্চত্য জগজ্জনকে এক সংস্কাবে বাখিলেন, এবং পাশ্চত্যবাসীবা সকলেই প্রভূ যিশু খ্রীষ্টেব শিষ্য হইলেন, ফলতঃ পাশ্চত্যবাসীবা এক সংস্কাব বলে উভ জগতে সিদ্ধি লাভ কবিলেন। কিন্তু অত্যন্তদুঃখেব বিষয যে, যথায তিনি জন্ম গ্রহণ কবিলেন, তথায অর্থাৎ এসিযাতে তাঁহার মত কেহই গ্রহণ করিল না, ইহাব কাবণ বোধ হয আব কিছুই নয, খালি এসিযা গোলামরূপে চিবকাল থাকিবেক বলিযা। আব একটি বিশেষ কাবণ দেশীয জনেব নিকট দেশীয় মহাজন পূজনীয হন না, যদিও পরে দেশীয় জন শিষ্য হয়। প্রভূ মহম্মদ জন্ম গ্রহণ করিযা সিন্ধুব পর পারকে এক ধর্ম্মে বন্ধন করিয়াছেন। প্রভূ মহম্মদে দর্শন বেশী, প্রভূ যিশু খৃষ্টে প্রেম বেশী, ইহার কাবণ আব পাঁচ শত বৎসবের ভিতবে দর্শন

প্রেমেব ভিতর প্রবেশ করিবেক, ইহা নিশ্চয, নিশ্চয়, নিশ্চয।

বাপু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, প্রকৃতি গুণে কি উৎকৃষ্ট ফল হয, এখন তুমি জানিতে পাবিলে, এবং কি নিযম আবশ্যক হয, তাহা কি তুমি জানিতে পাবিলে, এবং প্রকৃতি বিভ্রাট কি তাহাও তুমি জানিতে পাবিলে।

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। আমি সংস্কাব কি জানিতে পাবিযাছি এবং কি নিযম আবশ্যক হয তাহাও জানিতে পাবিযাছি, কিন্তু প্রকৃতি বিভ্রাট কি তাহা ভালরূপ জানিতে পাবি নাই।

প্রণেতা। তোমার নাম সর্ব্বজ্যেষ্ঠ।

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। আজ্ঞে হাঁ।

প্রণেতা। নিবাকাব হইলে তোমাব নাম থাকিত না। জগতে এমন কিছুই বিষয নাই যাহা নিবাকাব হয। বিষয হইলেই আকাব হইতে হয, তুমি বিশেষরূপে দেখিতে ইচ্ছা কর কথোপকথন বহস্য পড। তোমাব আকার আছে, তাই নাম আছে। তোমাব পিতা তোমার আকাবের কর্ত্তা হন এবং তোমাব মাতা কর্ত্রী হন। উভয ব্যতীত আকাব হয না। রস আধাব হয, বীজ আধেয হয। পিতা আধাব হন, মাতা আধেয় হন। মাতা আধাব হন, ভ্রূণ আধেয হয। ভ্রূণ আধাব হয, শিশু আধেয হয়। শিশু আধার হয, যুবা আধেয হয। যুবা আধার হয, বৃদ্ধ আধেয হয। বৃদ্ধ আধার হয, মৃত্যু ওবফে রূপান্তর আধেয হয। মৃত্যু আধায় হয়, পঞ্চভূত আধেয হয়। পঞ্চভূতান্তর্গত রস আধাব হয, বীজ

আধেয় হয়। বাপু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, নাগব দোল্লাব পাক আকারই বিষয হয়, এবং বিষযে সমস্ত বিষয নিহিত আছে। তুমি বিষয হও, ইহার কাবণ তোমাব আকাব আছে, এবং তোমাব আকাব আছে তৎকাবণ তোমাব নাম আছে। কিন্তু বাপু সর্ব্বজেষ্ঠ, এই সমস্ত সংস্কাবের জন্য হয, যদি সংস্কাব লোপ কব, যে নিত্য সে নিত্য চিরকাল আছে। এই নিত্য জানিবার দরুন মিশ্রিত সংস্কারের লোপের প্রযোজন, এবং তৎকাবণ যাহাতে এক সংস্কার হয, তাহাব নিযম প্রতিপালন কবা বিধিমতে কর্ত্তব্য।

তোমার পিতা ও মাতাব পবস্পরেব বর্ণ পৃথক হয, পোষাক পৃথক হয, খাদ্য পৃথক হয, ধর্ম্ম পৃথক হয। তোমার পিতা ও মাতা দেশীয জনেব সহিত সর্ব্ব বিষযে পৃথক হন। তোমাব পিতা ও মাতা সর্ব্ব বিষযে পৃথক হইবাব কাবণ আচাব ভ্রষ্ট ও ভ্রষ্টা হন। আচাব ভ্রষ্ট ও ভ্রষ্টা হইবাব কাবণ উহাঁবা নিয়ম প্রতি-পালন কবিতে অশক্ত হন। মানব নিযম প্রতিপালন কবিতে অশক্ত হইবার কাবণ দুর্ব্বল হয। দুর্ব্বল হইলে মতিভ্রম হয, মতিভ্রম হইলে কার্য্য সিদ্ধি হয না, কার্য্য সিদ্ধি না হইলে মনস্তাপ হয়, মনস্তাপ হইলে পৃথক হয। যথায পৃথক তথায প্রকৃতি বিভ্রাট লক্ষিত হয়। প্রকৃতি বিভ্রাট হইলেই মবীচিকাবৎ অযথা চৈতন্য লাভ করিতে হয।

চিতে চৈতন্য হয, আবাব চেতনে চৈতন্য হয়। যদি মূলে চিত্ত মলিন রহিল তাহা হইলে চৈতন্যও অযথা হইল। সংস্কাব এক না হইলে প্রকৃত চৈতন্য উপস্থিত হয না, ইহার কাবণ মূলে এক

সংস্কার কবা আবশ্যকীয। যদি চারি দিকে সর্ব্ব বিষযে এক সংস্কাব না থাকে, তাহা হইলে কেহ নিজে মনে কবিলে হইবেক না। দেশীয জনের ভাষাতে, আহারে, বিহারে, বর্ণে, পোষাকে, ধর্ম্মে, আচারে, ব্যবহাবে এক সংস্কাব হওযা আবশ্যক হয, কাবণ ব্যষ্টি অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন জন একত্রিত হইলে, সমষ্টি অর্থাৎ **এক** এক হয। আদি, মধ্য, অন্ত এক হইলে **এক** হয। সর্ব্ব দেশীয জনের এক সংস্কাব হইতে হইলে অবতাবের আবশ্যক হয়।

বাপু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, এইটি বিলক্ষণ রূপে জ্ঞান থাকে যে, পবাধীন জনেব ভিতব অবতাব আবির্ভাব হয না। মনোবৃত্তি স্বাধীন না হইলে অবতাব বলিযা কথিত হয না। তবে যে সমস্ত পবাধীনেব ভিতব হয, তাহা কেবল বিধিব বিডম্বনা মাত্র ব্যতীত আব কিছুই নয।

বঙ্গদেশে বালুচবেব উপর গুলি খোবেবা বালিব কেল্লা প্রস্তুত কবিযা অহংকাবে মত্ত হইযা কেল্লা বক্ষার্থে পবস্পরে লাঠালাঠি ও মারামাবি করিয়া থাকে, কিন্তু জুযাব আসিলে উভযে ভগ্ন মনোবথে প্রাণ লইযা পলাইতে বিব্রত হয, এবং তৎক্ষণাৎ স্থবিধা যানে আবোহণ কবিযা কূলে অবতীর্ণ হয। কোথায কেল্লা বহিল, কোথায অহংকাব রহিল, খালি গাত্র বেদনা সাব থাকিল।

অবতাব সমাজ এক কবিবার কর্ত্তা হন, কাবণ সকলে বিনা সন্দেহে ও তর্কে তাঁহাব মুখ নিঃসৃত বাক্য গ্রহণ কবে। যদি সকলে শিষ্য হইল এবং তাঁহাব নাম গ্রহণ করিল তাহা হইলেই

পরস্পরে ভাতৃভাব হইল। ভাতৃভাব হইলেই বন্ধু হইল, বন্ধু হইলেই প্রেম আসিল, প্রেম আসিলেই এক হইল, এই এক ইহ জগতের শিব হয, এবং পর জগতেব শিব হয। ব্যষ্টি সর্ব্ববিষযে এক হইলে সমষ্টি এক হয, সমষ্টি এক আর দার্শনিক **এক** প্রায কোন ইতর বিশেষ নাই, তবে নামের কিছু প্রভেদ লক্ষিত হয। **এক** ও বহু কি, পাপ ও পূন্য কি, নীতি ও সমাজ নীতি কি, বাজ নীতি ও গুপ্ত নীতি কি, অহংকাব ও নিরহংকার কি, এবং আমি ও তুমি কি যদি বিশেষ রূপে জানিতে ইচ্ছা কব, আমার রহস্যাবলি মনোযোগ দিযা পড। বহস্যাবলিতে যাহা নাই, জগৎ রহস্যে তাহা নাই, জগৎ বহস্যে যাহা আছে রহস্যাবলিতে তাহা আছে।

তোমাব পিতা বিকৃত বসে সজীব ছিলেন, বসে জীব যাহা তুমি পূর্ব্বে জানিযাছ, তোমার পিতা এই অসংস্কৃত বীজ, তোমাব মাতার অসবর্ণ ও অসম ক্ষেত্রে বিকীর্ণ কবেন এবং যাহা তোমার মাতা আগ্রহ সহকারে গ্রহণ কবিযাছিলেন, এবং বীজ বপনান্তে পিতার সম্পর্ক লোপ হইল। মাতা দশমাস দশ দিন বীজকে গর্ভে ধারণ করিযা এবং নিজ বিকৃত রসে পুষ্টিসাধন কবিযা অবশেষে বীজকে অন্তর জগৎ হইতে বাহ্য জগতে ফল অর্থাৎ সন্তান রূপে প্রসব করিলেন। ফল অর্থাৎ সন্তান বাহ্য জগতে আগমনাবধি যাহা শিখিল তাহা সমস্তই বহু, এক প্রকার কিছুই শিখিল না। তুমি যত বড হইতে লাগিলে, ততই আচাব ভ্রষ্ট হইতে থাকিলে, কারণ জ্ঞাতি, কুটম্ব, প্রতিবাসী ও দেশীয জন এক প্রকাব আচাব,

ব্যবহার, নিযম কি তাহা আদৌ জানেনা। যখন তুমি পৌগণ্ডে উপস্থিত হইলে তখন আব খারাপ হইলে কারণ পুস্তকে যাহা শিখিলে তাহাও বহু। যৌবনে যথায ফিরিলে, ঘুরিলে, মিলিলে, পডিলে ও দেখিলে তাহাও বহু। বাপু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, এই বহু প্রকার সংস্কার কি তোমাব হঠাৎ যাইতে পারে, যদি যায তাহা হইলে **একের** কৃপা জানিবে বারণ প্রত্যেক নিযমে একটি প্রায ব্যতিক্রম দেখিতে পাওযা যায, কিন্তু তাহা সাধাবণ নিযম নয়, ইহাও তুমি বিনা সন্দেহে ও তর্কে জান। কতকগুলি জন যদি অত্যুচ্চ স্থান হইতে লম্ফ প্রদান কবে তাহা হইলে যে সমস্ত জন প্রায় মৃত্যু মুখে পতিত হইবে ইহার কোন ভূল নাই, কিন্তু একজন হয়তো না মবিতে পাবে, তাহা বলিযা অত্যুচ্চ স্থান হইতে লম্ফ প্রদান করিলে মরিবে না, ইহা জানা বুদ্ধিমান জনের উচিত হয না।

মহামাযাতে জগৎ আবৃত হয, জাগতিক জন মহামাযা কি কিছুই বুঝিতে পাবেন না, তবে যাহা সাধাবণ তাহাই যুক্তিবান ও বুদ্ধিমান জন যুক্তির ও বুদ্ধিব দ্বারা কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারেন কিন্তু সমস্ত বুঝিতে পাবেন না।

দেহী মাত্রই ভ্রম আছে, ভ্রম ব্যতীত দেহ প্রস্তুত হয় না, রসই প্রত্যক্ষ কর্ত্তা হয, রস অভাব হইলেই দেহ ধ্বংশ হয়, ধ্বংশ অর্থাৎ রূপান্তব বুঝিবে কারণ কোন বিষযেরই ধ্বংশ নাই। সূক্ষ্ম তর্ক সূক্ষ্মের সহিত করিবে, স্থূল তর্ক স্থূলের সহিত করিবে, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ কি ভাল রূপে বুঝিতে পারিবে, এবং জাগতিক জনের আবশ্যক কি তাহাও উত্তম রূপে বুঝিতে পারিবে।

এক ধর্ম্ম, এক পোষাক, এক খাদ্য, এক রং জাগতিক জনের সংস্কার এক করিবার দরুণ জন সমাজে অত্যন্ত আবশ্যক হয়, যথায এই কযেকটির অভাব লক্ষিত হয তথায সমাজ এহ শব্দটি লোপ পায। সমতার নাম সমাজ, যদি পবস্পবে সমান না রহিল তাহা হইলে সমাজ হইল না।

বাপু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, তুমি রস হইতে দেহ এইটি জানিলে, এবং যদি ইহা জানিলে তাহা হইলে অন্ন ও রস এক ইহা প্রমাণ হইল। যদি ইহা ঠিক হইল, তাহা হইলে ইহ জীবন ও পর জীবন অন্নের অনু-গ্রহে তাহাও প্রমাণ হইল। যদি ইহা ঠিক হয় তাহা হইলে অন্ন ও দেহ এক ইহাও প্রমাণ হইল। যদি ইহা ঠিক হয, তাহা হইলে দেহে গুণ ইহাও প্রমাণ হইল। যদি ইহা ঠিক হয তাহা হইলে নির্গুণ কিছুই নয তাহাও প্রমাণ হইল। তবে এইটি বলিতে পাব, যদি অন্নই সমস্ত হইল এবং অন্নময জগৎ হইল তাহা হইলে প্রকৃতি ভেদ হয় কেন। মহামাযা যাহা পবে বলিব, যাহাব উপর কাহাবও অধিকাব নাই, যদি থাকিত তাহা হইলে জগৎ থাকিত না, জগৎ আছে বলিযা, মহামায়া ও চিব কাল আছে, যদি চিবকাল মহামায়া আছে এইটি প্রমাণ হয়, তাহা হইলে সমস্ত বিষয নিত্য ইহাও প্রমাণ হইল। মহামাযা প্রত্যেক বিষযের শ্রেষ্ঠত্ব দিযা ইহার মীমাংসা ঠিক করিযা রাখিযাছেন। যদি দেখিতে ইচ্ছা কব, আমার চিন্তা-রহস্যের ভিতর এক ও বহু পাঠ কর, তাহা হইলে নিশ্চয় সন্দেহ ভঞ্জন হইবে। গুণে সংস্কার ইহা যদি ঠিক হয়, আর দেহে গুণ হই৷ যদি ঠিক হয, আব অন্নে দেহ ইহাও যদি ঠিক

হয, তাহা হইলে সংস্কাব এক করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়, ইহা প্রমাণ হইল।

বাপু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, রস এক করিবার আদি হয় ইহা প্রমাণ হইল এবং ইহা জানিতে পারিলে, যদি তুমি জানিতে পারিয়া থাক, তাহা হইলে রস শুদ্ধ হইলে শূন্য হয ইহা প্রমাণ হইল। রহস্য চক্ষুতে দিলে কেন বহু দেখ, এখন জানিতে পারিলে, যদি জানিতে পাবিযা থাক, তাহা হইলে বাক্য যুদ্ধ ছাডিযা, এখন বিহারী মিত্রের পথানুসবণ কব অর্থাৎ কার্য্য যুদ্ধ কব, তাহা হইলে তোমার পিতা যাহা আদেশ কবিযা গিযাছেন, তাহা প্রত্যক্ষ কবিতে পারিবে, যেই দিন প্রত্যক্ষ কবিবে সেই দিন সঙ্গে সঙ্গে মহানন্দ ভোগ করিবে, এবং এই সমস্ত ব্যাপাব তোমাব নিজেব হস্তে নির্ভর করে। এক হও, এক দেখিবে, বহু হও, বহু দেখিবে। বাপু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, এখন তুমি সর্ব্ব কনিষ্ঠ ইহা জানিতে পারিলে, তুমি দুঃখিত হইও না, যখন কাল অনন্ত তোমাব সম্মুখে পডিয়া বহিযাছে। কার্য্য কব, আবাব তুমি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ হইবে। কি কার্য্য কর, বোধ হয়, আব বলিতে হইবে না, কারণ সমস্তই বলা হইযাছে।

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। তবে আমি আসি।

প্রণেতা। এস বাছা, **একের** কৃপায তুমি এক হও।

মায়া।

কোন সময়ে মহামুনি শিষ্য একটি অশীতি বয়স্ক বৃদ্ধকে বাসো-পযোগী দ্রব্য আহরণ কবিতে দেখিয়া প্রথমে মনে মনে হাসিয়া ছিলেন। তাঁহার অন্তবে হাস্যের উপব হাস্য উদয হওযাতে হাস্যের প্রলয উপস্থিত হয, যাহাতে তিনি অন্যের নিকট হাস্যাস্পদ হইয়া ছিলেন। তিনি অন্তবে হাস্যের বেগ সম্বরণ করিতে না পাবায, হাস্য বাহিরে আসিযা মহামুনি শিষ্যেব আননে প্রকাশমান হইল। মহা-মুনি শিষ্য হাস্যাননে আশ্রমে প্রত্যাগমন করিয়া নিত্য কর্ম্মে ব্যাবৃত আছেন, এমন সমযে প্রভু গুরু আসিযা উপস্থিত হইলেন। মহামুনি শিষ্য শশব্যস্ত হইযা সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ কবিযা সসম্ভ্রমে প্রভু গুরুর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং তৎপরে পাদার্ঘ দিযা তাঁহাকে উচ্চাসনে বসাইলেন।

প্রভু গুরু শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন। শিষ্য, তোমার আশ্র-মের সমস্ত মঙ্গল হয, এবং শাবীরিক সুস্থ আছ।

শিষ্য। যথায় প্রভু গুরু উপস্থিত থাকেন, তথায কি অমঙ্গল বিরাজ করিতে পারে, জগতে আপনার অবিদিত কিছুই নাই, তবে আপনি কেন আমায উপহাস করেন, জন্মাবধি অদ্য পর্য্যন্ত আমি

আপনাব সেবায নিযুক্ত আছি, কিন্তু কস্মিন কালে এবম্প্রকার প্রশ্ন আপনাব মুখ বিবর হইতে বাহির হয নাই। হে প্রভো! আপনাব সেবক কি অপবাধ কবিযাছে যে, আপনি অদ্য এইরূপ প্রশ্ন কবিলেন, আমার যদি বোন দোষ হইযা থাকে, আপনি নিজ গুণে অনুগ্রহ কবিযা আমাকে ক্ষমা করুন।

প্রভু গুরু। জগতে সমস্ত বিষয় মল যুক্ত হয। মল ব্যতীত জগতেব অস্তিত্ব নাই, ইহার কাবণ জগৎ নামে অভিহিত হয। যদি নির্ম্মল হইত, তাহা হইলে জগৎ শব্দ বচিত হইত না। যাহা অস্থিব তাহাই জগৎ হয। চাবি দিগে সমস্ততেই অস্থিব বিরাজ কবিতেছে ইহাব কাবণ সমস্ত জাগতিক জন অস্থির হয। আদি হইতে অদ্যাবধি কোন বিষয স্থির নাই, স্বযং আমি অস্থিব হই। পূর্ব্বে কি ছিলাম, অদ্য কি হইলাম এবং ভবিষ্যতে কি হইব, ইহা আমি স্থিব কবিতে অক্ষম হই। স্থিব হইযা স্থিব করিলে স্থির হয। অস্থিব হইযা স্থিব করিলে অস্থিব হয, আব স্থির ও অস্থির ত্যাগ কবিযা কিম্বা উভগ্রহণ করিযা স্থিব হইলে নিত্য হয।

জাগতিক জন আমাকে স্থির কল্পনা করিযাছে, কিন্তু বাস্তবিক আমি অস্থিব হই, কাবণ আমি দেহী বলিযা কথিত হই। যদি জগতে কিছুই স্থির হইত, তাহা হইলে জাগতিকঅস্থিরজন আমাকে স্থির কল্পনা কবিত না। আমাব পূর্ব্বে বহুজন জন্ম গ্রহণ কবিযা গিযাছে, জাগতিকঅস্থিবজন উহাঁদিগকে স্থির কল্পনা করিয়া গিযাছে, আপাততঃ আমি জন্ম গ্রহণ করিযাছি, এবং অস্থিবজাগতিকজন আমাকে স্থির কল্পনা করিতেছে। ভবিষ্যতে

বহুজন জন্মগ্রহণ কবিবেক, এবং অস্থিরজাগতিকজন উহাঁদিগকে স্থিব বলিযা অভিহিত কবিবেক। আমাব অস্তিত্ব থাকিবেক না, আমাব আদব থাবিবেক না, আমাব নাম পর্য্যন্ত কেহ মুখে উচ্চারণ কবিবেক না, কাবণ যদি থাকিবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে আমাব পূর্ব্বেব জনকে বহিত কবিযা আমাকে স্থিব কল্পনা কবিত না। বুদ্ধিমান ও যুক্তিবান জন বর্ত্তমান দেখিযা ভূত ও ভবিষ্যৎ কল্পনা কবে।

পুত্র, তুমি অতি শিশু, তুমি বহস্যেব কিছুই বিদিত নাই, যদি বিদিত থাকিতে তাহা হইলে তুমি এইরূপ অযুক্তিকব বাক্য প্রযোগ কবিতে না, তুমি আমাকে ভক্তিভাবে বলিতে পাব, কাবণ তুমি আমাব প্রধান ভক্ত, কিন্তু অন্যজন আদৌ বলিবে না। যথায দুইমত বিবাজ কবে, তথায অস্থিব প্রকাশ পায, জগতে এমন কোন জন নাই, যাহাকে সর্ব্বজন স্থিব কহে, যদি ইহাই বাস্তবিক প্রমাণ হয, তাহা হইলে জগতে কেহই স্থিব নয। কাহাকে কোটিজন স্থিব করিবে, কাহাকে কোটি কোটি জন স্থির কহিবে, কাহাকে বা দশলক্ষ জন স্থিব কহিবে, কাহাকে বা লক্ষ জন স্থিব কহিবে, কাহাকে বা শত জন স্থিব কহিবে, কাহাকে বা এক জন স্থির কহিবে, কাহাকে বা স্ত্রী স্থিব কহিবে, কিন্তু সর্ব্বজন একজনকে স্থির কহে, এই রূপ বিষয জগতে নাই, যদি থাকিত, তাহা হইলে এত জন পবপব আসিত না, এবং এত প্রকাব ধর্ম্ম পুস্তক জগতে আবির্ভাব হইত না, এবং এত প্রকাব দর্শন জগতে প্রকাশ পাইত না, এবং এত প্রকাব প্রকৃতি বিভ্রাট ও জগতে

লক্ষিত হইত না। দেহী মাত্রই বহু হয়, এবং মায়ার অধীন বহু হয়, যদি এই ঠিক হয়, তাহা হইলে দেহী মাত্রই বহু হয়, যদি দেহী মাত্রই বহু হয়, ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে দেহী **এক** অর্থাৎ স্থির কথিত হইতে পারে না। বহু দেহ বর্ত্তমান রহিয়াছে, বহু দেহ অতীতে ছিল, বহু দেহ ভবিষ্যতে হইবে, তবে যাহা বহু, তাহা **এক** হইতে পারেনা, যদি সমস্ত ব্যষ্টিদেহকে সমষ্টি এক দেহ করা হয়, তাহা হইলে **এক** হইতে পারে, কিন্তু পৃথক পৃথক দেহ এক অর্থাৎ স্থির হইতে পারে না। যদি সমস্ত ব্যষ্টি দেহ, সমষ্টি এক হয়, তাহা হইলে গুরু ও শিষ্য থাকে না, কারণ শিষ্য সমষ্টি একের ভিতর হয়, তবে যাহা বলা হয়, ইহা গুণের দরুন। অন্য জনতে যে গুণ নাই সে গুণ আমাতে থাকিতে পারে, অন্য জন এক করিতে অক্ষম হয়, আমি তাহা করিতে সক্ষম হই, অন্য জন অন্ধের মতন পথ দেখাইতে পারে না, আমি না হয় তাহা পারি, কিন্তু তাহা বলিয়া আমি স্থির নহি, কারণ আমি দেহী। দেহী মাত্রেই ধ্বংশ আছে, অর্থাৎ রূপান্তর আছে, কিন্তু প্রকৃত ধ্বংশ কিছুরই নাই। মায়া যাহা বহু শিক্ষা দিতেছে, এবং সর্ব্বজন মায়ার অধীন হয়, তখন কর্ত্তব্যগুণের আদর বিধেয় হয়। তবে শিষ্য, তোমার হাস্যানন কেন বল দেখি।

শিষ্য। হে প্রভো। আপনি যাহা বলিলেন, ইহা আপনার শোভাপায়, আমার মতন ক্ষুদ্রজনের শোভাপায় না। আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, আপনি আমার সর্ব্বস্বধন নীল রতন হন। আপনি আদিতে ছিলেন, আপনি আপাততঃ রহিয়াছেন,

এবং আপনি ভবিষ্যতে থাকিবেন, অন্য জন আপনাকে এই ভক্তি কবে কিনা তাহা আমি বলিতে পাবিনা, কারণ আমি নিজের সমস্তই নিজে বিদিত নহি। তবে পূর্ব্বেব জনেরা অন্যকে ভক্তি করিত, ইহা বলিতে পাবি। হে প্রভো! আপনি যুগে যুগে আছেন, ইহা আমার গাঢ় বিশ্বাস, ইহাব কারণ আমি বিনা সন্দেহে ও তর্কে বলিতে পাবি আপনিই তিনি, কিন্তু অন্যজন ইহা স্বীকার করেন কিনা তাহা আমার ক্ষমতার বাহির হয়। আপনি আদ্য, আপনি মধ্য, আপনি অন্ত হন, আপনি সয়ম্ভু হন, আপনার অবিদিত চবাচরে কিছুই নাই, তবে আপনি যাহা বলিলেন, ইহা কেবল ভক্তেব পরীক্ষার দরুন আব কিছুই নয়। ভক্ত চিরকাল ভক্ত আছে, আপনি যেমন চিবকাল অবতাব আছেন। আপনি যাহা কবেন, তাহা কেবল ভক্তেব উন্নতিব দরুন, যেমন পিতা পুত্রের উন্নতিব দরুন পুত্রকে পরীক্ষা কবেন। আমাব হাস্যাননের কথা যাহা আপনি জিজ্ঞাসা করিযাছেন, তাহা অনুগ্রহ করিযা শুনুনঃ—

আশ্রমের কথঞ্চিৎ দূরে আমি এক অত্যাশ্চার্য্য ঘটনা দেখিযাছি, যাহা প্রায সর্ব্বজনের হাস্যেব উপযুক্ত বিষয হয, বিশেষতঃ অমার বিবেচনায ইহা অত্যন্ত হাস্যের পদার্থ হয। এক অশীতি বয়স্ক বৃদ্ধ তাহার বাসোপযোগী দ্রব্য আহরণ করিতেছিল, যাহার মৃত্যু অতি সন্নিকট, এমন কি আমার বিবেচনায় অদ্য কিম্বা পরেদ্যুঃ হয। বৃদ্ধের এই বুদ্ধি নাই যে কল্য দেহকে চরম সীমা ভোগ করিতে হইবে, অদ্য আমি বাসোপযোগী দ্রব্য আহরণ করিতেছি, আমার বিবেচনায় যদিও সে বযসে বৃদ্ধ হয, কিন্তু সে বুদ্ধিতে

বাস্তবিক বালক হয, এই ব্যতিক্রমেব দরুন আমি প্রথমে অন্তরে হাসিযাছিলাম, কিন্তু হাস্যেব উপর হাস্য বৃদ্ধি পাওযাতে হাস্য আননে আসিযা প্রকাশ পাইযাছে, কারণ অন্তবের দর্পণ আনন হয। প্রভো। ইহার রহস্য কি আপনি বলিতে পারেন।

গুরু। তুমিই ইহাব দৃষ্টান্ত হও। পরের চক্ষুতে একটি তৃণ দেখিযা সকলেই হাস্য কবে, কিন্তু নিজের চক্ষুতে যে মহার্জ্জুন বৃক্ষ বহিযাছে, তাহা কেহ দেখিতে পায না। তোমায় কত কথা বলিলাম, তুমি ভক্তিতে শেষ কবিযা দিলে, বিশেষ কিছু বলিলে না। বৃদ্ধ নিত্যেব দাস হয, ইহার কাবণ বৃদ্ধ বাসোপযোগী তৃণ আহরণ করিতেছি, বৃদ্ধ বিবেচনা কবে না যে, আমি মৃত্যু মুখে পতিত হইব, যদি বিবেচনা কবিত তাহা হইলে অনিত্য মৃত্যুর আরাধনা কবিত, নিত্যেব আবাধনা করিত না। বৃদ্ধ স্বভাব সিদ্ধ জ্ঞানে জ্ঞান লাভ করিযাছে, ভাষা শিক্ষা কবিয়া অন্য জনের সহিত কি কবিযা তর্ক বিতর্ক নিযম ব্যবহাব কবিতে হয, তাহা বৃদ্ধ শিক্ষা করে নাই। জগতে মূর্খ কেহই নাই, সকলেই সমান হয, তবে ভাষা ও সমাজ ব্যবহাব শিক্ষা বেশী ও কম লক্ষিত হয়।

ভাষা নিযমে বদ্ধ হয, সমাজ ব্যবহাব নিয়মে বদ্ধ হয, ইহাব কাবণ যে জনতে ব্যতিক্রম লক্ষিত হয, সে জনকে মূর্খ কহে। মূর্খ বলিযা একটি স্বতন্ত্র বস্তু নাই, ভাষা সংস্কাব ও সমাজ সংস্কাব যে জনতে অভাব লক্ষিত হয়, সে জনতেও মূর্খ শব্দ আবোপ কবিতে পাব, কিন্তু আবার যদি পবে সে জন ভাষাজ্ঞ কিম্বা সামাজিকজ্ঞ হয়, আব মূর্খ শব্দ তাহাতে আরোপ কবা যাইতে পারে না, বরং

বিদ্যান শব্দ তাহাতে আরোপ কবিতে হয়। ধনী বলিযা একটি মানব নাই, এবং নির্ধন ব্যক্তি বলিযাও মানব নাই, তবে যে ধন আহবণ কবিতে পারিল সে ধনী বলিযা কথিত হইল, আর যে ধন নষ্ট করিতে থাকিল সে নির্ধন ব্যক্তি হইল, ধনী নির্ধন ব্যক্তি হয, নির্ধন ব্যক্তি ধনী হয, দেহ দুই হইল না, উভয শব্দে এক রহিল, কিন্তু এক দেহে দুই প্রকার অবস্থাতে দুই প্রকাব শব্দ প্রযোগ কবা হইল। গুণ ভেদে শব্দ প্রযোগ করা হয, বাস্তবিক সকলেই নির্গুণ, নিবাকার, অনন্ত ও নিত্য হয। প্রকৃতি বিভ্রাট ইহার মূল হয, বস ইহার ডালপালা হয, সংস্কার ইহার ফল হয়। তুমি সংস্কার গুণে হাস্য কবিযাছ, বস গুণে তোমার দেহ বর্ত্তমান বহিযাছে, প্রকৃতি বিভ্রাটে তুমি মহামুনি সাব্যস্ত কবিযাছ। শিষ্য, যদি তুমি নিত্য হইতে তাহা হইলে হাস্য কবিতে না, নিত্য চিরকাল নিত্য আছে, যাহা নিত্য তাহাই নির্গুণ, নিবাকার, অনন্ত হয়।

দেহ হইলেই আকাব অর্থাৎ সৎ হইল, আকার হইলেই গুণ হইল, গুণ হইলেই অন্ত হইল, অতএব যাহাবা দেহী তাহারা নির্গুণ, নিরাকার ও অনন্ত হইতে পারে না। ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে যে ব্যষ্টি সংস্কাব বদ্ধ হয, কিন্তু সমষ্টি হয না, যদি হইত তাহা হইলে যাহা সমষ্টি অর্থাৎ এক তাহা নির্গুণ, নিবাকাব, অনন্ত ও নিত্য বলিযা কথিত হইত না। দেহী মাত্রই মাযাতে বদ্ধ হয়, দেখ শিষ্য, তোমার এই আশ্রমে কত প্রকাব তপস্যাচরণের ব্যক্তি আছে, কিন্তু যাহাবা এই কার্য্য কবে না, কিন্তু সংস্কার

আছে যে এই কার্য্যে মায়া হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, তাহারা বলিবে যখন এই সব ব্যক্তি দেহ ত্যাগ করিবে, যে উহারা মায়াকে উত্তীর্ণ করিয়া গিয়াছে, কারণ তাহাদের সংস্কার হয় যে, কাহার উপর মমতা না থাকিলেই বনে গমন করে, আর তথায় তপস্যা করিলেই মায়া হইতে পরিত্রাণ পায়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। যে সমস্ত ব্যক্তির গাত্রের উপর উঁয়ের ঢিপি হইয়াছে, এবং যাহাদিগের বাহ্যিক জ্ঞান শূন্য হইয়াছে, তাহারা ও মায়াতে বদ্ধ আছে। দেহ যাইবে কোথায়, যেখানকার দেহ সেই খানে থাকিবে, পঞ্চভূতের দেহ পঞ্চভূতে থাকিবে। পঞ্চভূতে জীব হয়, আবার জীব আহারে জীব হয়, তবে মায়া ছাড়িল কি করিয়া। অনেকে সংস্কার গুণে বলিবে, দেহ যাহার দ্বারা চালিত হয়, তাহারই লোপ হইল। দেহ যাহার দ্বারা চালিত হয়, তাহার লোপ মৃত্যুদেহ মাত্রই লক্ষিত হয়, যদি লোপ না হইত তাহা হইলে দেহ মৃত্যু অর্থাৎ রূপান্তর অবস্থা প্রাপ্ত হইত না, কিন্তু লোপ কি করিয়া হইল, যখন জীব বর্ত্তমান রহিল। বীজে ফল কি ফলে বীজ, দেহে শক্তি কি শক্তিতে দেহ, যেমন মায়ার খাতিরে অদ্যাবধি কেহই ঠিক করিতে পারিল না, তেমনি মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইতে অদ্যাবধি কেহই তপস্যাচরণ করিয়া সংস্কার বলে পারিল না, কিন্তু যদি সমস্ত নিত্য কর তাহা হইলে ঠিক হয়, আর যদি এইটি অনিত্য, ঐটি নিত্য কর তাহা হইলে ঠিক হইল না। যদবধি তুমি আকারান্বিত হইয়াছ, তদবধি তুমি হিতাহিতের তর্ক সমুদ্রে অব-গাহন করিয়াছ, এবং পুরুষকার তরণীর আশ্রয় লইয়া ও ভক্তিকে

কর্ণধার করিয়া সমুদ্র পার হইবার চেষ্টা করিতেছ, কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখনও বিষয়ের সন্দেহ যুদ্ধে সগুণ ক্ষেত্রে লীলা করিতেছ।

শিষ্য, আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, জগতে স্থির কিছুই নাই। তুমি ভাল রূপ বুঝিতে পার নাই ইহার কারণ বিশেষ কিছুই বল নাই, তুমি এক ভক্তিগুণে ঠিক করিয়াছ। তোমার মতন মহাজ্ঞানীর এইটুকু হইয়াছে, ইহাও যথেষ্ট আনন্দের বিষয় হয়, কিন্তু ইহাতেও সংস্কার বিরাজ করিতেছে। সংস্কার বিহীন না হইলে নিরাকার হয় না, সংস্কারই আকার হয়। আমি আছি এই সস্কার যতদিন থাকিবেক, ততদিন অহং এইটিও থাকিবেক, অহং থাকিলেই আকার রহিল, আকার থাকিলেই মায়াতে বদ্ধ রহিল। স্বাভাবিক নিয়মের নাম মায়া হয়, ইহার কারণ সংস্কার বলে মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারা যায় না, যদি যায় এক নিত্যতে যাইতে পারে। নিত্য আনিলে দ্বি রহিল না, সমস্তই এক হইল, এবং দেহের যাহা কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহাই বিধি মতে চলিল ফলতঃ কর্ত্তব্য কর্ম্ম দেহমাত্রেই আবশ্যকনীয় হইল। মন স্থির হয়, আবার মন অস্থির হয়, ইহার কারণ নিরাকার ও আকার নিজের হস্তে ন্যস্ত হয়। যদি মনেকর নিরাকার, নিরাকার আসিল, এবং সংস্কার লোপ হইল। যদি মনেকর আকার, আকার হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে সংস্কার আসিল, যেমনি সংস্কার আসিল অমনি একের পর এক সংস্কার যোগ হইতে লাগিল, যোগে যোগে প্রত্যক্ষ জগৎ আসিল, যেমনি আসিল, অমনি কুম্ভকারের চক্রের মতন ঘুরিতে লাগিল। পুরুষকারের দ্বারা ঘুরিতে ঘুরিতে যখন সংস্কার বিহীন হইল, আবার

অমনি জগৎ শব্দ বহিত হইল, এবং অখণ্ড গোলাকাব সমস্ত নিত্য হইল। নিত্য হইলে আপন ও অপব রহিল না, সমস্তই আপন হইল অর্থাৎ আপ্তবৎ চবাচব হইল।

ইহা কিম্বদন্তী আছে যে অমবেবা স্বর্গে বাস কবে, যদি ইহা ঠিক হইত তাহা হইলে অমবেবা দোষ করিলে স্বর্গচ্যুত হইযা মর্ত্তে আসিযা মৃত্যু মুখে পতিত হইত না, আবাব মর্ত্তবাসীবা গুণ আহবণ কবিতে পাবিলে মর্ত্ত ত্যাগ কবিযা স্বর্গে যাইযা অমব হইযা তথায বাস কবিতে পারিত না, ফলতঃ স্বর্গ ও মর্ত্ত মন শান্তি আব মন অশান্তি ব্যতীত আব কিছুই নয। গুণে স্বর্গ হয আব দোষে মর্ত্ত হয। শিষ্য, ইহা কিছুই নয খালি সংস্কাব হয, যতক্ষণ সংস্কাব থাকিবেক, ততক্ষণ গুণেব ও দোষেব ফল ভোগ কবিতে হইবেক। মহাজ্ঞানী ও মূর্খ হইতে হইবেক, এবং মহামূর্খ ও মহাজ্ঞানী হইতে হইবেক, কাবণ আদ্যাশক্তি ভগবতাব মাযাতে জগৎ মুগ্ধ হয।

ভগবতী আব কিছুই নয মাযা, মাযা আব কিছুই নয সংস্কাব, সংস্কাব আব কিছুই নয নিযম, নিযম আব কিছুই নয আকাব, আকাব আব কিছুই নয সৎ, সৎ আব কিছুই নয অসৎ, অসৎ অর্থাৎ নিবাকাব, স্থিব, নিত্য, অনন্ত। আবাব অসৎ আব কিছুই নয সৎ, সৎ আব কিছুই নয আকাব, আকাব আব কিছুই নয নিযম, নিযম আব কিছুই নয সংস্কাব, সংস্কাব আব কিছুই নয মাযা, মাযা আব কিছুই নয ভগবতী। ঐশ্বর্য্যবতী যিনি, তিনিই ভগবতী হন। অন্ন বিহনে ঐশ্বর্য্য বিহীন হয, অতএব ভগবতী ও রসবতী এক হয। স্থূল ও সূক্ষ্ম পবেব পব দেখিলে সমস্তই এক

ইহা প্রতীয়মান হয, স্থূলের ও সূক্ষ্মের মধ্যে যাহা তাহাই সংস্কার বলিযা কথিত হয, ইহা দেখিতে ইচ্ছা কর কথোপকথন-রহস্যের কদম্ব ফুলের গল্প পড। এই সংস্কার লইযা যত বিভ্রাট হয, এবং এই সংস্কারে জগৎ রচিত হইযাছে, এবং সমস্ত জাগতিক ব্যাপার এই সংস্কারে বদ্ধমূল আছে। মাযায কি অদ্ভুত ক্ষমতা, ইহাও তিনি নিত্য করিযাছেন। শিষ্য, তোমায একটি গল্প বলি শুনঃ—

কোন সমযে ভগবতী ও মৃত্যুতে বাকবিতণ্ডা হয, মৃত্যু নিজ দর্প স্থাপন করিবার জন্য ভগবতীকে কহে, দেখুন ভগবতি! আপনি বৃথা আস্পর্দ্ধা করিবেন না, আমি মনে করিলে এক মুহূর্ত্তে আপনার সমস্ত ঐশ্বর্য্য ধ্বংশ করিযা ফেলিতে পারি। আমার নাম মৃত্যু হয, আমি যম কিঙ্কর হই, আমায ভয না করে এমন ব্যক্তি চরাচরে নাই, আপনার ক্ষমতা থাকে আপনি রক্ষা করুন।

ভগবতী আনন্দিত হইযা আনন্দ বিকশিত হাস্যাস্যে বলিলেন। অহে মৃত্যু তুমি অতি শিশু, তোমার সহিত বাক্যালাপ আমার শোভা পায না, কারণ তুমি অহংকারে মত্ত হইযা লঘু গুরু জ্ঞান বঞ্চিত হইযাছ। তোমার কর্ত্তা যম আমার দাস হয, তুমি আবার যমের দাস, অতএব তুমি আমার পৌত্র হও, আর আমি তোমার ঠাকুর মা হই। দাদা মৃত্যু, যদি আমি না থাকিতাম, তাহা হইলে তোমার অস্তিত্ব থাকিত না, সে যাহা হউক, অদ্য হইতে সমস্ত নিত্য হইল, এবং ধ্বংশের অধীন কোন বিষয রহিল না।

মৃত্যু। ভগবতি। আপনি যাহা বলিলেন, উহা প্রলাপবাক্য ব্যতীত আর কিছুই নয, আপনি বলিতে পারেন কারণ আপনি

বৃদ্ধা, আমি শিশু ইহা সত্য, কিন্তু শিশু হইতেই বৃদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয, আপনি কাল সহকারে আমাব বদনে গ্রাসিত হইবেন। অদ্য হইতে আপনাব সমস্ত ঐশ্বর্য্য আমার করাল কবলে কবলিত হইবেক।

ভগবতী। তুমি যাহা বলিলে উহা ক্ষনিকের জন্য সত্য হয, জীব কবাল কাল কবলে কবলিত হইলে ধ্বংশ হয না, তবে ক্ষনিকের জন্য অপ্রত্যক্ষ রূপে রূপান্তরিত হয। তুমি আব জমা ও খবচ ঠিক করিযা নিত্য কব। তুমি যত গ্রাস কবিতেছ, তত ভূত উৎপাদন হইতেছে। ভূত অন্ন হয়, অন্ন ব্যবহাবে জীব সজীব হয, সজীব হইলেই আমি পুনবায প্রসব কবি। তুমি যত ক্ষয কবিবে, আমি অন্ন ভক্ষণ কবিযা প্রসবিনী হইযা তত প্রসব করিব। দাদা মৃত্যু, তুমি শিশু কিছুই জান না, বাল্যাববি যে সংস্কাবে সংস্কৃত হইযাছ, তাহাই সত্য বলিযা বিদিত আছ, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয। দশপিণ্ড দশ দিন দিযা দশেন্দ্রিযেব জন্ম হয। এক বৎসব ভূত প্রেত অবস্থাতে থাকে, অর্থাৎ পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয না, এক বৎসর অন্তে বিকশিত হয। যদি ইহাকে ধ্বংশ বল, তুমি শিশু, বল তাহাতে কোন ক্ষতি নাই।

মৃত্যু। আপনি যাহাই বলুন, আমাব মুখ নিঃসৃত বাক্য আমি বিধিমতে প্রতিপালন কবিব।

ভগবতী। কব। কোন কালে নিঃশেষ কবিতে পাবিবেক না, তবে কিঞ্চিৎক্ষণেব দরুন রূপান্তব কবিযা বিশেষ কবিতে পার। বিশেষ কবিলেই বিশেষ বিশিষ্ট হইল, বিশেয বিশিষ্ট হই-

লেই আকার হইল, আকার হইলেই ভূত হইল, ভূত হইলেই অন্ন হইল, অন্ন হইলেই আহার চলিল, আহার চলিলেই রতিক্রিয়া চলিল, রতিক্রিয়া চলিলেই গর্ভ হইল, গর্ভ হইলেই গর্ভিনী পুনঃ রায় প্রসব করিল। যদি তুমি গ্রাস না করিতে আর আমি না প্রসব করিতাম, তাহা হইলে হিসাব ফাজিল হইয়া পড়িত। তোমাকে হিসাব রাখিবার তত্বাবধারক নিযুক্ত করা হইয়াছে। সংজত অপ্রকাশিত বীজে আর অসংজত প্রকাশিত বীজে জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছে, এবং একটি এসরেণুর স্থান বেশী নাই। জমা ও খরচ ঠিক রাখিবার দরুন জন্ম ও মৃত্যু হইয়াছে, জন্ম ও মৃত্যু নিত্য পদার্থ হয। জগৎ চিরকাল ছিল, আছে ও চিরকাল থাকিবেক। রূপান্তর হওয়া যাহাকে তুমি শেষ বল, সেও আমার মহিমা ইহাও নিশ্চয় জানিবে, কারণ আমি অবিদ্যা বলিয়া কথিত হই। আমি জগদ্ধাত্রী, জগৎ প্রসবিনী, আমি সংসার স্থিতিকারিণী, এবং আমি জগৎ বিনাশিনী।

আমি তোমায় এই বিনাশের অর্থাৎ রূপান্তরের কার্য্যে নিযোজিত করিয়াছি, এবং সঙ্গে সঙ্গে অহংকার দিয়াছি যাহাতে তুমি বিশেষ হইয়া বিশেষ মনোযোগের সহিত অর্পিত কার্য্য নিষ্পন্ন কর। মায়া হয কায়া, ইহার কারণ জগৎ বলিয়া কথিত হয। কায়া হইলেই আকার হয়, আকার হইলেই গমনশীল হয, যাহা গমনশীল তাহাই জগৎ বলিয়া কথিত হয়। জন্ম ও মৃত্যু গমনশীল বিষয হয়, যাহা গমনশীল তাহাই রূপান্তর হয, এবং যাহা রূপান্তর তাহাই গমন শীল হয। যাহা গমনশীল তাহাই সৎ হয়, যাহা সৎ তাহাই অসৎ হয, অর্থাৎ নিত্য হয। যাহা আবহমান-ক্রমাগত-চির-

কাল চলিয়া আসিতেছে, তাহাই নিত্য হয়। জগৎ চিরকাল আছে, তৎকারণ জগতের বিষয় চিরকাল আছে, তবে কোন সময় অবস্থা গুণে ব্যক্ত ও অব্যক্ত হয়। বিহারী মিত্র চিরকাল নাই, কিন্তু বিহারী মিত্রের বীজ চিরকাল আছে, কোন সময় প্রকাশ্য ভাবে, কোন সময় অপ্রকাশ্য ভাবে আছে। যখন প্রকাশ্যভাবে রহিল, তখন বিহারী মিত্র সর্ব্ব সাধারণের নিকট প্রকাশ্যভাবে প্রকাশ পাইল, আর যখন অপ্রকাশ্য ভাবে রহিল তখন সর্ব্ব সাধারণের নিকট হইতে অপ্রকাশ্য হইল। বীজের সংজ্ঞত ও অসংজ্ঞত অবস্থা ব্যতীত আর কিছুই নয়। চন্দ্র ও সূর্য্য চর্ব্বিশ ঘণ্টা জাগতিক জনকে শিক্ষা দিতেছে। দাদা মৃত্যু, জাগতিকজনকে তুমি কি প্রকার ধ্বংশ কর তাহা এখন জানিতে পারিলে।

মৃত্যু। ভগবতি। আপনা হইতে অদ্য চৈতন্য লাভ করিলাম, আমি জাগতিকজনকে আর কষ্ট স্বীকার করিয়া গ্রাস করিব না, যখন আমার মুখের গ্রাস বৃথা হয়। আমার দর্প ছিল যে, আমি জাগতিকজনকে গ্রাস করিয়া উদরসাৎ করিতেছি, কিন্তু আমি যে পুনঃরায় নূতন ভূত উৎপাদন করিতেছি, তাহা আমি বিদিত ছিলাম না। এখন আপনার নিকট হইতে জানিলাম ধ্বংশ করা আর না করা উভয়ই সমান হয়, কারণ এক দ্বার হইতে প্রবেশ করিতেছে, আবার অপর দ্বার হইতে পুনঃরায় বাহির হইতেছে, আমার কষ্ট ব্যতীত আর কিছুই লভ্য নাই, তবে কেন বৃথা চেষ্টা করি। আমার দর্প ছিল যে আমি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ হই, কারণ আমার করাল কবলে জাগতিকজন কবলিত হয়, কিন্তু ইহা মহা-

ভ্রম ছিল, এখন বিশেষ রূপে জানিতে পারিলাম। অদ্য হইতে আর দর্প করিব না, আর জাগতিকজনকে গ্রাস করিব না, জাগতিক জন আর আমি এক ইহা জানিব।

অমনি ভগবতী উলাঙ্গিনী হইযা তমসাচ্ছন্ন করিযা ফেলিলেন। অহো কি আশ্চর্য্য মোহিনী শক্তি হয়, কোথায আলোক প্রস্ফুটিত হইযা চারিদিক আলোকময হইবে, না হঠাৎ গাঢ়তম অন্ধকার আসিযা আলোক লোপ করিল। নির্ম্মলা মলাযুক্ত হইল, ভগবতী মোহিনী বেশ ধারণ করিযা মৃত্যুকে পুনরায আবার মুগ্ধ করিলেন। অহং ছুটিল, গুণ আবির্ভাব হইল, দর্প বাড়িল, পুরুষকার চলিল, মৃত্যু পুনঃবায দর্পসহিত স্বকার্য্য সাধন করিতে লাগিল। অদ্যাবধি চলিতেছে এবং চিরকাল চলিবেক। শিষ্য, তুমি কোথায অশীতি বযস্ক বৃদ্ধকে বাসোপযোগী দ্রব্য আহরণ করিতে দেখিযাছ, আমি দেখিতে ইচ্ছা করি, তুমি দেখাইতে পার।

শিষ্য। আপনি আমার সঙ্গে আসুন, বোধ হয দেখিতে পাইবেন। গুরু ও শিষ্য উভযে আশ্রম হইতে বাহির হইলেন, কথঞ্চিৎ দূরে যাইযা গুরু শিষ্যকে বলিলেন, আমি পথ কষ্টতে অত্যন্ত তৃষ্ণাতুর হইয়াছি, তুমি শীঘ্র জল আনযন কর।

শিষ্য ইহা শ্রবণগোচর করিবামাত্র তথা হইতে দ্রুতপদে জল অন্বেষণে অন্যত্র চলিল। কিছু দূর যাইতে না যাইতে এক অভূত পূর্ব্ব দৃশ্য দেখিল।

চারিভিতে তরুরাজি সুরোপিত, নানা বর্ণে রঞ্জিত, মৃদু মৃদু পবন ভরে নব পল্লব হেলিত, দুলিত, তৎকারণ পরস্পরে আলাপিত

বস্তুতঃ সুশোভিত। গুনগুনকারী অৰ্দ্ধ মস্তকাববনীইব বৃক্ষো-পবি স্থাপিত, এবং নিজ ফুব ফুব্ গুণে অবিবত ফুরিত, ফলতঃ গুনগুনকাবী গুন গুন রবে অনবরত গুঞ্জিত। নবপল্লব চূত ইব মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত, নেহি, নেহি, নেহি, অদ্য চতুর্থ দিবস মৃদু মৃদু পবন ভরে ইহাই বারম্বার জল্পিত। যাতি, যুতি, যুনি, সেফালিকা ধপ্ ধপে অধঃ বস্ত্রইব চারিভিতে বেষ্টিত। বৌ কথা কও, চোক্ গেল, খোকা হউক, কাট ঠোক্‌রা, শ্যামা, ফিঙে মধ্যে মধ্যে পবপর রবে তন্মধ্যে রবিত, ফলতঃ ঝঙ্কাবিত। স্তবকে স্তবকে স্তবকিনী হয ঝুলিত। কাশ, ঘাস, নির্য্যাস হইল লক্ষিত, গোলঞ্চে ডাল পালা তথায হয বেষ্টিত। পবগাছা আহা বাছা শূন্যে বামধেনুক বঙ্গে খ পুষ্পইব হয় বিকশিত, এবং পবন ভরে মৃনাল উপব মৃনালিনী ইব দুল্ দুলে হয দুলিত। পুরতঃ আগ-ন্তুক হইল মোহিত, তৎকারণ ক্ষণইব হইল আকর্ষিত, ফলতঃ মাযা কাননে মনোহারিনী দৃশ্যের দ্বারা হইল প্রবেশিত।

উলাঙ্গ শেতাঙ্গিনীরা আগন্তুককে কাননে প্রবেশ করিতে দেখিযা নিজ মর্য্যাদা বক্ষা হেতু দ্রুতপদে ধাবা ধাবি করিযা আপন আপন সুবিধাযোগে বৃক্ষান্তবালে নিজ মর্য্যাদা বক্ষা কবিল, এবং উহারা তথা হইতে আগন্তুকেব উপর গুপ্ত দৃষ্টি হানিযা দেশ মোল্লার রাগে আগন্তুকের সহিত আলাপ কবিল।

হে পান্থ!

তোমার কুল শীল চ আমরা হই অজ্ঞাত,

এই কানন তোমার কারণ হয বচিত,
তোমাব অভ্যর্থনার্থে বহিযাছি উপস্থিত।
তব আগমন আমাব হয় অভিলষিত,
যখন তব আশাতে বহিযাছি আশ্বাসিত।
অদূবে জলাশয হইতেছে স্পষ্ট লক্ষিত,
শীঘ্র জল আনযন কুত্বা হও আনন্দিত। •
তোমাব কুল শীল চ আমবা হই অজ্ঞাত,
হে পান্থ!

আগন্তুক। অহো! কি অশ্রুত পূর্ব্ব স্বব হইল উত্থিত।

আগন্তুক স্তম্ভিত হইল। আগন্তুকেব অন্বেষিত দৃষ্টি চারিভিতে তৎক্ষণাৎ নিক্ষেপিত হইল, কিন্তু কোথাও কিছু দৃষ্টিগোচর হইল না, তখন আগন্তুক ভাবিল:—

কি আশ্চর্য্য!
রস রাগে বঞ্জিত, বামা স্ববে মিলিত,
শব্দ বনে উত্থিত, দৃষ্টিতে ন লক্ষিত।
কি আশ্চর্য্য!

অমনি শব্দ হইল পুনঃ উত্থিত।

রুনু রুনু রবিত,
ঝম ঝম ঝমিত,
ঝন ঝন ঝনিত,
ক্বন ক্বন ক্বনিত,

তাল তালে তাড়িত,
লয লয়ে লগিত,
মোহ মোহে মোহিত,
শব্দ শব্দে শব্দিত।

আগন্তুক প্রায হতভ্রম হইয়া পড়িল, আগন্তুকেব এখনও এইটি স্মবণ আছে যে, গুরু আমাকে জল অন্বেষণ কবিতে পাঠাইয়াছেন, কাবণ গুরু অত্যন্ত তৃষ্ণাতুব হইয়াছেন, আব বৃথা সময নষ্ট কবা আমার মত মহাজ্ঞানীব উচিৎ হয না, এই স্থিব কবিযা আগন্তুক জল আহবণ কবিতে জলাশযাভিমুখে গমন করিল।

চতুষ্কোণ খাত জলাধারেব চাবিদিগে সাতটি নিজ মর্যাদা বক্ষা হেতু আকুঞ্চিত শ্বেত প্রস্তব মূর্ত্তি সজ্জিত হয। জলাধাবেব প্রাচীবোপবি তিনটি সুন্দবী ফিন ফিনে আদ্র সূত্র বস্ত্রে আবৃত হইযা মল্লাববাগ আলাপে নিযোজিত এবং উহাদিগেব শবীবেব আবভাব অর্দ্ধ বস্ত্রোপবি উন্মীলিত, অর্দ্ধ অন্তবে নিমীলিত হয। নানা বর্ণেব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য নির্ম্মল জল মধ্যে ক্রীড়াযুক্ত এবং তন্মধ্য হইতে ফোযাবা সবেগে তিনটি সুন্দবীব উপব জল উদ্গীবণ কবাতে সুন্দবীদিগেব আবভাবেব কিছুই ব্যতিক্রম না হইযা ববং বর্দ্ধিত হইতেছে।

আগন্তুক জলাধাব দেখিযা অত্যন্ত আনন্দ অনুভব কবিযা বলিল। কি অদ্ভুত আবভাব, বাগ, আলাপ, ফোযাবা হইতে জল উদ্গীবণ। জগতেব কোথায কি এই বকম আছে, তাহা কেহই

পূর্ণ বিদিত নয। আমার অন্তব আনন্দোচ্ছাসে উচ্ছাসিত হইযাছে, কি সুন্দব মূর্ত্তি।

সুন্দবী বলিল, অহে যুবক।

জল অন্বেষণে প্রেষিত, কি কাবণ ন নীব নীত ?

অকস্মাৎ প্রকাশিত দৃশ্য হইল অপ্রকাশিত, এবং তত্র অলক্ষিত শব্দ হইল পুনঃ উত্থিত।

আগন্তুক শীঘ্র অগ্রসব হও, আগন্তুক শীঘ্র অগ্রসব হও, আগন্তুক শীঘ্র অগ্রসব হও।

আগন্তুক কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ প্রায হইযা সেই স্থান হইতে অবসাবিত হইযা যৎকিঞ্চিৎদূবে যাইতে না যাইতে এক বনমধ্যস্থ-মাঠ দর্শন কবিল।

আহা কি পবিষ্কাব দৃশ্য। নব দুর্ব্বাদল শ্যাম আস্তবণইব বিস্তাবিত, ন বিবর্ণ লক্ষিত, একবর্ণ সব্বত্র বিবাজিত। বনমধ্যস্থ মাঠকর্ত্তনযন্ত্র সমস্ত দুর্ব্বাদলে পূর্ণ বিকশিত। উচ্চানুচ্চ ভূমি মৃদু মৃদু পবন ভবে হিল্লোলিত হিল্লোলইব লক্ষিত এবং তন্নিম্নেনিম্নগা তত্র নিস্তব্ধ রূপে হয বাহিত। বাল ববি পশ্চিম গগনে পুনঃ হইল প্রকাশিত, দেব আলোক হইল উত্থিত। যুব যুব জলকনা কাচেব ফোযাবাতে ফুবিত, নানা বর্ণেব অতি ক্ষুদ্র হংস অর্দ্ধস্ফুট স্ববে তন্নিম্নে ববিত, জলজ সংকীর্ণ জল মধ্যে কৃষ্ণপ্রস্তবোপবি শোভিত, নিস্তেজ রক্তবর্ণ ববিকিবণ জলে কাচে তত্র নানা বর্ণে হয প্রতিবিম্বিত। কামিনী কামিনীকুঞ্জে বহিযাছে প্রস্ফুটিত; কামবেত্ত্যাপরি অতি সূক্ষ্ম লোমবাজি অস্পষ্ট রূপে হয প্রকাশিত, ত্রিবলি

অঙ্কে স্পষ্ট হয অঙ্কিত। মৃনালসূত্রনমধ্যেপ্রবেশিতমলযগিবিবৃন্ত, নিজ গুণে ঈষৎ দুলিত, ভ্রূদ্বয মদনবানইব অঙ্কিত, কেশপুঞ্জগুচ্ছ ফুব ফুবে ঘুরিত। কৃষ্ণাঙ্ক চন্দ্রাঙ্কইব অঙ্গে অঙ্কিত, অপিচ বহুল গুণ বাশি হেতু লজ্জিত অঙ্ক আনন্দ সাগবে হয নিমর্জ্জিত। ববাভি লষিতা কপিশাঞ্জনী কপিশী হস্তে পুষ্পালঙ্কাবে হইযাছে অলঙ্কৃত, বাদ্যযন্ত্র নির্দ্দিষ্ট স্থানে হয লগিত, সংক্ষেপ বিক্ষেপ, আকুঞ্চণ প্রসাবণ, আকর্ষণ বিকর্ষণ, বঙ্গিমাভঙ্গিমা ক্ষণকইব একত্রিতে অতি দ্রুতে হইতেছে সম্পাদিত, ফলতঃ আমোদিনীরা পূর্ণ আমোদে তত্র হয আমোদিত।

হঠাৎ বনমধ্যস্থমাঠ বিদ্যুৎ আলোকে হইল আলোকিত, এবং ক্ষণইব পূর্ব্বেক্ষণ হইল লুক্কাযিত। মূর্ত্তিমতী বেহাগ বাগিনী হইল উপস্থিত, আগন্তুকেব মূর্ত্তি চিত্রপটইব হইল লক্ষিত, বাক্য ন যুবিত, স্পন্দন শক্তি ন স্পষ্ট লক্ষিত, গাত্র লোম হইল লোমাঞ্চিত, ফলতঃ আগন্তুকেব বক্ষঃ অক্রু জলে হইল ভাসিত।

সোহাগিনীবা সোহাগ বাগিনীতে আগন্তুককে কবিল বেষ্টিত। কুটিলা দৃষ্টি কুটিলাইব তদ্দিকে হইল ছুবিত, পুষ্পবান তালে লযে ঝাকে ঝাকে হইল তদুপবি পতিত। পান করুন, পান করুন, পঞ্চ স্ববে হইল উচ্চাবিত। তিন পিযালা সঞ্জীবনী পানে আগন্তুকেব বক্ত হইল সঞ্চাবিত, আগন্তুক নিজগুণে মেলতাব মুখে উহাদিগেব সঙ্গে স্ববে, তালে ও লযে হইল যোজিত, পর পব অপাব আনন্দ হইল উথলিত।

এই বার চাবি পার্শে বসন্ত হইল প্রবাহিত। কুহু কুহু কুহুকিনী

প্রলয রূপিনী সংসাব স্থিতিকাবিনী পূর্ণভাবে হইল প্রকাশিত। আগন্তুক উহাদিগেব আবভাবেব তাপে হইল গলিত ফলতঃ কব কবলে হইল কবলিত। আহামবি মহাজ্ঞানী বাছা তামসে হইল আবৃত। ব্যঙ্গোব্যঙ্গি, হুডাহুডি, টানাটানি, ধবাধবি, লুকাচুবি পূর্ণ মাত্রাতে তত্র হইল বাহিত।

তন্মধ্যে একটি কামিনী, কামভাবে ব্যাকুলিত ও অবিদ্যাগুণে রূপান্তবিত যুবকেব দ্বারা আক্রান্ত হইল।

অন্য সুন্দবী কহিল। ওকি, ওকি, ওকি, ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ। তুমি একজন অজ্ঞাত কুলশীল ব্যক্তি হইযা, ভদ্র কামিনীব উপর বিনা সম্মতিতে অভদ্র আচবণ কবিতে প্রস্তুত হইযাছ। আমাদেব দেশে বিনা সম্মতিতে আপনাব স্ত্রীব চিবুকে চুম্বন কবিলে জরিবানা দিতে হয, যদি কানন বক্ষকিনী তোমাব অভদ্রাচবণ দেখিতে পান, তাহা হইলে তোমাব জীবন সংশয় হয। যদি বাসনা কব, তাহা হইলে উহার সহিত বাস কব, বাস না কবিলে বাসনা পূর্ণ হয না। তুমি স্বীকাব কব যে, আমাদেব আমোদিনীকে বিশিস্ট রূপে বহন করিবে, আব উহাব কোন কার্য্যেব উপব তুমি কোন প্রকার কর্তৃত্ব কবিবেনা, আব তোমাব সন্তান সন্ততিকে প্রতিপালন কবিবে, কাবণ আমাদের দেশে মানিকতলাব শাডেব ব্যবস্থা নাই।

আগন্তুক। আপনি যাহা বলিলেন, আমি তাহাতেই স্বীকৃত আছি। এতদিন আমি অর্দ্ধ ছিলাম, অদ্য আপনি অনুমতি প্রদান করিলেই পূর্ণ হই। আপনি অনুমতি প্রদান করুন, আপনি অনুগ্রহ

কবিয়া আব বাক্য ব্যয করিবেন না, শীঘ্র করুন, কাম কম্পনে. ' দেহ বিদেহ হইবার সম্ভাবনা।

কামিনীগণ।

আজি কি উপজিল আনন্দের বজনী,
মাযা গুণে আহা কাম হইল কামিনী।
একে একে পাকে পাকে বেড়িল সজনী,
আজি কি উপজিল আনন্দের রজনী ॥

আহা বাছা অজ্ঞানী কোথা বাস না জানি,
কুল শী ন জাত কিছুই শুনি না শুনি,
মাযাবিনী আদ্যাশক্তি হি মুগ্ধ কারিনী,
সংসাব সাবাসাবেব দর্প বিনাশিনী,
কোথা ছিলে কোথা এলে কোথা যাবে মবি,
মাযা ঘূর্নীপাকে খালি হয ঘূবা ঘুবি,
এস বাছা বাঁধি হাতে বাসনার দড়ি
কিনে নিলুম দিযে তোমায প্রেম কড়ি ॥

আদি মধ্য অন্তে বহে হি এই পদ্ধতি,
মিছা মিছি তর্কা তর্কি আধ্যাতিক নীতি।
একে একে পাকে পাকে বেড়িল সজনী,
আজি কি উপজিল আনন্দের রজনী ॥

রজনী গন্ধা বজনীব গাঢতর শোভা বর্দ্ধন কবিল. শ্বেতাঙ্গিনী কামিনী কামিনীদিগেব কাম পূর্ণ করিল। তণ্ডালস্যা আনন্দ

বিহ্বলে সমে সমতা দিল, নব বব বধু পূর্ণ মিলনে মিলিত হইল। নীরদ মণ্ডলে ধীবে ধীবে নীর ক্ষরিতে লাগিল, কম্পনে কম্পন বর্দ্ধিত হইযা অবশেষে এলাইযা পডিল। নিস্তব্ধ, নিস্তব্ধ, নিস্তব্ধ, সন্ধ্যা, সন্ধ্যা, সন্ধ্যা। পুনঃ প্রভাতকাল পূর্ণ প্রকাশ পাইল।

জগতের সমস্ততেই নুতন কলেবব দৃষ্টিগোচব হইল। অন্ধকার লুকাইত বহিল, আলোক প্রকাশ পাইল। আলোকবাসীবা অন্নেব কাবণ গমনশীল হইল। বাসনা পূর্ণ মাত্রাতে ইতস্ততঃ বিচরণ কবিতে লাগিল, যথায বাসনা পূর্ণ হইল, তথায আমোদ আমোদে আনন্দিত হইল, যথায বাসনা পূর্ণ হইল না, তথায মোদিত আমোদ পূর্ণ মুদিত হইল। যথায বাসনা অর্দ্ধার্ধ লাভ কবিল তথা অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত হইল। সন্তোষ সর্ব্বত্র অলক্ষিত বহিল। যতক্ষণ আশা বহে, ততক্ষণ শ্বাস বহে। যে মূহুর্ত্তে দেহেতে আশাশ্বাস নিরোধ হয, সে মূহুর্ত্তে সঙ্গে সঙ্গে সন্তোষ লক্ষিত হয।

সন্তোষ ও অসন্তোষ সংস্কাবেব ফলাফল হয। সংস্কাব বিহীন হইলে নিত্য হয। জগতে নিত্য ব্যতীত কিছুই নাই, যাহা নিত্য তাহাই অনিত্য বলিযা কথিত হয। সংস্কাব ভেদাভেদ উৎপাদন কবে, বীজে সংস্কাব নিহিত বহে, সংস্কাবে আকাব ন্যস্ত হয, আকারে চিন্তা হয, চিন্তাতে চেতনা হয, চেতনাতে বুদ্ধি প্রকাশ পায, বুদ্ধিতে নিত্য ও অনিত্য মীমাংসিত হয। নিত্য বলিলে নিত্য হয, অনিত্য বলিলে অনিত্য হয। কর্ত্তা ও কর্ম্ম ব্যবহাবের ফল হয।

প্রহাব, পবাহাব, অপহাব, উপহাব, আহার, বিহাব ইত্যাদি

এক হৃ ধাতুর উপসর্গ ব্যবহারেব ফল হয। **এক** প্রকৃতিভেদের ফলে বহু হয এবং বহু হইলে এক অর্থ থাকে না। উপসর্গ যোগের দ্বারা বল করে ধাতুব অর্থকে অন্যত্র লইযা যায। এক ব্যাধি উপসর্গ যোগে অন্য ব্যাধি প্রাপ্ত হয এবং সংযোগে বিষয অন্য গুণ প্রাপ্ত হয। যাহা আদত তাহা লুকাইযা যায, যাহা উপসর্গ তাহাই প্রকাশ পায, এবং যাহা প্রকাশ পায, তাহাই সৎ হয, যাহা অপ্রকাশ থাকে, তাহাই অসৎ হয। সর্ব্ব বিষযেব বিচাবক হিতাহিত হয। ব্যাকবণ উপসর্গেব বিচাবক হয, আয়ুর্ব্বেদ ব্যাধিব বিচাবক হয়, বিজ্ঞান গুণেব বিচারক হয।

লোকোপচাব গ্রহণ সিদ্ধি। লোকোপচাব যাহাকে সত্য কহে, তাহাই সত্য হয, লোকোপচাব যাহাকে মিথ্যা কহে, তাহাই মিথ্যা হয, সত্য ও মিথ্যা লোকোপচাবেব উপর নির্ভব কবে। লোকো-পচাবেব বীজে সংস্কাব নিহিত হয। মাযা সংস্কাবকে বন্ধন কবে। মায়া অর্থাৎ কাযা অথাৎ আকাব। আকাবে চিৎ, চিত্ত, চিন্তা, বুদ্ধি, যুক্তি ও সংস্কাব প্রকাশ পায। জগতে আকাব ব্যতীত কিছুই নাই, ইহাব কারণ রূপান্তর জগতের গতি হয। জগতে কোন বিষযেব ধ্বংশ নাই, ইহাব কাবণ সমস্তই নিত্য হয। প্রকৃতি ভেদে সমস্তই ভেদাভেদ লক্ষিত হয, ইহাব কাবণ আদি, মধ্য ও অন্ত ব্যবহাবে এক হওযা সর্ব্বতোভাবে বিধেয।

আমোদিনীব ও আগন্তুকেব নব পুষ্প বিকশিত হইল, চাবি ধারে সৌবভ ছুটিল, চারিপার্শ্বেব লোক আমোদে আমোদিত হইল। উভয়ে মধুচন্দ্র ভোগ কবিতে লাগিল, কিছুদিনের পব আমোদিনীব

গর্ভ সঞ্চার লক্ষিত হইল। আমোদিনী গৃহস্তের নিত্য কর্ম্মতে অত্যন্ত বিরক্ত বিবেচনা করিল, সুতরাং আগন্তুকের স্কন্ধে আরও সংসার ভার চাপিল। আগন্তুককে প্রত্যহ প্রভাতে অন্নের অন্বেষণে ধাবিত হইতে হইল, কুটীরে প্রত্যাগমনে শুদ্ধান্ন প্রস্তুত করিতে হইল, এবং তৎপরে আগন্তুক আমোদিনীর সুখ সচ্ছন্দতার তত্বাবধান করিতে প্রস্তুত রহিল। অপরাহ্নে আমোদিনীর বিনোদনার্থে তত্র খাসগল্প চলিল। সায়ংকালে কানাইয়ে ঠেলা ঠেলিয়া তাহার দেহ ক্লান্ত হইল এবং তৎপরে গাঢতম রজনী উভয়ের গাঢ় নিদ্রা আনিল।

সময়ে আমোদিনী সন্ততি প্রসব করিল, আগন্তুকের আর আনন্দ বাড়িল, বহু চিন্তা চলিল, দেহ অস্থির হইয়া পড়িল, কিন্তু মায়া গুণে আগন্তুকের কিছুতেই ভ্রুক্ষেপ নাই। আর কতকগুলি সন্তান সন্ততি যোগ দিল ফলতঃ আগন্তুকের অনেক ব্যয় বৃদ্ধি পাইল। আগন্তুক মায়াগুণে মুখ দিয়া রক্ত তুলিয়া সমস্ত ব্যয় বহন করিতে লাগিল, এবং তদকারণ ক্রমশঃ তাহার দেহ ক্ষীণ হইতে লাগিল, ফলতঃ আগন্তুক আর তদ্রূপ ব্যয় করিতে সক্ষম হইল না। আমোদিনীর ক্রোধ উপজিল, রূঢ় বাক্য ছুটিল এবং সঙ্গে সঙ্গে হস্ত পদ নাচিল। অবশেষে আমোদিনী ক্রোধ ভরে কুটীর হইতে বাহির হইল, আগন্তুক নিস্তব্ধ হইয়া কুটীরে বসিল, সন্তান সন্ততি ক্ষুদাগ্নিতে জ্বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল, আগন্তুক আর নিস্তব্ধ হইয়া বসিতে পারিল না। কাহাকে কক্ষালে ও স্বন্ধে তুলিল, কাহাকে হস্তে ধরিল, কতকগুলিকে নিজের পদানুসরণ করিতে বলিল।

আগন্তুক ফৌউজ্ সঙ্গে লইয়া হাটি হাটি পা পা ফেলিয়া

আমোদিনী অন্বেষণে চলিল, কিঞ্চিৎদূর যাইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িল, আর পা উঠিল না, সুতরাং এক বৃক্ষতলে আশ্রয় লইল। ফৌউজের ক্রন্দন বোলের বনবাদ্য বাজিল, আগন্তুক আর অস্থির হইল। কি করে কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া চিন্তাগারে প্রবেশ করিল। তথায় দেখিল, নিজের অশ্রু জলে নিজের বক্ষঃ ভাসিতেছে, তাহাকে কুক্কুরে টানাটানি করিতেছে, শকুনি কিডি কিডি রবে পাখনা শাপোট করিতেছে, শৃগাল উর্দ্ধমুখে হুক্কাহুয়া নাদে নাদিতেছে, ইহা দেখিয়া আগন্তুক ভয় পাইল, এবং ভয়ে ভয়ান্বিত হইয়া যেমন দ্রুত পদে তথা হইতে অন্য স্থানে যাইবে মনন করিল, অমনি চমক হইল। পুনঃবায় বাহ্য জগতে অদ্ভুত দৃশ্য দেখিল, সকলে নিস্তব্ধ হইয়া গাঢতম নিদ্রাতে আবির্ভূত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। আগন্তুক শোকে অধীর হইয়া দুশ্চিন্তাতে মগ্ন হইল, ইত্যবসারে গুরু অর্থাৎ অবতার আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলেন :—

অহে পান্থ, তোমার ঈদৃশাবস্থা লক্ষিত হইতেছে কেন, বোধ হয় তুমি অন্নাভাবে পীড়িত হও। আহা, শিশু গুলি কি দুর্দ্দশা গ্রস্থ হইয়াছে, কঙ্কাল ব্যতীত প্রায় আর কিছুই দৃষ্টি গোচর হয় না। কিহে, কিছু উত্তর দিতেছ না, তুমি বুঝি অর্দ্ধ নিদ্রাতে নিদ্রিত আছ। অবতার উচ্চৈঃস্বরে পান্থ বলিয়া ডাকিল।

আগন্তুক চমকিয়া উঠিল, মনে করিল বুঝি আমোদিনী আসিয়াছে, যখন দেখিল অন্যজন সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার হরিষে বিষাদ উপস্থিত হইল। আগন্তুক বিষাদে বিষাদিত হইয়া কোন উত্তর করিল না. বরং বিরক্তি ভাব প্রকাশ করিল।

অবতার। বিহে বাপু, এত অন্য মনস্ক কেন, ভদ্রজন কোন কথা কহিলে কি কথা কহিতে নাই। জগতে সর্ব্বজন অন্নাভাবে ভাবিত হয। অন্ন সম্পর্ক আছে বলিযা জগতে পবস্পবেব সম্পর্ক আছে, যদি অন্নাভাব হইত, তাহা হইলে সমস্ত অভাব হইত। আমোদ, প্রমোদ, জয, পবাজয, সুখ, দুঃখ সমস্তই অন্নেব উপব নির্ভব কবে।

আগন্তুক। আপনি আমোদিনীব কথা বলিতেছেন।

অবতাব। আমোদিনী আমোদ বিহনে প্রমাদে মত্ত হইযা তোমাকে ত্যাগ কবিযা অন্যেব আমোদ কাননে আমোদ কবিতেছে। যথায় আমোদ তথায আমোদিনী হয। আপাততঃ তোমাব দেহে আমোদ লক্ষিত হইতেছে না। অন্নতে দেহ, দেহেতে আমোদ, আমোদে স্ত্রী পুরুষ ভাব বক্ষিত হয। অন্ন চিন্তা চমৎকাব হয, অন্ন অভাব হইলে সমস্ত অভাব হয। বাপু, এই শিশু গুলি বঙ্কাল বিশিষ্ট হইযাছে, ইহাদেব অন্ন দেওযা হযনি কেন?

আগন্তুক শিশুদিগেব উপব দৃষ্টি নিক্ষেপ কবিযা আর অশ্রু-ধারা সম্ববণ কবিতে পাবিল না, অর্থাৎ ধীবে ধীবে অশ্রুধাবা বাহিত হইতে লাগিল। বাক্যস্বব পূর্ণ মাত্রাতে প্রকাশ পাইল না, কিন্তু মাযাগুণে মুগ্ধ হেতু কথঞ্চিৎ লক্ষিত হইল। মাযাব কি অদ্ভূত ক্ষমতা। প্রত্যহ মানব মাযাব অদ্ভূত লীলা দেখিতেছে, কিন্তু অদ্যাবধি কোন জন কি মাযাতীত হইতে পাবিযাছে, যদি মাযাতীত হইতে পারিত, তাহা হইলে এই ঘূর্ণিত জগৎ চিবকাল ঘূবনীযমান থাকিত না।

আগন্তুক। শবীবেব দুর্ব্বলতা হেতু অন্ন সংগ্রহ করিতে অক্ষম হই।

অবতাব। এই অন্ন লও।

আগন্তুক মহানন্দে হস্ত প্রসাবণ কবিযা অন্ন লইযা সেবন কবিল, এবং অন্ন সেবনে দেহে স্ফূর্ত্তি প্রকাশ পাইল। দেহ স্ফূর্ত্তিতে জগতেব স্ফূর্ত্তি আইল কিন্তু আগন্তুক অবতাবকে চিনিতে পাবিল না। জগতে তিনটি স্ফূর্ত্তি আছে, চিন্তা স্ফূর্ত্তি, আশা স্ফূর্ত্তি, স্মবণ স্ফূর্ত্তি। দেহ ক্রমশঃ ক্ষয হইলে, স্ফূর্ত্তি ক্রমশঃ ক্ষয হয। অবতাব আগন্তুককে সমস্ত পূর্ব্ব বিবরণ স্মবণ কবাইযা দিল। আগন্তুক অবতারেব দুইটি চবণ ধরিযা বোদন কবিতে লাগিল।

অবতাব। কিহে মহাজ্ঞানী পুরুষ, এই বাব সমস্তকি মনে পড়িতেছে। পূর্ব্বে তুমি কি ছিলে, মধ্যে কি হইযাছিলে, এখন কি হইলে এবং পবে কি হইবে তাহাও অনিশ্চিৎ বহিল। আমাবও জন্ম, স্থিতি ও মৃত্যু আছে, তবে আমি সমস্ত নিত্য দেখি বলিযা নিত্য আছি। মাযা জগৎকে রূপান্তব করে, যাহা অনিত্য দেখ, তাহা কেবল অবিদ্যাব গুণ হয। সংস্কাব দূষিত হইলে চিৎ দূষিত হয, চিৎ দূষিত হইলে চিত্ত দূষিত হয, চিত্ত দূষিত হইলে চিন্তা দূষিত হয, চিন্তা দূষিত হইলে পুরুষকার দূষিত হয। পুরুষকার দূষিত হইলে ক্রিযা দূষিত হয, ক্রিযা দূষিত হইলে ফল দূষিত হয, ফল দূষিত হইলে বীজ দূষিত হয, বীজ দূষিত হইলে সংস্কার দূষিত হয। আবাব সংস্কাব দূষিত হইলে বীজ দূষিত হয, বীজ

দূষিত হইলে ফল দূষিত হয়, ফল দূষিত হইলে ক্রিয়া দূষিত হয়, ক্রিয়া দূষিত হইলে পুরুষকার দূষিত হয়, পুরুষকার দূষিত হইলে চিন্তা দূষিত হয়, চিন্তা দূষিত হইলে চিত্ত দূষিত হয়, চিত্ত দূষিত হইলে চিৎ দূষিত হয়, চিৎ দূষিত হইলে সংস্কার দূষিত হয়।

নাগর দোল্লার মতন উঠিতেছে, পড়িতেছে, আবার পড়িতেছে, উঠিতেছে, কিন্তু পাক বরাবর ঠিক আছে। যদি উঠার ও পড়ার সংস্কার লোপ কর, তাহা হইলে পাক ঠিক রহিল। পাক ঠিক রাখিলে গোলাকার ঠিক রহিল, এই গোলাকার নিত্য হয়, কিন্তু উঠা ও পড়া অনিত্য হয়। নাগরদোল্লা থাকিলেই উঠা ও পড়া থাকিবেক, কেহ বন্ধ করিতে পারিবেক না। জগৎ থাকিলেই রূপান্তর থাকিবেক, কেহ রূপান্তর বন্ধ করিতে পারিবেক না। নাগরদোল্লা বন্ধ করিলে উঠা, পড়া ও ঘুরা বন্ধ হয়, আকার বন্ধ করিতে পারিলে জন্ম, স্থিতি ও মৃত্যু বন্ধ হয়। আদি নাগরদোল্লা ও আদি আকার বন্ধ হয় কি করিয়া যখন একবার হইয়া বহু হইয়াছে। মহাজ্ঞানীরা বিবেচনা করে যে বাসনা বন্ধ করিলে সমস্ত বন্ধ হয়, কিন্তু ইহা মহা ভ্রম হয়, কারণ নিজের বাস যাহা হইতে বাসনা হয়, তাহাই রহিয়াছে, বাস না থাকিলে বাসনা হয় না ইহা সত্য কিন্তু এখন বাস কি করিয়া লোপ হয়। মৃত্যু লোপ করিতে পারে না, মৃত্যু রূপান্তর করিতে পারে। মহাজ্ঞানীরা বলে, ভর্জ্জনবীজে অঙ্কুর উৎপাদন হয় না, ইহা সত্য শত শত বার বলি, কিন্তু ভর্জ্জনবীজটি যায় কোথায়, পচিয়া যায় কিম্বা অন্যের দ্বারা ভক্ষিত হয়। অন্নময় জগৎ হয়, জগতে এমন কোন বিষয়

নাই যাহা না অন্যের দ্বারা ভক্ষিত হয, যাহা ভক্ষিত বিষয় তাহাই অন্ন বলিয়া কথিত হয।

অহিংসা পবম ধর্ম্মেব অর্থ যাহা করা হয ইহা ভূল, কারণ হিংসা ব্যতীত জীবন ধারন হয় না। জীব আহার না কবিলে জীব হয় না। বলবান জীব ক্ষুদ্র জীবকে আহাব করিবেক, আহার করিলে আবার জীব উৎপাদন হইবেক। জীবে জীব হয তম্মধ্যে চেতন ও অচেতন আছে। যে যাহাকে হিংসা কবে সে তাহাকে হনন করা বিধেয় কারণ হনন না করিলে সে তোমায হনন করিবে। পিপীলিকাকে সর্কব দিলে, আর সর্পকে দুদ কলা দিলে আর ছাব পোকাকে বক্ত দিলে অহিংসা পবম ধর্ম্ম হয় না। আত্মবক্ষার নাম ধর্ম্ম, আত্মজনকে বক্ষা করিতে পাবিলে ধর্ম্ম হয, ইহার কারণ সমাজ ব্যবহারেব নাম ধর্ম্ম হয, এবং তদকাবণ দেশেব রাজাকে ধর্ম্মাবতার কহে। পরস্পবের উপকাবের নাম ধর্ম্ম হয, আত্ম-জনেব প্রতি হিংসা আচরণ কবিবে না অর্থাৎ অহিংসা রাখিবে, অহিংসা রাখিতে হইলেই দযার আবশ্যক হয, দযা অর্থাৎ পরস্পরের উপকাব এবং ইহাই প্রকৃত সামাজিক ধর্ম্ম হয।

ভর্জ্জনবীজ অঙ্কুব উৎপাদন করিল না ইহা সত্য কিন্তু ভর্জ্জনবীজটি বহিল, যেমন নাগবদোল্লাব উঠা, পডা ও ঘুর বন্ধ বহিল কিন্তু নাগবদোল্লাটি রহিল। ভর্জ্জন বীজ পঞ্চভূতেব দ্বারা ভক্ষিত হইল কিম্বা অন্য সজীবেব দ্বারা ভক্ষিত হইল, যাহা দ্বারাই হইল পুনঃ প্রকাশ পাইল, তবে ভর্জ্জনবীজ রূপে না হইযা অন্য রূপে হইল, যদি হইল তাহা হইলে আদি বীজ নষ্ট হইল না, যেমন নাগরদোল্লা

ঠিক্ রহিল, অতএব জ্ঞানীর জ্ঞান ঠিক নয় ইহা প্রমাণ হইল। যদি প্রমাণ হইল তাহা হইলে বাস অর্থাৎ আকার না যাইলে বাসনা যায় না ইহাও প্রমাণ হইল, যদি ইহা প্রমাণ হইল, তাহা হইলে বাস অর্থাৎ আকার যায় না খালি রূপান্তর হয় ইহাও প্রমাণ হইল, যদি ইহা হইল, তাহা হইলে নিত্য ইহা প্রমাণ হইল, যদি নিত্য ইহা প্রমাণ হয়, তাহা হইলে যাহা কিছু বিপরীত বলি, তাহা সমস্তই সংস্কার হয়, অতএব সংস্কার এক করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

যতদিন নাগরদোল্লা নাম থাকিবেক, ততদিন উঠা ও পড়া ও ঘুরা থাকিবেক, যতদিন জগৎ নাম থাকিবেক ততদিন মায়া থাকিবেক। যদি কেহ মায়া থেকে উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছুক হয়, তাহা কেবল বিড়ম্বনা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

জ্ঞানীর জ্ঞান জ্ঞা অবধি হয়, প্রেমিকের প্রেম পরাপর হয়। জ্ঞানী অবধিতে আছে, ইহার কারণ উচ্চ ও অনুচ্চ পদ আছে, প্রেমিক অবধিতে নাই, ইহার কারণ সমস্তই নিত্য হয়। যাহা কর, তাহাই কর, কিন্তু করিয়া ভেদ বল, ইহার কারণ নিয়ম প্রতিপালন কর, যাহাতে সংস্কার দূষিত না হয়। সংস্কার ভেদাভেদ শিক্ষা দেয়, এবং এই সংস্কার এক করিবার দরুন সমাজ হইয়াছে। এক খাদ্য, এক পোষাক, এক রং, এক ধর্ম্ম করা সমাজের কার্য্য হয়। যে সমাজে সমস্ত বিষয় এক আছে, তথায় একতা আছে, যথায় একতা আছে তথায় এক আছে। এক নিত্য হয়, এক হইতে যাহা বহু তাহা ও নিত্য হয়, কিন্তু দূষিত সংস্কার ভেদে ভেদ দেখি।

জগতে অবতাব এক ব্যতীত আব কিছুই শিক্ষা দেয় না, যাহা এক তাহাই সত্য, যাহা বহু তাহাই অসত্য হয। জাগতিকজন অজ্ঞানতা হেতু ভেদ দেখে, কিন্তু বাস্তবিক ভেদ কিছুই নাই। অবতার জাগতিকজনেব এই অজ্ঞানতাকে নাশ কবিযা সমস্ত নিত্য ঠিক কবে, এবং সমস্ত নিত্য হইলে আর অঠিক কিছুই রহিল না। কার্য্য করা আব না কবা উভযই সমান রহিল, তবে কেন স্বাভাবিক নিযম প্রতিপালন করিতে বিবত হই, তবে কেন একাদশ তত্ত্ব গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হই।

যতদিন দেহ থাকিবে ততদিন কার্য্য ক্ষেত্রে কার্য্য করিতে হইবে। মায়া ব্যতীত জগতেব অস্তিত্ব নাই, ইহাব কারণ জাগতিক-জন কেহই মাযাতীত নয। দেখ, আমি ও মাযাতে বশীভূত হই, কাবণ জন্ম, স্থিতি ও মৃত্যু আমাতে লক্ষিত হয। তোমায ও আমায় প্রভেদ এই যে তুমি সুখ ও দুঃখ ভেদ কব আমি তাহা কবি না, কারণ আমি জানি যে সমস্ত বিষয নিত্য হয, তবে যাহা করি তাহা কেবল স্বাভাবিক নিযম প্রতিপালনেব জন্য আব কিছুই নয়। মনে করিব যে কবিব না তাহাও কবিতে পাবিব না কারণ স্বাভা-বিক নিয়মে জগৎ বদ্ধ হয়।

তুমি জ্ঞানী বলিযা কত অহংকার কবিতে কিন্তু অহংকার কোথায় গেল, এই অহংকার দূষনীয হয, কিন্তু সংসাব বহস্যের অহংকার প্রশংসনীয হয। তোমার অহংকাবটী উচ্চ ও অনুচ্চ অর্থাৎ অনিত্য শিক্ষাদিতেছে, আমাব অহংকারটি আকাব অর্থাৎ নিত্য শিক্ষাদিতেছে। যাহা নিত্য তাহাই প্রশংসনীয় হয, যাহা

অনিত্য তাহাই দূষনীয হয, অবতাব এই সংস্কাবকে এক করিবার দরুন ইহ জগতে অবতীর্ণ হয। অবতাব অবতীর্ণ হইযা ধর্ম্ম এক কবে। সামাজিক নিযমের একতাব নাম ধর্ম্ম হয, যথায সামাজিক নিযম এক আছে, তথায ধর্ম্ম আছে। সমতাব নাম সমাজ হয।

অহে জ্ঞানী পুরুষ, তুমি মাযা কি এখন জানিতে পাবিলে, নিযম কি জানিতে পাবিলে, ধর্ম্ম কি জানিতে পারিলে, তবে এখন মাযাব খাতিবে সংসাব প্রতিপালন কব, কিন্তু জান যে সমস্ত বিষয নিত্য হয। নিত্য জানিলে দ্বিগুণতব পুরুষকাবেব সহিত জগতে কার্য্য করিতে পাবিবে, এবং এক কার্য্য কবিলেই সিদ্ধি লাভ করিবে, কাবণ কার্য্য সিদ্ধি হইলেই আনন্দ লাভ কবিবে। যতক্ষণ সৎ ততক্ষণ আনন্দ, সৎ লোপ হইলেই সঙ্গে সঙ্গে সমস্তবেই লোপ হয।

আদি এক ইহা দর্শনেব দ্বাবা শিক্ষিত হও, মধ্য এক ইহা সমাজেব দ্বাবা শিক্ষিত হও, অন্ত এক ইহা পুনঃ জীবনের দ্বাবা শিক্ষিত হও। মধ্য, আদিকে ও অন্তকে এক কবিতেছে, যদি মধ্য লোপ কব, তাহা হইলে আদি ও অন্ত লোপ হয। বর্ত্তমান, ভূত ও ভবিষ্যৎকে ঠিক কবিতেছে, যদি বর্ত্তমান লোপ হয, তাহা হইলে ভূত ও ভবিষ্যৎ লোপ হয। সংস্কাব সমস্ত শিক্ষা দেয, যদি ইহা ঠিক হয, তাহা হইলে সংস্কাব এক করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয।

তুমি জ্ঞানী ছিলে, মাযাগুণে অজ্ঞানী হইলে, ইহাব কাবণ তোমার দ্বি ভাব ভোগ হইল, এখনও তোমাব সংস্কাব এক হইবাব অভাব আছে, কারণ তুমি রোদন কবিতেছ, আমার নিকট উপদেশ

গ্রহণ করিতেছ, আমোদিনীর অভাব চিন্তা করিতেছ, মুক্তি বাসনা করিতেছ, যখন তোমার অভাব দূরীভূত হইবে, তখন তোমার স্বভাব উপস্থিত হইবে। স্বভাব ছাড়িও না, অভাব ও হইবে না। স্বভাব আসিলেই পূর্ণ মাত্রাতে পুরুষকার বিরাজ করিবে, যথায় পুরুষকার তথায় স্বভাব, যথায় স্বভাব তথায় পুরুষকার হয়।

অবতারের লীলা আর কিছুই নয় খালি পুরুষকার, এবং এই পুরুষকারে অবতারেরা আদি, মধ্য ও অন্তকে এক করে। অবতারেরা সূত্র ধরাইয়া দিয়া রূপান্তর হয়, দার্শনিক শিষ্যেরা ধর্ম্মের দর্শনের দ্বারা আদি এক করে, পৌরানিক শিষ্যেরা সমাজ দর্শনের দ্বারা মধ্য এক করে, স্মার্ত্ত শিষ্যেরা পুনঃজীবন দর্শনের দ্বারা অন্ত এক করে, এবং আদি, মধ্য ও অন্ত এক ইহা অবতার প্রমাণ করিল। দার্শনিক সমাজ ও পুনঃ জীবন ছাড়িল, পৌরানিক দর্শন ও পুনঃ জীবন ছাড়িল, স্মার্ত্ত দর্শন ও সমাজ ছাড়িল। তিন এক, এক তিন, ইহা জ্ঞানীর কর্ম্ম নয় এক করা কিন্তু প্রেমিকের অর্থাৎ অবতারের কর্ম্ম হয়, ইহার কারণ জ্ঞানী অবতারের অর্থাৎ প্রেমিকের শিষ্য হয়। অবতারেরা মায়া খণ্ডন করেনা অর্থাৎ মায়া জোড়া দেয়, কারণ মায়া ঠিক না করিলে নিজের অস্তিত্বের লোপ হয়, কিন্তু এক নিয়ম প্রতিপালন করিয়া সমস্ত নিত্য করে।

নিয়ম এক হইলে সংস্কার এক হয়, এক সংস্কার আসিলে স্বভাব উপস্থিত হয়, স্বভাব উপস্থিত হইলে, অভাব লক্ষিত হয় না। যথায় অভাব তথায় ভেদ জ্ঞান লক্ষিত হয়, সংস্কার এই ভেদ

উৎপাদনের মূল হয়, অতএব নিয়ম প্রতিপালন করিয়া এক সংস্কার করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয় হয়।

জ্ঞানী। আপনি যাহা বলিলেন, ইহাতে মায়া ত্যাগের কোন আবশ্যক নাই, কারণ মায়া ত্যাগ হয় না, যতক্ষণ দেহ থাকে। দেহ থাকিলে দেহের সমস্ত কার্য্য চলিবে, যদি দেহ অভাব হয়, তাহা হইলে সমস্তেরই অভাব হয়। দেহ আছে বলিয়া মায়া আছে, ইহার কারণ আপনি **এক** আনিয়া সমস্ত নিত্য রাখিলেন, এবং আদি, মধ্য ও অন্ত এক করিলেন। সংস্কার এক করিবার কারণ এক নিয়ম প্রতিপালন করিতে বলিলেন এবং নিয়ম প্রতিপালন করিবার জন্য পুরুষকার আনিলেন, পুরুষকারে স্বভাব ইহাও প্রমাণ করিলেন। স্বভাব ও নিত্য ও **এক** এক হয় ইহ ও ঠিক রাখিলেন, সমস্তকে অখণ্ড গোলাকার করিলেন, উঠা ও নাবাকে সংস্কার করিলেন, দে পাক্‌কে পুরুষকার করিলেন, আবার এই নিয়মকে ঠিক রাখিবার কারণ সমস্ত নিত্য করিলেন, এবং নিত্য করিবার কারণ উঠা, নাবা, দে পাক নিত্য হইল। তবে আমি ঘোর সংসারী হইয়া স্বভাব নিয়ম প্রতিপালন করি।

অবতার। কর, **একের** কৃপায় এক হও।

তৃতীয় অধ্যায়।

মূর্ত্তি।

মূর্ত্তি ব্যতীত জগতের অস্তিত্ব নাই। মূর্ত্তি আছে বলিয়া জগৎ আছে, ইহার কারণ যথায় মূর্ত্তি আছে তথায় জগৎ আছে, কিন্তু যথায় নিরাকার আছে তথায় মূর্ত্তি লক্ষিত হয় না। নিরাকার কহিতে, লিখিতে ও গুণ কীর্ত্তন করিতে পারে না, কিন্তু আকার কহিতে, লিখিতে ও গুণ কীর্ত্তন করিতে পারে, ইহার কারণ মূর্ত্তির ভিতর মানব মূর্ত্তি শ্রেষ্ঠ আকার বলিয়া কথিত হয়। আকার ও সৎ এক হয় ফলতঃ মূর্ত্তি ও আকার এক হয়।

জগৎ গমনশীল বিষয় হয় বলিয়া, জগৎ বলিয়া অভিহিত হয়। গম ধাতুর উত্তর শতৃ প্রত্যয় করিলে জগৎ হয়। রূপান্তর জগতের গতি হয়, জগতের সমস্ত বিষয় রূপান্তর হয়, ইহার কারণ রূপান্তরিত বিষয় জগৎ হয়। মূর্ত্তি অর্থাৎ আকার না হইলে রূপান্তর কিম্বা গমনশীল বিষয় হইতে পারে না, অতএব মূর্ত্তি, সৎ, আকার ও জগৎ এক হয়।

পঞ্চমহাভূতে উর্ণনাভইব জগৎ রচিত হয় এবং ত্রিগুণে জগৎ আবহমান চলিতেছে। প্রভু হর এই সংস্কার প্রথমে জগতে প্রচার করেন, এবং ইহার কারণ তিনি গুরু বলিয়া অভিহিত হন। গুরু

বলিলেই প্রভূ হরকে বুঝায়, অন্য কাহাকেও বুঝায় না কারণ তিনি প্রথমে মানবগণকে অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া আইসেন। গু—অন্ধকাব, রু—আলোক, যিনি অন্ধকার হইতে আলোকে লইযা আসেন তিনিই গুরুপদ বাচ্য হন, ইহার কারণ গুরু ও শিষ্য ববাবর চলিযা আসিতেছে।

মূর্চ্ছ তে কতি প্রত্যয় কবিলে মূর্ত্তি হয। ওম্ তৎ সৎ, অর্থাৎ আকার, ন অসৎ অর্থাৎ নিবাকাব নয় কারণ নিরাকার হইলে কিছুই থাকে না, কিন্তু আকাব হইলে সমস্ত বিষয় নিহিত হয। বিষয হইলেই বিশেষ হয, বিশেষ হইলেই গুণ হয, গুণ হইলেই ত্রিশব্দ প্রযোগ কবিতে হয, ত্রি প্রযোগ কবিলেই অ+উ+ম কিম্বা উ+অ+ম বম ও ওম প্রস্তুত হয। এই সব বিষয অন্য বহুস্থে বহুল প্রকাবে বলা হইযাছে।

ত্রিগুণ বিশিস্ট জগদাবস্থা সর্বত্র ব্যাপিযা বহিযাছে, অতএব যিনি এই জ্ঞান প্রথম প্রচাব কবিযাছেন, তিনিই যথার্থ উপাস্য দেবতা হন, এবং তাঁহাব গুণ কীর্ত্তন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয হয এবং এই গুণ কীর্ত্তনকে বিহারী মিত্র মূর্ত্তি পূজা কহে।

মানব জাতি ব্যবহাবে এক হয, এক হইলেই প্রকৃত জাতি ধর্ম্ম হয, জাতি ধর্ম্ম হইলেই বন্ধু হয, বন্ধু হইলেই এক হয়, এক হইলেই মোক্ষ হয। যেইখানে যিনি জাতি ধর্ম্ম প্রচাব কবিতে পারিযাছেন, তিনিই সেইখানে উপাস্য দেবতা বলিযা কথিত হন। উপাস্য ও উপাসক শব্দ যথায ব্যবহাব হয তথায নিরাকাব শব্দ প্রযোগ হইতে পাবে না, কাবণ নিরাকার শব্দ প্রযোগ করিলে

উপাস্য ও উপাসক শব্দ লোপ হয। অন্য বহস্যে ইহাব বিচাব বিশদরূপে কবা হইযাছে, ইহার কাবণ বলা বাহুল্য বলিয়া ছাড়িযা দিলাম।

দর্শনধর্ম্ম একটি স্বতন্ত্র পদার্থ হয, ইহাব কাবণ ষড দর্শন ও বেদান্ত অর্থাৎ উপনিষৎ জাতি ধর্ম্ম হইতে পাবে না, জাতি ধর্ম্ম ব্যবহাবময় হয, দর্শন ধর্ম্ম ব্যবহারউচ্ছেদময হয। যদি জ্ঞান, বিজ্ঞান ও যুক্তি লোপ হয, তাহা হইলে যাহাব দ্বাবা বিষয নির্ণয কবা হয়, তাহাবই লোপ হয়। বিষয লোপ হইলে যিনি কহিবেন, লিখিবেন ও যাহা কিছু কবিবেন তাহাবই লোপ হয, অতএব দর্শন ধর্ম্ম দর্শনেব উপযুক্ত হয, ব্যবহাবেব উপযুক্ত হয না। দার্শনিক কোন জগতে উপাস্য দেবতা হন না, ববং সর্ব্বত্র উপাসক বলিযা কথিত হন। প্রেমিক সর্ব্বত্র উপাস্য দেবতা হন, কাবণ প্রেমিক জাতি ব্যবহাব প্রচাব কবিযা সকলকে এক প্রেম ডোরে ইহ জগতে বাধিতেছেন।

যিনি জাতি ব্যবহাবেব শ্রেস্টত্ব লাভ কবিতে পাবিযাছেন, তিনিই আত্মতত্ব বুঝিবাব উপযুক্ত পাত্র হইযাছেন, আত্মতত্ব বুঝিতে পাবিলে পবতত্ব সহজে বুঝিতে পারা যায, কাবণ স্বভাব দ্বিপ্রকাব কুত্রাপি দৃষ্টি গোচব হয না। যিনি স্বভাব বুঝিতে পাবিযা ছেন, তিনি অভাব কি তাহাও সাচ্ছন্দে বুঝিতে সক্ষম হন। বিশেষ না হইলে বিশিষ্টজন হইতে পাবে না, গাধি উপাখ্যান, জনক উপাখ্যান, ভার্গব উপাখ্যান, বলি উপাখ্যান, লবন উপাখ্যান, অগ্নি বেশ্য উপাখ্যান, ভূষুণ্ড উপাখ্যান, বশিষ্ঠ উপাখ্যান ইত্যাদি ইহাব

প্রধান উদাহরণ হয, কাবণ এই সব মহাত্মাবা বিশেষ হইযাছিলেন বলিযা আর্য্য জগতে বিশিষ্ঠ জন বলিযা কথিত হন। পুরুষকাব ইঁহা দিগের ব্যবহার হয, ইষ্টদেবতা ইঁহাদিগের ভক্তি হয, আত্মতত্ত্ব ইঁহাদিগেব সিদ্ধি হয, এই প্রকাব কাযিক ব্যবহারকে ও মানসিক ধ্যানকে বিহাবী মিত্র মূর্ত্তি পূজা কহে।

পুতুল পূজা প্রথম প্রহ্লাদ কবে, যখন প্রহ্লাদ হরেব অর্থাৎ হবিব দ্বাবা পবাজিত হয, এবং প্রহ্লাদ এই বিধি সমস্ত দৈত্য কুলকে শিক্ষা দেয, ফলতঃ তদবধি পুতুল পূজা চলিয়া আসিতেছে।

কোন একটী ব্রহ্মবাক্ষসী বরাবব মানব হত্যা কবিযা উদব পূবণ করিত। কিবাতদেশেব বাজা ও মন্ত্রী এই মানব হত্যা নিবা-বণেব কাবণ এক দিন বজনী যোগে নগবেব বহির্দ্দেশে বাহিব হন, এবং উহাঁবা দৈব বশতঃ ব্রহ্মবাক্ষসীব সম্মুখে গিযা উপস্থিত হন। ব্রহ্মবাক্ষসী দ্বিজনকে সম্মুখে দেখিযা মহানন্দে হুঙ্কাব ছাডিযা উহাঁদিগকে বলিল ঃ—

"যদি আপনাবা উভযে আমাব দ্বাত্রিংশত প্রশ্নেব উত্তব কবিতে পাবেন, তাহা হইলে আমাব হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন নচেৎ আমাব কবাল কবলে কবলিত হইবেন।"

উভযে ব্রহ্মবাক্ষসীব দ্বাত্রিংশত প্রশ্নেব উত্তব দিযা ব্রহ্মবাক্ষসী কে সন্তুষ্ট কবিযাছিলেন, ব্রহ্মবাক্ষসী উভযেব নিকট স্বীকাব কবিল যে, অদ্যাবধি আমি আব মানব হত্যা কবিযা উদব পূরণ কবিব না, ববং যথাসাধ্য বিপথগামী মানবগণকে বক্ষা করিব, তদবধি ব্রহ্মবাক্ষসী বক্ষণী বলিয়া অভিহিত হইল।

বক্ষণী কিঞ্চিৎ দিন কিবাতদেশে বাস কবিবার পর, তিনি হিমা- লযের অঞ্জন গিরিতে যাইযা এবং তথায তপস্যা কবিযা ইহলীলা সম্বরণ করেন। কিরাতবাসীরা সেই স্থানে বক্ষণীব মূর্ত্তি প্রস্তুত কবিযা রক্ষণী, কন্দরা, মঙ্গলা, মঙ্গলচণ্ডী, রক্ষাকালী বলিযা পুতুল পূজা করিতে লাগিল, কালক্রমে সেই মূর্ত্তি ভারতের চারিধাবে ব্যাপিল।

প্রহ্লাদ হইতে পুরুষ পুতুল পূজা হইল। কিবাতবাসী হইতে স্ত্রী পুতুল পূজা হইল। পবে নানা প্রকারে নানা মূর্ত্তি হইল।

উপাস্য ও উপাসক দুইটি পদার্থ অর্থাৎ বড ও ছোট, যদি উপাস্য অচেতন হইল, তাহা হইলে উপাসক আব কত বেশী হইল। তর্ক হিসাবে যদি সব এক, এক সব দর্শন আনিযা মীমাংসা কবিতে হয, তাহা হইলে উপাস্য ও উপাসক নাই, এবং তথায প্রাণপ্রতিষ্ঠা বিধি বৃথা হয। প্রস্তবে, মৃণ্ময়ে, দারুতে ও অষ্টধাতুতে মানব প্রাণ দিতে পারেন না. যদি পাবিতেন তাহা হইলে স্বভাব নিযম থাকিত না। অনেকে বলিতে পাবেন, অজ্ঞানীদের এইটি প্রথম বিধি হয, কাবণ দ্বিতলে উঠিতে হইলে সিঁড়ির আবশ্যক হয, কিম্বা পণ্ডিত হইতে হইলে প্রথমে বর্ণপবিচযেব আবশ্যক হয, ইহা যে সত্য তাহা বিনা সন্দেহে ও তর্কে সকলে স্বীকাব কবিবেন, কিন্তু ইহাতে সঙ্গে সঙ্গে ইহাই প্রমাণ হয যে, পৌত্তলিক পূজা অজ্ঞানী- দের অর্থাৎ অসভ্যদেব হয। পূর্ব্বে জগতে সর্ব্বত্র পৌত্তলিক পূজা বিধি ছিল।

প্রভু হব ও প্রভু বুদ্ধ ভারতবর্ষে পৌত্তলিক পূজা উঠাইয়া

দিতে চেষ্টা কবেন, কিন্তু সম্পূর্ণ কৃত কার্য্য হইতে পারেন নাই, কারণ ইঁহাদেব শিষ্যেবা এক লিঙ্গ ও বুদ্ধ মূর্ত্তি বাখিল। বুদ্ধদেবেব চাল, কলা বন্ধ হইল, কিন্তু এক লিঙ্গের চাল ও কলা বিধি বহিল।

প্রভূ এব্রাহ্যাম পুতুল পূজা উঠাইতে চেষ্টা কবেন, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাঁহাব বংশধব প্রভূ মোজেস্ আবাব চেষ্টা কবেন, তিনি কতকটা সিদ্ধিলাভ কবিযাছিলেন। প্রভূ যিশুখ্রীষ্ট পুনরায আবাব চেষ্টা কবেন, তিনি পুতুল পূজা প্রায সম্পূর্ণ উঠাইযা দিতে পাবগ, হইযাছিলেন। শেষে প্রভূ মহম্মদ শেষ কবিলেন। এক বংশ হইতে ক্রমান্বযে প্রায চাবিহাজাব বৎসব জগৎকে শিক্ষা দিবাব পব তদ্দেশ হইতে পুতুল পূজা সংস্কাব লোপ প্রাপ্ত হইল। প্রভূ যোবাষ্টব ও পুতুল পূজা উঠাইযাছেন, মোট কথা সিন্ধু নদীব পব পাব হইতে সভ্য জগতে আব কোথায ও পুতুল পূজা নাই। যদি কেহ এখন ঐ সমস্ত ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে পুতুল পূজা করিতে বলে, কেহই কবিবেন না, ববং আনন্দে দেহ নষ্ট কবিবেন। সংস্কাব কি বালাই দেখুন।

ভাবতবর্ষেব ভিতব পঞ্জাব, উত্তব পশ্চিম, মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে, বঙ্গ প্রদেশেব মতন প্রত্যহ ও পববতেহারে পুতুল গডিযা পূজা ও বিসর্জ্জন অদ্যাবধি দেখিতে পাওযা যায না, তবে একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে, যথায সকলে যাইযা পূজা কবেন, ইহার কাবণ বোধ হয ভাবতবর্ষেব অন্য প্রদেশেব লোক বঙ্গ প্রদেশেব লোক অপেক্ষা অনেকাংশে সভ্য হন। তেজ, বল, শ্রী সমস্তই সংস্কারে গঠিত হয।

মেড়ুযাতে মেড়ুযাতে মারামারি কবিলে এখনও উহাবা বলিযা থাকে " তোম হাম্‌কো বাঙ্গালী পাযা হায।" এই মেড়ুয়ারা সাত্ টাকার বেতনে বাঙ্গালী বাবুর নিকট চাকবী কবিযা থাকে, কিন্তু কোন বাঙ্গালী মেড়ুযাব নিকট চাকবী কবেনা, তত্রাচ সংস্কারের বল কি ভযানক হয।

পাঁচশত বর্ষ পূর্ব্বে এক লিঙ্গ চন্দ্রনাথ ব্যতীত বঙ্গদেশে আদৌ কোন পুতুল ছিল না, কিন্তু ইদানীং অসংখ্য হইযাছে, কাবণ গবিব বঙ্গবাসীব সাধারণেব পযসা বেশী হইযাছে, আব মিশ্রিত ধর্ম্ম অসত্য রূপে অনেক আবির্ভাব হইতেছে। ইংবাজ বাহাদুবেবা লক্ষ লক্ষ টাকা বিদ্যা প্রচাবেব দরুন প্রতি বৎসব ব্যয কবিতেছেন, আব খ্রীশ্চান আচার্য্যেবা হাজাব হাজাব টাকা বঙ্গকে সভ্য কবিবেন বলিযা খবচ কবিতেছেন, এবং মুসলমানেবা ও ধর্ম্ম প্রচাবে ব্যয কুণ্ঠিত নন, তত্রাচ যদি একটি তালিকা লওযা হয যে, ইংবাজ বাহাদুবেব বঙ্গদেশে আগমনেব পূর্ব্বে কতকগুলি প্রতিষ্ঠা পুতুল ছিল, আর পবব তেহাবে প্রতি বৎসব কতকগুলি পুতুল গড়া হইত ও বিসর্জ্জন দেওযা হইত, আব এখনই বা কতকগুলি প্রতিষ্ঠা পুতুল আছে ও প্রতি বৎসব পববতেহাবে কতকগুলি গড়া হব ও বিসজ্জন দেওযা হয, তাহা হইলে সভ্যেরা জানিতে পাবেন যে, একে শত বৃদ্ধি পাইযাছে কিনা।

যত মিশ্রিত বিদ্যা বাড়িবে, যত মিশ্রিত আচাব গ্রহণ হইবে, তত অসত্য সত্য রূপে প্রকাশ পাইবে, এবং তত অসত্যধর্ম্ম ধর্ম্ম বলিয়া জন সমাজে প্রচাব হইবে। লোক যতক্ষীণ হয, তত চতু-

বত্তা বৃদ্ধি পায। এক হইতে ভ্রষ্ট হইযা বহু হইলে ক্ষীণ হয, আর বহু হইতে একত্রিত হইযা এক হইলে সবল হয।

জজ্, মাজিষ্ট্রেট, আইনবাজ, ধনী, ব্যবসাদাব সকলেই বিদ্যা শিখিতেছে, এবং সকলেই সভ্য বলিযা বঙ্গদেশে পবিগণিত হইতেছে, সকলেই সংস্কৃত ভাষা আমাদেব বাপ দাদাব বলিতেছে, সকলেই আর্য্য ঋষিকে পূর্ব্ব পুরুষ বলিতেছে, কিন্তু বল দেখি, পুতুল হস্ত তুলিযা ভাত খায কি, অমনি সকলে বলিবে, হাঁ, যেমনি বলিল, অমনি সম্পাদকেবা নজিব ধবিল, যেমনি ধবিল, অমনি প্রকাশ করিল, সঙ্গে সঙ্গে সম্পাদকেব নাম ও ছুটিল, যেমনি ছুটিল, অমনি সম্পাদক হুড় হুড় কবিযা পযসা উপার্জ্জন কবিল। যে বলিল, "পুতুল হস্ত তুলিযা ভাত খাইতে পাবে না," অমনি তাহাব মুখে সমস্ত বঙ্গবাসী চূণকালি দিল, সকলেই ঘৃণা কবিল এবং সঙ্গে সঙ্গে পযসা উপার্জ্জন বন্ধ হইল।

পদার্থ দ্বি প্রকাব হয, যথা চেতন ও অচেতন। যাহা চেতন পদার্থ হয, তাহাই অপব চেতন পদার্থকে চৈতন্য দিতে পাবে, অচেতন পদার্থ চেতন পদার্থকে চৈতন্য দিতে পাবে না। জবাযুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, তিন প্রকাব চেতন পদার্থ হয, তন্মধ্যে জবাযুজ শ্রেষ্ঠ হয, আবার জবাযুজেব মধ্যে মানব শ্রেষ্ঠ হয, মানবেব ভিতব যাঁহাদেব চৈতন্য আছে তাঁহাবা আবাব অন্য মানবেব ভিতব শ্রেষ্ঠ হন। এক ধর্ম্ম, এক পোষাক, এক বর্ণ, এক খাদ্য যাঁহাদের ভিতব আছে, তাঁহাবাই মিশ্রিতদেব উপব শ্রেষ্ঠত্ব লাভ কবেন। অচেতন পুতুলকে পূজা কবিলে অচেতন তুল্য হইতে

হয, অচেতনেব গৌববান্বিত ক্রিযা কিছুই নাই, ইহাব কাবণ পূজা হইতে পাবে না, যাঁহাব গৌববান্বিত ক্রিযা আছে, তাঁহাবই পূজা হইতে পাবে, অর্থাৎ গুণ কীর্ত্তন হইতে পাবে।

পুতুলেব চক্ষু আছে দেখিতে পায না, কর্ণ আছে শুনিতে পায না, নাসিকা আছে ঘ্রাণ পায না, হস্ত আছে গ্রহণ কবিতে পাবে না, পদ আছে চলিতে পারে না, তবে কি কবিযা ইহাব পূজা হইতে পাবে। যদি বল প্রাণ প্রতিষ্ঠা কবিযা পূজা কবা হয, ইহা কি সম্ভব পব যে মানব পুতুলে প্রাণ প্রতিষ্ঠা কবিতে পাবে। ভাবতবর্ষে পুতুলেব অভাব নাই, তবে কেন কোন প্রাণ প্রতিষ্ঠা পুতুল কহিতে, চলিতে ও লিখিতে পাবে না, যদি পাবিত তাহা হইলে সকলেই দেখিতে পাইত।

পুতুলকে পুষ্প, চন্দন, চূযা দ্বাবা অর্চ্চিত ও অলঙ্কাবেব দ্বাবা অলঙ্কৃত কবিলে কি পুতুলেব চৈতন্য লাভ হয, না পুতুল দ্রব্যেব গুণ গ্রহণ কবিতে পাবে। ভোগ দিলে কি পুতুল ভোগ কবিতে পাবে, না পযসা দিলে পুতুল হস্ত প্রসাবণ করিযা পযসা গ্রহণ করিতে পাবে, তবে এই সব দ্রব্য গ্রহণ কবে কে, যদি বল পূজাবী, পূজাবী গ্রহণ কবিলে তোমাব কি লভ্য হইল, যদি বল পূজারী গ্রহণ কবিলে পুতুলেব গ্রহণ কবা হয, তবে কেন পুতুলকে সাক্ষী গোপাল কবিযা বাখা হয, যদি বল সংস্কাব, তাহা হইলে সংস্কাবকে মার্জ্জিত কবা সর্ববতোভাবে বিধেয হয। পূর্ব্বে সংস্কাবের বিষয বলা হইযাছে, সংস্কাব হাঁ ও না, দুই গডিতে পাবে, সংস্কাবেব নিকট জ্ঞান, বিজ্ঞান, যুক্তি কিছুই দাঁডাইতে পাবে না, তবে দেশের বাজা

চেষ্টা করিলে প্রথমে কতকটা হয়, যেমন Emperor Theodosius হইতে Christian trinity জনসমাজে বদ্ধমূল হইল, কিন্তু সপ্তম পুরুষে নূতন সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া যায়, এবং নূতনটি পুরাতন বলিয়া গণ্য হয়।

প্রথমে যখন সতীদাহ উঠাইয়া দিবার আইন হইবে গুজব হইল, তখন বঙ্গদেশে কি ভয়ানক হুলুস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল, এবং কত প্রকার নজির দেখাইয়া রাজ দরবারে দরখাস্ত করা হইয়াছিল, কিন্তু যখন পাস হইল জানিল, তখন স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত সরকার বাহাদুরকে কত নিন্দা করিয়াছিল। অদ্য বঙ্গের কোন স্ত্রীলোক কি স্বামীর সহিত চিতাতে দেহত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হয়, না কোন বঙ্গবাসী আইনটি ভাল হয় নাই বলে, প্রথমে বুঝিতে পার নাই ইহার কারণ খারাপ বলিয়াছিলে অর্থাৎ non-sense বলিয়াছিলে, আপাততঃ বুঝিতে পারিতেছ, তাই ভাল বলিতেছ, আবার আর পঞ্চাশ বৎসর পরে যখন সংস্কার ঠিক হইবে, তখন একাধারে সমস্ত বঙ্গবাসী আইন ভাল হইয়াছিল কহিবেক।

যখন চড়কে বান ফোঁড়া বন্ধ হইল, তখনই বা কি না হইয়াছিল। আবার অদ্য চড়কের সময় কাঁসারি ও জেলে পাড়ার লোকেরা সং সাজিয়া আমোদ করিত, তাহাও শিক্ষিত যুবকেরা অসভ্যতা বলিয়া উঠাইয়া দিল। শিক্ষার সহিত সংস্কারের কি ভয়ানক পরিবর্ত্তন তাহাও দেখ।

প্রথম যখন কলের জল হয় ও কলের চিনি আমদানী হয়, তখন কলিকাতাবাসীরা কি করিয়াছিল, জাত যাইল, জাত যাইল,

জাত যাইল বলিযা চাবিধাবে হুক্কাহুযা কবিযাছিল, অদ্য আবার কলেব জল মাপিযা দিবার আইনেব কথা শুনিয়া কলিকাতাবাসীরা কি লঙ্কাকাণ্ড না কবিল, জাত যাইবে না, হুজুর, কলের জল দিন। পবদেশের চিনি আমদানী যাহাতে না হয তাহাব দকনই বা কি লিখিল, কাবণ গৃহে কলের চিনি এত হইতেছে যে, পরদেশী না আসিযা ভাগ লয।

কন্সেণ্ট বিলেব সময কি লঙ্কাকাণ্ড না হইযাছিল, আবাব অদ্য ঘবে ঘবে ঋতুমতী কন্যা বিবাজ কবিতেছে, পঞ্চাশ বৎসব পবে সর্ব্ব সাধাবণ হইযা যাইবে। যখন যাইবে তখন কোন ব্যক্তি সপ্তম বর্ষেব কন্যাকে বিবাহ দিলে অন্য সকলে নিশ্চয বলিবে, অমূক লোকটি কি অসভ্য, সপ্তম বৎসবেব কন্যাকে বিবাহ দিযাছে। সমস্ত বালাই সংস্কাব হয। যখন রহস্যাবলি বুঝিবে, তখন আব non-sense বলিবে না।

প্রথমে যথন বঙ্গদেশে ইংবাজী বিদ্যালয স্থাপন হয, তখন কেহই জাত নষ্ট হইবে বলিযা ইংবাজি বিদ্যালযে প্রবেশ কবে নাই, এবং প্রথমে যখন Medical College স্থাপন হয, তখন ও কেহ জাত নষ্ট হইবে বলিযা প্রবেশ কবে নাই, অদ্য সংস্কার কি হইযাছে, যদি চক্ষু থাকে, তাহা হইলে এক বাব দেখ। পঞ্চাশ বর্ষ পরে রহস্যাবলি এই ভাব প্রাপ্ত হইবে আর non-sense থাকিবে না।

গঙ্গাসাগবে গর্ভেব প্রথম ফল দেওযা কি উৎকৃষ্ট কার্য্য ছিল, এবং উডিষ্যার বথচক্রের নীচে স্বর্গে যাওযা কি সুবিধা জনক পথ

ছিল, কিন্তু ইংরাজ বাহাদুরের নিশেধ আইন হওযাবধি সংস্কাব কি বদল হইযাগিযাছে। যদি কোন graduateকে এখন বলা হয, এই রূপ সহজ উপাযে স্বর্গে যাইতে প্রস্তুত আছ, বোধ হয, কেহই সম্মতি প্রদান কবিবেক না, কাবণ সকলে জানিযাছে যে, স্বর্গে ফাঁকি দিযা যাওযা হয না, জ্ঞান, ক্রিযা, ভক্তি ব্যতীত স্বর্গ হয না। স্বর্গ ও নবক মনে বিবাজ কবে। মন শান্তিব নাম স্বর্গ, মন অশান্তিব নাম নবক।

শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তি জগতে অবতীর্ণ হইযা অন্য সব জাগতিকজনকে এক শিক্ষা দেন, যাহাতে সকলকাব সংস্কাব এক হয, এক সংস্কার হইলে মন শান্তি হয, মন শান্তি হইলেই শান্তি, শান্তি, শান্তি হয। শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তি জগতেব মঙ্গল সাধন কবেন ইহাব কাবণ তিনি শিব বলিযা কথিত হন, এবং তিনিই সর্ব্ব সাধাবণেব নিকট পূজনীয হন। সর্ব্ব সাধাবণ জন তাঁহার গুণ কীর্ত্তন কবিযা বাহ্যে ও অন্তবে এক হয, এক হইলেই বাসনা অনুযাযী বাস হয। শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তিব নাম উচ্চারণ কবিলেও সর্ব্ব পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ পাওযা যায।

শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তিব গুণ কীর্ত্তনকে বিহাবী মিত্র মূর্ত্তি পূজা কহে। শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তি সৎ অর্থাৎ আকাব বিশিষ্ট ত্রিগুণ মূর্ত্তি হন, এবং ইনি প্রিয পুত্র, অবতার, বসুল ও অন্যপ্রকাব বহু নামে কথিত হন, ইহাব কাবণ তিনি অন্য জাগতিকজনকে শিক্ষা দিতে পাবগ হন। দর্শন একটি স্বতন্ত্র বিষয হয, এবং কোন কালে সাধাবণেব বিষয হয না। যাহার যাহা ধর্ম্ম তাহাব তাহাই রাখা কর্ত্তব্য হয, ধর্ম্মকে অর্থাৎ

শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তিব কথিত বচনকে ধর্ম্মে অর্থাৎ প্রকৃত কার্য্যে রাখা উচিত হয। দর্শনধর্ম্মকে দর্শন ধর্ম্মে বাখা উচিত হয, সামাজিকধর্ম্মকে সামাজিক ধর্ম্মে বাখা উচিত হয, বাজনীতিধর্ম্মকে রাজনীতি ধর্ম্মে বাখা উচিত হয, গুপ্তনীতিধর্ম্মকে গুপ্তনীতি ধর্ম্মে বাখা উচিত হয়, অর্থাৎ সূক্ষ্মকে সূক্ষ্মে রাখা উচিত হয, স্থূলকে স্থূলে রাখা উচিত হয, অর্থাৎ পুতুলকে পুতুল ধর্ম্মে বাখা উচিত হয, যদি এই সমস্তকে ঠিক বাখা হয তাহা হইলেই প্রকৃত মানব ধর্ম্ম হয। মানব ধর্ম্ম বাখিতে হইলেই শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তিব পূজা অর্থাৎ গুণ কীর্ত্তন কবিতে হয, এবং সকলে গুণ কার্ত্তন করিলেই এক সংস্কাব হয়, সংস্কাব এক হইলেই স্থূলে এক হয, স্থূলে এক হইলেই সূক্ষ্মে এক হয, ইহাব কাবণ শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তিপূজা অর্থাৎ প্রিয পুত্রের, অবতাবেব, বসুলেব সম্প্রদাযানুসাবে গুণ কীর্ত্তন কবা সর্ব্বতোভাবে বিধেয় হয।

রহস্যাবলি চরাচবে হইল ব্যাপ্ত,
নিয়ম-বহস্য সত্য হইল সমাপ্ত।